বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, যুগ্মসচিব (আইন), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোসা: তাজকেরা খাতুন, যুগ্মসচিব (আইসি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
ড. হুমায়রা সুলতানা, যুগ্মসচিব (বাজেট ও মনিটরিং), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব তন্ময় দাস, যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব এ.টি.এম সাইফুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, যুগ্মসচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (সম্প্রসারণ-৩), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব সোনা মনি চাকমা, উপসচিব (প্রশাসন-২), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
কাজী আব্দুর রায়হান, উপসচিব (প্রশাসন-৫), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব শাহানারা ইয়াসমিন লিলি, উপসচিব (গবেষণা-১), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মীনাক্ষী বর্মন, উপসচিব (প্রশাসন-১), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	সদস্য
জনাব আ.ফ.ম আলমগীর কবির, সহকারী সচিব (উপকরণ-২), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১০ অক্টোবর ২০২১

মুদ্রণে

কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রকাশনায়

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'বাংলাদেশে কেউ না খেয়ে মরবে না, সবাই এদেশে সুখী ও তৃপ্ত জীবনযাপন করবে।'

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কৃষিতে সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল-মডেলে উন্নীত করেছে।
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিফলন হিসেবে প্রকাশিত হয় বার্ষিক প্রতিবেদন। সেই ধারাবাহিকতায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালে এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ার অভিপ্রায়ে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়নের এ ধারা বজায় রেখেছেন বঙ্গবন্ধুকন্য কৃষকবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে বিগত ১২ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ আজ পাট রপ্তানিতে ১ম, কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, ধান উৎপাদনে ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম স্থান অর্জন করে বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষি বহুমুখীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া, বিশ্ব বাজারের চাহিদাসম্পন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য আমদানি নির্ভর কৃষিপণ্য যেমন– কাজুবাদাম, কফি এসব উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১সহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো। গবেষণা খাতে সরকারের অব্যাহত প্রণোদনা ও উৎসাহে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাত, জিংক সমৃদ্ধ ধান, বিভিন্ন ফলের দেশের আবহাওয়া উপযোগী জাতসহ বিভিন্ন ফল ও ফসলের জাত উদ্ভাবন করছেন।

এ ছাড়া, মহামারি করোনার শুরু থেকেই সম্ভাব্য খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় কৃষিখাতে সরকারের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা, নির্বিঘ্ন সার সরবরাহের ব্যবস্থা, কৃষিতে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষি প্রণোদনা প্রদানসহ বিভিন্ন কৃষকবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে, বাংলাদেশ বরাবরের মতো খাদ্য উৎপাদনে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। করোনার এই প্রতিকূলতার মাঝেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী, মাঠপর্যায়ের কৃষক কৃষানিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে চলতি অর্থবছরে বোরো উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ৭ লাখ ৮৪ হাজার ৫০৮ মে. টন, যা দেশের বোরো উৎপাদনে সর্বোচ্চ রেকর্ড।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃষিখাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসকে সামনে রেখে কৃষিবিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ সকল কৃষিজীবীদের জন্য এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

করোনা মহামারিতে দেশের খাদ্য উৎপাদনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যাঁরা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তার ধারা বজায় রাখতে কৃষি মন্ত্রণালয় সর্বদা সচেষ্ট। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশের কৃষি এখন অনেক সমৃদ্ধ। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী নীতি, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, আর্থিক বরাদ্দ ও তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। ফসলের উন্নত জাত ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার ফলে ধান, সবজি, ফলসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সারা বছর সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। শ্রমিক সংকট মোকাবিলা ও উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ৫০-৭০% উন্নয়ন সহায়তায় কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে, ফলে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি পুষিয়ে কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। সকল প্রকার সারে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন সহায়তা প্রদান এবং সুষ্ঠু সার বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণে কৃষকগণ সুলভমূল্যে নিজ এলাকা হতে সার সংগ্রহ করতে পারছেন। বাণিজ্যিক কৃষি পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য দেশে কাজুবাদাম ও কফির আবাদ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে ভোজ্যতেল ফসলের উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে প্রত্যন্ত এলাকাসহ দেশের সর্বত্র কৃষি উপকরণ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদানে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। যার ফলশ্রুতিতে করোনা মহামারির প্রকোপের মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৯৮% বাস্তবায়ন করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যয়ে মহামারির এই কঠিন সময়ে আমাদের যেসব সহকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশ করা হলো। প্রকাশিত প্রতিবেদনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এই প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ মেসবাহুল ইসলাম)

সূচিপত্র

১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১
২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৫৭
৩.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৯
৪.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১৩৫
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৪৯
৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৬৫
৭.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৮৫
৮.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯৭
৯.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২১১
১০.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	২২৩
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	২৩৫
১২.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	২৪৭
১৩.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২৫৭
১৪.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৭১
১৫.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	২৭৯
১৬.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	২৯১
১৭.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	৩০১
১৮.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩০৯
১৯.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	৩১৯
২০.	কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন	৩২৭
২১.	গণমাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৩৯

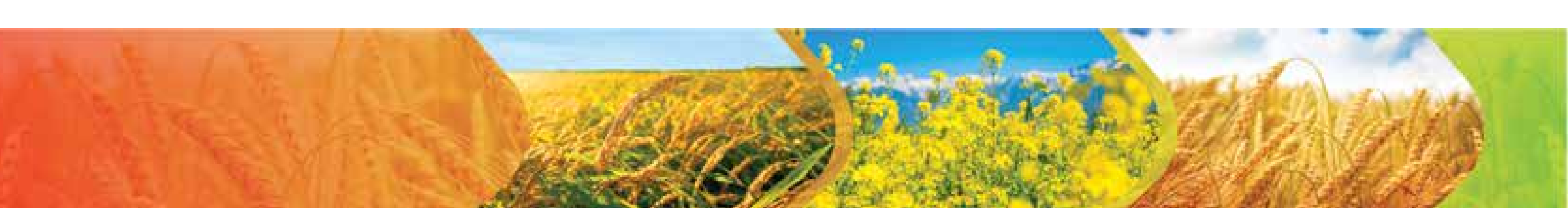

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার এবং স্বাধীনতা অর্জনের মহান কান্ডারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি অন্তপ্রাণ। জাতির পিতার গভীর মমত্ববোধ ছিল বাংলার কৃষি ও কৃষকের প্রতি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে কৃষিতে সর্বাধিক বরাদ্দ রেখেছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্বার গতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়কর উদাহরণ। সারাবিশ্ব যখন মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতী ছোবলে জর্জরিত তখন বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে করোনা পরিস্থিতিতেও কৃষি মন্ত্রণালয়, আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী সার্বক্ষণিক কৃষকের পাশে থেকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে কৃষি মন্ত্রণালয় দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নির্দেশনায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি সেক্টরে এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অভিলক্ষ (Mission) বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা এবং ০২টি ফাউন্ডেশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/ফাউন্ডেশনের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার অন্যতম উপকরণ সার। সার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে দেশে কৃষকের প্রাণহানির ইতিহাস রয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগ সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দোরগোড়ায় অত্যন্ত সুলভমূল্যে সার পৌঁছে যাচ্ছে। সারে উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭,৭১৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪.৬৩ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার, ৫.২২ লক্ষ মে. টন টিএসপি, ৭.৯৮ লক্ষ মে. টন এমওপি এবং ১৪.২৪ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

করোনা মহামারীর প্রভাব, অতি বন্যা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে নিয়মিত বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০ কোটি টাকা। এ সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণকে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষি উপকরণ (বীজ, চারা ও সার) বাবদ ৭৪.৫০ লক্ষ জন কৃষককে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০২ বিঘা জমিতে চাষ করার জন্য মোট ৪৫৮.৮৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ঝড়ো হাওয়া, তাপদাহ ও শিলাবৃষ্টিতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত বোরো ধান চাষিদের নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ হতে সরাসরি ৪৮,৬৬৫ জন কৃষককে তাদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট/ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জনপ্রতি ২,৫১৫/- টাকা করে মোট ২৭.৯৭৪৫ কোটি টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)- কৃষি সেক্টরের সবচেয়ে বড় দপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮৬.০৭৮ লক্ষ মে. টন চাল, ১২.৩৪৪ লক্ষ মে. টন গম, ৫৬.৬৩১ লক্ষ মে. টন ভুট্টাসহ মোট ৪৫৫.০৫৩ লক্ষ মে. টন দানাদার শস্য উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ৯.৩৯১ লক্ষ মে. টন ডালজাতীয় ফসল, ১১.৯৯৫ লক্ষ মে. টন তেলজাতীয় ফসল, ১০৬.১২৮ লক্ষ মে. টন আলু, ৩৩.৬২ মে. টন পেঁয়াজ এবং ৭৭.২৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধে যানবাহন চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপের কারণে হাওর এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় বোরো ধান কর্তনে তীব্র শ্রমিক সংকট দেখা দেয়। তখন কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রমিক প্রেরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি দ্রুত কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করে বোরো ধান কর্তনের মাধ্যমে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উন্নতমানের ধান, গম, পাট, ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানসম্পন্ন ভাল বীজ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে ৭০% এবং সারাদেশে ৫০% উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ২২১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৩৬৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ২৪০টি রিপার ও ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৪৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯৪,৯৬০টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও

শস্য বহুমুখীকরণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‍্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৭.৭৮ লক্ষ ফলের চারা, ৯.৫৭ লক্ষ ফলের কলম, ৩.৮৭ লক্ষ মসলার চারা, ৩২.২০ লক্ষ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ০.৭১ লক্ষ ওষুধি চারা, ০.৩১ লক্ষ নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন অন্যতম। বিএডিসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৬টি প্রকল্প ও ১৭টি কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৮২৪.৮৪ কোটি টাকা। বিএডিসির অনকূলে ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮০%। বিএডিসির বিভিন্ন কর্মসূচির অনকূলে ১৫৭.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৫৭.২৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৯০%। বিএডিসি ২০২০-২১ অর্থবছরে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল ও তেলবীজ, পাটবীজ ও সবজি বীজসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৪৮ লক্ষ মে. টন বীজ উৎপাদন এবং প্রায় ১.৩৯ লক্ষ মে. টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৪০২.৭৪ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.৭৩ লক্ষ মে. টন শাকসবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৭,১০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৮৫০ কি.মি. খাল পুনঃখনন/সংস্কার, ৭৯০ কি.মি ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন, ০২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ০১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ, ৮৪টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন, ২৫০টি সেচপাম্প ক্ষেত্রায়ন, ৪৩৩টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন, ৪১৩টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ৩৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ৩৫টি ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ১১ কি. মি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৪.৯১ লক্ষ মে. টন নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং ১৫.৬৬ লক্ষ মে. টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে বিএডিসির ২,১৯৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ, ২৫,২২৪ জন কৃষক/স্কিম ম্যানেজার/ফিল্ডম্যানকে প্রশিক্ষণ, ১২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং ২৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় মোট ১,৫৪২ মে. টন আলু রপ্তানি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর তত্ত্বাবধানে Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় বাস্তবায়িত ১৯০টি Competitive Research Grant (CRG) উপ-প্রকল্প থেকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে ১১টি প্রযুক্তি ডিএই, ডিএলএস এবং ডিওএফ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে validation trial হচ্ছে। কৃষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। এছাড়াও মানসম্মত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ GAP নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন-২০২০ এর পরিমার্জিত খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিএআরসির সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০ এবং উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বিএআরসি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্যাটাগরিতে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১' অর্জন করে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে সর্বমোট ২২৮০ জন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বিএআরআই এর অধীনে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৯৯.২% ও ৯৯%। বিএআরআই কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি ফসলের ১৫টি উচ্চফলনশীল জাত এবং ২৫টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ৫২৯৩ জনের দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশে ১ জনকে উচ্চশিক্ষার (পিএইচডি) অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিএআরআই আশাবাদী যে, সকল প্রশিক্ষিত জনবল এবং প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন ঘটিয়ে সার্বিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ২৭৭৯টি গবেষণা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ১৬.১৯ লক্ষ চারা, কলম এবং কাটিং উৎপাদন এবং ১৫.৬২ লক্ষ চারা, কলম এবং কাটিং কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৬৭ মেট্রিক টন ব্রিডারবীজ ও ৪৮৮ মেট্রিক টন মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)- প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ অর্থবছরে রোপা আউশে ১টি ব্রি ধান-৯৮, এবং বোরো মৌসুমের উপযোগী ৩টি (ব্রি ধান-৯৭, ব্রি ধান-৯৯, বঙ্গবন্ধু ধান-১০০) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় ৪টি প্রস্তাবিত জাতের পরীক্ষা এবং ১১টি অগ্রগামী সারির উপযোগিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্রি উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য ৬৮৬৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, ধানের ফসল সর্বাধিকরণে জৈব পদার্থ ও গৌণ উপাদানের প্রভাব নির্ণয় সংক্রান্ত দুটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ৬৮১৫ জন কৃষক ও ৮৩২ জন সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ব্রি ইতোমধ্যে Rice Vision 2050 এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে Doubling Rice Productivity in Bangladesh নামে কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫টি নতুন জাত (বিনামাষ-২, বিনালেবু-৩, বিনামসুর-১২, বিনাসরিষা-১১ ও বিনাছোলা-১১) এবং ৫টি নন-কমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা কর্তৃক ১৮টি বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১৫৯.৭৩ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ১২২.৯৮ মে. টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ২৫৯৭টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। বিনা কর্তৃক ইতোমধ্যে ৪০১৩ জন কৃষক এবং কৃষাণিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ৬০০০ কপি লিফলেট মদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ৩২টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৯৯টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ১১৮টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে পাট কর্তনের নিমিত্ত জুট হার্ভেস্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ উপযোগী লবণাক্ততা সহিষ্ণু দেশি পাটের একটি জাত (বিজেআরআই দেশি পাট-১০) উদ্ভাবন করা হয়েছে। নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে বিজেআরআই কর্তৃক ৩৬টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। পাট আঁশ Reinforcing Material এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে। পাটকাঠি এবং পাট আঁশ থেকে সহজ পদ্ধতিতে ও স্বল্পমূল্যে মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য যেমন: সিএমসি তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দ্রুতবর্ধনশীল, বিছাজাতীয় পোকা প্রতিরোধী, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল, পাটের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে পাটের কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)- বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এবছর উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে বিএসআরআই আখ ৪৮ উদ্ভাবন, স্বাস্থ্যসম্মত আখের জুসার, আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আখের লবণাক্ত সহিষ্ণু সোমাক্লোন উৎপাদন, কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এবং ১১ এর জন্য ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে সারের মাত্রা নির্ধারণ, ক্যালারিস এক্সট্রা ২৭.৫০ ইসি আগাছানাশক ব্যবহার করে ইক্ষুর চওড়া পাতা আগাছা দমন, মধুপুর অঞ্চলে উইপোকা প্রতিরোধে পরিবেশবান্ধব আইপিএম প্যাকেজ, আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চীনাবাদাম চাষ। বিএসআরআই কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ২৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২,৫০০ টি তালের চারা, ৭,৫০০টি খেজুর ও ৭,৫০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৮টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেমে ৫০টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ও খরিফ মৌসুমে ৫৬টি উপজেলায় সরেজমিন মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৬০০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর লবণাক্ত ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা কর্তৃক ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ডিবলিং এবং চারা রোপণ পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ, টপ সয়েল কার্পেটিংয়ের মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের পাড়ে বর্ষাকালীন তরমুজ চাষ প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২,৫০০ জন কৃষক, কৃষিকর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (DAM)- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ২১০০০টি বাজারমূল্য, ৪১০০টি বুলেটিন ও ৩৩০টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০টি কৃষক বিপণন গ্রুপ গঠন ও ৪০,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৪৫৯৬ জন কৃষকের ৪৩৬০ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে মোট ৪১০.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউসহ দেশের ৪২টি জেলায় কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে। মহামারী কোভিড-১৯ কালীন সময়ে দেশব্যাপী কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস চালু রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB)- তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলার বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে 'সিডিবি তুলা এম-১' নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৪,৩০০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১,৭৭,৪২১ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১৩৬ মে. টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করে চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক তুলা চাষ প্রযুক্তির উপর ৭,৫০০ জন তুলা চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিটি কটন প্রবর্তনের লক্ষ্যে কনফাইন্ড ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। অতিশীঘ্র বাংলাদেশে বিটি কটন অবমুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BWMRI)- বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে গমের ২টি জাত (বিডব্লিউএমআরআই গম-২ ও ডব্লিউএমআরআই গম-৩) উদ্ভাবনসহ গমের ৬২৫৭টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া হালকা বুনটের মাটিতে পরিবর্তিত (Alternate) বা হাইব্রিড চাষ পদ্ধতিতে 'গম-মুগডাল-আমন ধান' ফসল-ধারায় ফসল উৎপাদন বিষয়ে ১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৮৫ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মী এবং ৩৫৫১ জন কৃষক/ কৃষাণিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে ৩৯২ জনকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ২০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ১৩৬২ জন কৃষককে গম ও ভুট্টার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৫টি প্রকাশনা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি ও বিভিন্ন এনজিও এর সহায়তায় ২৩০৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ৮টি জাত (বারি গম ২৮, বারি গম ৩০, বারি গম ৩২, বারি গম ৩৩, ডব্লিউএমআরআই গম ১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬, বারি মিষ্টি ভুট্টা-১ ও বারি পপকর্ন-১) ও ৫টি উৎপাদন প্রযুক্তি (বারি গম ৩০, বারি গম ৩২, বারি গম ৩৩, ডব্লিউএমআরআই গম ১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬ এর উৎপাদন প্রযুক্তি) প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও গম ও ভুট্টার মোট ১০৩ মেট্রিক টন ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে ২০ জন বিজ্ঞানী Zoom প্লাটফর্মে বিদেশে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্র্যাকের সাথে বিডব্লিউএমআরআই এর বীজ উৎপাদন, গবেষণা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক চুক্তি হয়েছে। করোনা (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় ফলজ, ঔষধি ও বনজ গাছের ৭৩৫টি চারা রোপণ/বিতরণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মুদ্রিত ১৭,০০০ কপি পোস্টার/বুকলেট/ফ্যাক্টশিট/লিফলেট/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পুষ্টি সম্পর্কিত বৈশ্বিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট ১২টি গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১২ হাজার ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক ৩৪টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করা হয়েছে ৫৭টি বেতার কথিকা। জাতীয় স্কুল মিলনীতি বাস্তবায়নে কুকদের নিরাপদ স্কুল মিল প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার এলাকায় ১০০ একরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে নির্মিত ভবনে বারটান প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA)- বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

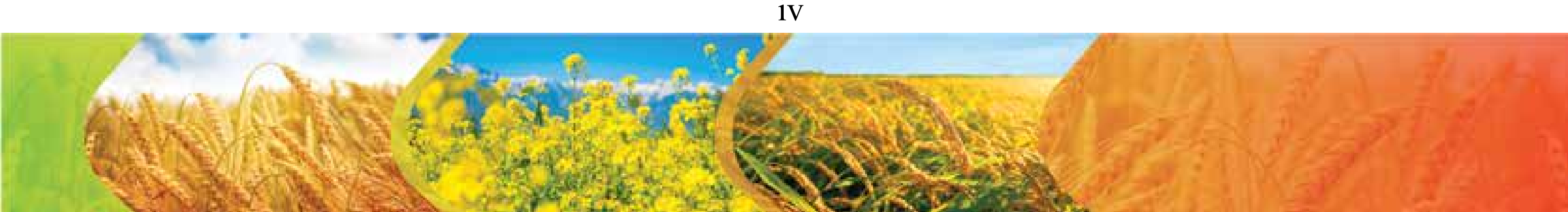

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (SCA)- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মোট ১০৩টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ২৬টি VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS I VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৭টি জাত NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। এ সময়ে ৪১,৮৪৩ হেক্টর জমির মাঠ প্রত্যয়ন দেয়া হয় এবং মোট প্রত্যায়িত বীজের পরিমাণ ৯৩,৯৩২ মে. টন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৪৭,১২১টি প্রজনন, ৯০,৬৪০টি প্রাক-ভিত্তি, ৫৫,৩৭,৪৯৮টি ভিত্তি ও ৯৪,৫৪,০৬২টি প্রত্যায়িতসহ মোট ১,৫১,২৯,৩২১টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৬,১১৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (NATA)- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ২০২০-২১ অর্থবছরের মার্চ/২০২১ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ৭৫০ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে ২৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১টি ব্যাচে মোট ৬৪৬ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করেছে। নাটা এর নিজস্ব/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বাইরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএই) এর আওতায় ৭৫ জন, কন্দাল ফসল উৎপাদন প্রকল্প (ডিএই) এর আওতায় ৫০ জন এবং এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের এর ২৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় এবং বিভিন্ন নির্মাণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS)- কৃষি বিষয়ক তথ্যের ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্রে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার ৯.০১ লক্ষ কপি, মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট, ফোল্ডার ইত্যাদির প্রায় ৪.০৮ লক্ষ কপি মদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ০৫টি ভিডিও ফিল্ম এবং ২৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া ১১৫৫টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৪১ পর্ব সম্প্রচার সহায়তা এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫ পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে প্রায় ১৭৩৫ জনকে (কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মী) কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন (Hortex Foundation)- দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য-পুষ্টি ও আর্থিক নিরাপত্তা সুরক্ষার অন্যতম কৌশল হলো গুণগত মানসম্পন্ন ফল ও সবজি উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং এর টেকসই বিপণন। উদ্যোক্তা ও ভ্যালু চেইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উন্নয়ন, রূপান্তর এবং বাজারজাতকরণ খরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতের বিদ্যমান সক্ষমতা দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকগণকে আগ্রহী ও স্থিতিশীল করে তুলবে। কৃষিপণ্য গ্রেডিং, প্যাকেজিং, নিরাপদ পরিবহন ও নিরাপদ সংরক্ষণ সুবিধা উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাকে করবে আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং ভোক্তাকে দিবে নিরাপদ খাদ্য। কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে কৃষক, রপ্তানিকারক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করাই হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মূল কার্যক্রম।

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (KGF)- কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধনকৃত। ২০০৮ সাল থেকে এর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অভিযোজন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন, বিভিন্ন Cross Cutting Issues সহ কৃষিতে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয় ও অভিযোজন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, Non-Crop এবং Off-farm কৃষি, কৃষিতে নারী ও যুব সমাজের ভূমিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা-প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। কেজিএফ যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৮-২০২০ সময়কালে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। গবেষণালব্ধ কৃষিবিষয়ক প্রযুক্তিসমূহ দেশের ফসল আবাদ, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। গবেষণা প্রকল্পসমূহ হতে সাফল্যজনক গবেষণার ফলাফলগুলো মাঠপর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণকর্মী এবং কৃষকের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে কেজিএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে 'মুজিব ১০০ বর্ষ' পালনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনকালে বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি। তিনি আরো উপলব্ধি করেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাঁচাতে হলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিকল্প নেই। এ জন্যই স্বাধীনতার পরপরই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষে বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

কৃষক-বান্ধব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো - ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই কৃষকদের বকেয়া খাজনা ও সুদ মওকুফ; ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ; ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ; যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে খাদ্যশস্য আমদানির জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ; কৃষিঋণ মওকুফের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং দরিদ্র কৃষকদের মাঝে খাসজমি বিতরণ ইত্যাদি। কৃষকরা যেন স্বল্পমূল্যে ফসলের জমিতে সার প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য জাতির পিতা ভতুর্কি মূল্যে কৃষক পর্যায়ে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করে, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় স্থাপন করে এবং সেলামি ছাড়া জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের যদি কৃষিশিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা না যায়, তাহলে কৃষি খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিকে আত্মস্থ করেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সরকারি চাকরিতে অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটদের মতো কৃষি গ্র্যাজুয়েটদেরও প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেন।

কৃষি উন্নয়নে জাতির পিতার গৃহীত কর্মপরিকল্পনার ধারাবাহিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা; স্বল্প সুদে কৃষিঋণ প্রদান; বর্গাচাষিসহ কৃষকদের জন্য ঋণের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়ানো; প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করা; সারে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান; মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষক অর্থ লেনদেন; কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ সমগ্র বিশ্বে এক বিস্ময়কর উদাহরণ।

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা বিশ্বে অন্যতম চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার তথা কৃষি মন্ত্রণালয় টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা, খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার কারণে বাংলাদেশ আজ সমগ্র বিশ্বে কৃষি উন্নয়নে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কৃষির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সূচিত সবুজ বিপ্লবের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস ও নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে গৃহীত পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাই। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয় 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার কৃষি হবে দুর্বার'।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. **বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক বাণীর সংকলন:** বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ৭১টি বাণী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ১০০টি বাণী সম্বলিত আরও একটি পুস্তিকা 'বাণী চিরসবুজ' প্রকাশ করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় মুদ্রিত 'বাণী চিরসবুজ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পুস্তিকাটি বিভিন্ন দেশের দূতাবাসসহ আন্তর্জাতিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে।

২. **বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি শীর্ষক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন:** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি' শীর্ষক ২০ মিনিটের একটি তথ্যবহুল ডকুমেন্টারি সারাদেশব্যাপী প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩. **বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার:** কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৩২ (বত্রিশ) জন কৃষি ব্যক্তিত্ব/প্রতিষ্ঠানকে ২৭ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৪. **আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখ বিশ্ব খাদ্য দিবসে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সার্ক সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধি ও এশিয়া প্যাসিফিক

অঞ্চলের বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি উক্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

৫. **বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব:** ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ৬৪টি জেলায় ৭৮টি ইউনিয়নে একযোগে এ উৎসব শুরু হয়ে বছরব্যাপী সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সীমিত আকারে ১৪টি কৃষি অঞ্চলের ১৪টি ইউনিয়নে কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬. **স্মরণিকা প্রকাশ:** বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন এবং কৃষি ও কৃষকের প্রতি জাতির পিতার ভালবাসা নিদর্শন ও ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার দিক নির্দেশনা সম্বলিত 'চিরঞ্জীব' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ২৭ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'চিরঞ্জীব' স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

৭. **অ্যাটলাস প্রকাশ:** কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক ১০০টি কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত আকর্ষণীয় তথ্যবহুল স্মরণিকা The 100 Agro Technologies Atlas প্রকাশ করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

৮. **পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন:** মুজিববর্ষে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২টি করে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৮৭টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৯৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪,৫৫৪ ইউনিয়ন এবং ৩৩০টি পৌরসভায় প্রতিটিতে ১০০টি মোট ৪,৮৮,৪০০টি পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগানের প্রদর্শনী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯. **বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম:** কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চলিক কেন্দ্র/উপকেন্দ্র, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমপক্ষে ১০০ (একশত) টি করে ফলদ, ঔষধি, বনজ ও মসলা জাতীয় বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. **বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২০:** ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মুজিববর্ষে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২০ উদযাপন করা হয় এবং কৃষকবান্ধব ডিজিটাল সয়েল আইডি কার্ড প্রদান করা হয়।

১১. 'বঙ্গবন্ধু ও কৃষি' বিষয়ক ৩০ হাজার কপি পোস্টার প্রকাশ ও দেশব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে।

১২. মাসিক কৃষিকথা পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ওপর দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। মোট কপির সংখ্যা ১,২৬,৫৯০টি।

১৩. মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে নির্মিত ডকুমেন্টারি ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৪. Agriculture Important Person (AIP) নির্বাচন: কৃষি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথমবারের মতো Agriculture Important Person (AIP) নির্বাচন করে কার্ড প্রদান কার্যক্রম চলছে।

এছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

১) Mujib International Agricultural Fair আয়োজন এবং Research Vision 2041 প্রকাশ করা হবে।

২) Transformation of Subsistence to Commercial Agriculture : Present Status and Future Prospects of Bangladesh শিরোনামে একটি Webinar আয়োজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩) কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্য নিয়ে অনধিক ২০ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্র বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নির্মাণ করা হবে।

৪) ১০০ বছরের কৃষি; 100 Years of Agriculture in Bangladesh শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, BRRI-100 জাত ধান উদ্বোধন এবং ১৬ অক্টোবর ২০২১ বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন করা হবে।

৫) মুজিব শতবর্ষে প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সকল গৃহহীনদের গৃহ দিয়েছেন তাঁদেরকে পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১০০টি উপজেলায় সমালয় চাষের (Synchronized Cultivation) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৭) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষক ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে কৃষি অলিম্পিয়াড আয়োজন এবং ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগের শ্রেষ্ঠদের নিয়ে জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মহামারী করোনা নিয়ন্ত্রণের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করা হলে এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।

৮) এক কোটি কৃষককে ডিজিটাল কৃষি কার্ড প্রদান করা হবে।

মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিবরণঃ

ক্র: নং	মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মৃত্যুর তারিখ	সংস্থার নাম
০১.	জনাব মো: আবুল কাশেম আযাদ উপপরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া	৫/৭/২০২০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০২.	জনাব মো: মোস্তফা কামাল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস দাউদকান্দি, কুমিল্লা	১০/৭/২০২০	
০৩.	জনাব মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন ডসনিয়র মেকানিক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকা, সদর দপ্তর	২৪/৬/২০২০	
০৪.	জনাব রফিক উল্লাহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস কসবা, বি-বাড়ীয়া	৬/৮/২০২০	
০৫.	মো. মহসীন আলী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শাহজাহানপুর, বগুড়া	১২/৯/২০২০	
০৬.	জনাব তাপস কুমার দাস উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস গৌরনদী, বরিশাল	১৮/৮/২০২০	
০৭.	জনাব স্বরুপা রাণী বড়ুয়া উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	১০/৬/২০২০	
০৮.	জনাব ধীরেন সিং গাড়ী চালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকা, সদর দপ্তর	৬/৮/২০২০	
০৯.	নারায়ণচন্দ্র দাস উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া	৩/৯/২০২০	
১০.	হরলাল মধু উপপরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ভোলা	১৯/১১/২০২০	
১১.	এ, কে এম, হুমায়ুন কবীর পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা	২৭/০৯/২০২০	
১২.	মহসীন মিয়া উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রাসরণ অফিস রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	০১/১২/২০২০	
১৩.	মো. শাহরিয়ার কবির সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী	পরিকল্পনা প্রকল্প, ডিএই খামারবাড়ি	২৬/১২/২০২০	
১৪.	বিলাস চন্দ্র মন্ডল কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অফিস হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ	১৫/০৫/২০২১	
১৫.	জনাব মো: ওয়াহিদুর রহমান উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	০৯/০৫/২০২১	
১৬.	শেখ শহীদ মো: আব্বাস উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস সদর, রংপুর	১৪/০৭/২০২১	
১৭.	আবু সাঈদ মো: আখতারুজ্জামান প্রিন্সিপাল	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শেরপুর	০৫/০৮/২০২১	
১৮.	জনাব অঞ্জন কুমার বড়ুয়া সদ্য সাবেক উপপরিচালক(অব:)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা	১০/০৮/২০২১	

ক্র: নং	মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মৃত্যুর তারিখ	সংস্থার নাম
১৯.	মো: সেলিম উপপরিচালক	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল	১৮/১২/২০২০	
২০.	জনাব মো: মজিবর রহমান এক্সপার্ট কিউরার	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় নোয়াখালী	২২/৭/২০২০	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২১.	জনাব তাহসিনা আক্তার অফিস সহায়ক	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট	১০/৬/২০২০	
২২.	জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তেলবীজ)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন টাঙ্গাইল	১৭/৮/২০২০	
২৩.	প্রকাশ কান্তি মন্ডল মহাব্যবস্থাপক (বীজ)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ঢাকা	০৩/০৪/২০২১	
২৪.	নুরআমজাদ চৌধুরী সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ জোন)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ঢাকা	২৪/০৯/২০২০	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
২৫.	মোসা: লুৎফুন্নাহার সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	যুগ্ম পরিচালক (সার), কুষ্টিয়া	১১/০৫/২০২১	
২৬.	মো: শওকত আলী ট্রাক্টর চালক	বিএডিসি দত্তনগর, ঝিনাইদহ	১৭/০৭/২০২১	
২৭.	মো: ইসমাইল হোসেন গাড়ি চালক	বিএডিসি, ঢাকা।	১২/০৫/২০২১	
২৮.	ড. মো. সাইদুর রহমান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	১/৭/২০২০	বাংলাদেশ সুগারক্রুপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
২৯.	মো: নুরুল ইসলাম জিপচালক	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	১৭/০৭/২০২১	
৩০.	জনাব সামছুল আলম সরকার সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট রংপুর উপকেন্দ্র, রংপুর	২৭/০৮/২০২০	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩১.	হাফেজ মো. মাছউদ হোসাইন, নিয়মিত শ্রমিক ও ইমাম	বিনা এর প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহ	১৫/০৯/২০২০	
৩২.	মো: আবু জাফর ভান্ডার রক্ষক		১৭/০৪/২০২১	
৩৩.	ড. মো: মোশারফ হোসেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ:দা:)	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বেনেরপোতা, সাতক্ষীরা	১২/০৭/২০২১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৪.	জনাব মো: আবু জাফর ভান্ডার রক্ষক	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	১৭/০৪/২০২১	
৩৫.	সঞ্জয় বড়ুয়া সহকারী প্রকৌশলী	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), দিনাজপুর	০১/০৯/২০২০	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

কৃষি মন্ত্রণালয়

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশর সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুর্নগঠনে কৃষির ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে একের পর এক কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ২০০৮ সন থেকে এ সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর দেশের ফসল খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, টেকসই উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা, পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা এবং ০২টি ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় তার লক্ষ্য অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, প্রধান কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, পরিকল্পনা, কার্যপরিধি, ইত্যাদিসহ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের গৃহীত উল্লেখযোগ্য সার্বিক কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হলো-

রূপকল্প (Vision)
টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি

অভিলক্ষ্য (Mission)
ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)
১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন;
৪. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৫. কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানীতে সহায়তা;
৬. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
৭. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৮. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)
- কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ;
- বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুন পরীক্ষা ও সুপারিশ;
- কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
- কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

সাংগঠনিক কাঠামো
কৃষি মন্ত্রণালয় ৯টি অনুবিভাগ ও ১টি ইউনিট নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে- প্রশাসন, পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ (নবসৃষ্ট), শৃঙ্খলা ও আইন (নবসৃষ্ট), সম্প্রসারণ, গবেষণা, নিরীক্ষা, পরিকল্পনা, বীজ অনুবিভাগ এবং কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১৯টি অধিশাখা ও ৪৭টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ৩২২ জন (প্রথম শ্রেণি ৯৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ৭০ জন, তৃতীয় শ্রেণি ৮৮ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ৬৫ জন)।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

- কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা এবং লাভজনক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জাতীয় কৃষিনীতিসহ কৃষি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন তদারকি;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন গবেষণামূলক আবিষ্কার, উদ্ভাবন/ খাদ্যশস্য, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ও ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন। বীজ শিল্প উন্নয়ন বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন, নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- সার উৎপাদন/আমদানি/সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি মনিটরিং ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) ব্যবস্থাপণা;
- নতুন জৈব সার ব্যবহারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, আমদানিকৃত কীটনাশকের সক্রিয় উৎপদান শুল্কমুক্ত ছাড়করণের নিমিত্ত প্রত্যয়ন;
- জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি এবং বলাইনাশক কারগিরি উপদেষ্টা কমিটি (পিটাক) কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুণর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড় ও তদারকি;
- ফসলের উৎপাদন ও উপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নতুন জাত এ্যাডপশন, সম্প্রসারণ এবং প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- মন্ত্রণালয়ের নতুন পদ সৃজন ও সংরক্ষণ /অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণবিষয়ক কাজ;
- মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
- সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল সেবা প্রদান বিষয়ক কাজ;
- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সকল দপ্তর সংস্থার আর্থিক/প্রশাসনিক কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উথাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি ও মুদ্রণ।

জনবল

বিভিন্ন অনুবিভাগের জনবল ও কর্মপরিধি

প্রশাসন অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ৩ জন, উপসচিব ৬ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন, সহকারী সচিব ২ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ৩ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- মহামান্য রাস্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;

- জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
- পরিচালন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা;
- বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন;
- সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভূদ্ধকরণ এবং ডিজিটাল সেবা প্রদান।

পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি) অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ৬ জন এবং সহকারী সচিব ০১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বীজ নীতি এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিসমূহে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- খাদ্যশস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- Paris Consortium এর জন্য কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন;
- কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;
- কৃষি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- জাতীয় কৃষি নীতি ও জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ; এবং
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্টপতির কার্যালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;
- কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি পর্যালোচন, পুষ্টি নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলি, আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যাদি, প্রধান প্রধান ফসল প্রাক্কলন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজির কার্যক্রম;
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০২০ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি;
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রণয়ন করে মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কৃষি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ০১ জন, যুগ্মসচিব ০২ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ০১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ০১ জন, সহকারী সচিব ০১ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ০১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ০৩ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ০১ জন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তা ০১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- সার ও বালাইনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন;
- নতুন সারের মাননির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
- সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং;
- সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়;
- ফসলের উৎপাদন ও উপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সার ও কীটনাশক সম্পর্কিত নীতি, আইন ও বিধমিলিা প্রণয়ন;
- আমদানিকৃত কীটনাশকের সক্রিয় উপদান শুল্কমুক্ত ছাড়করণের নিমিত্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান;
- নতুন জৈব সার ব্যবহারের অনুমোদন ও মান নির্ধারণ;
- পিটাক কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- জৈব সার, সার জাতীয় দ্রব্য ও কীটনাশক বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন ও জাতীয় সার প্রমিতকরণ ও বাস্তবায়ন;
- বিএডিসি এবং বিএমডিএ'র প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কার্যাবলি সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন এবং উপসচিব ৪ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) কৃষি বিপণন অংশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন;
- জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহিত কৃষিবিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

গবেষণা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ০১ জন এবং উপসচিব ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

নিরীক্ষা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন এবং সহকারী সচিব ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সকল দপ্তর সংস্থার আর্থিক/প্রশাসনিক কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উথাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ৫ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনঃমূল্যায়ন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

বীজ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক ১জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- বীজ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
- জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন;
- বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট

জনবল

এ অনুবিভাগে উপগবেষণা কর্মকর্তা ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	০	০	৫২ জন	০	৫২ জন
২	গ্রেড ১০	৩ জন	০	৫৭ জন	০	৬০ জন
৩	গ্রেড ১১-২০	৩ জন	০	৮৬ জন	০	৮৯ জন
	মোট	৬ জন	০	১৯৫ জন	০	২০১ জন

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	০	০	০	০
২	গ্রেড ১০	০	০	০	০
৩	গ্রেড ১১-২০	০	০	০	০
মোট		০	০	০	০

*করোনা ভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক) প্রদান করা হয়নি।

২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয় (জুন/২০২১ পর্যন্ত) সংক্রান্ত তথ্য

(হিসাব কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০২০-২১ (আরএডিপি)	৮৫টি	২৩১২.৮০	১৯৭৮.৯৭	৩৩৩.৮৩	২২৫৫.৪৬ (৯৮%)	১৯৬০.২৩ (৯৯%)	২৯৫.২৩ (৮৮%)

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২১ পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	কৃষি মন্ত্রণালয়-০১টি						
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় [(এনএটিপি-২) অক্টোবর, ২০১৫- জুন ২০২৩)]	৯১৯.৮৭	১৩০.৬১	১২১.৯৯ ৯৩.৪০%	৯৫.০০%	৬৭৯.৮ ৭৩.৯০%	৭৫%
	(ক) পিএমইউ অঙ্গ	৯৯.৮৬	৭.৯২	৬.৯০ ৮৭.১২%	৮৯.০০%	২৮.৪৩ ২৮.৪৭%	৬৯%
	(খ) বিএআরসি অঙ্গ	২৯৩.৪৬	৬৪.২৫	৫৯.৩৫ ৯২.৩৭%	৯৫.০০%	২২০.৪৭ ৭৫.১৩%	৭৬%
	(গ) ডিএই অঙ্গ	৫২৬.৫৫	৫৮.৪৪	৫৫.৭৪ ৯৫.৩৮%	৯৯.০০%	৪৩০.৯ ৮১.৮৩%	৮৩%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-২৯টি							
২	ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদানের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প [ডিএই অংগ] (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৩-ডিসেম্বর/২০২০) [ডিএই]	১৬.২৮	০.২৯	০.২৪ ৮২.৭৬%	৮৫.০০%	১৫.৮৯ ৯৭.৬০%	১০০%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	৪৬০.২৮	৬৭.৭৩	৬৭.৬৭ ৯৯.৯১%	১০০.০০%	৩১৭.৪৭ ৬৮.৯৭%	৬৯%
৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (২য় সংশোধিত) (১ম আন্তঃঅঙ্গ সমন্বিত)" (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০২১) [ডিএই]	৫৬.১২	৯.৪২	৯.৩ ৯৮.৭৩%	১০০.০০%	৫৬.২৯ ১০০.৩০%	১০০%
৫	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০২২) [ডিএই] মোঃ খায়রুল আলম	১৮৩.৪৪	৪৩.৫৩	৪৩.৪৭ ৯৯.৮৬%	১০০.০০%	১৩৫.১২ ৭৩.৬৬%	৭৪%
৬	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২) [ডিএই]	৬৫.৭০	৭.৭৬	৭.৭৪ ৯৯.৭৪%	১০০.০০%	৩০.৫৪ ৪৬.৪৮%	৬৯%
৭	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২) [ডিএই]	৩৫১.৯৪	৭২.২৫	৭১.৩১ ৯৮.৭০%	৯৯.০০%	২৫৩.৩৫ ৭১.৯৯%	৭৩%
৮	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	৪৭.৯৯	৯.৯০	৯.৮৭ ৯৯.৭০%	১০০.০০%	২৮.৪৫ ৫৯.২৮%	৬০%
৯	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১) [লিড এজেন্সি ডিএই]	১৮.৫৪	৫.৬৪	৫.৫৫ ৯৮.৪০%	১০০.০০%	১৭.৭ ৯৫.৪৭%	৯৫%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	৯.৩০	২.৫২	২.৫ ৯৯.২১%	১০০.০০%	৮.৫৪ ৯১.৮৩%	৯২%
	(খ) এসআরডিআই অঙ্গ	৯.২৪	৩.১২	৩.০৫ ৯৭.৭৬%	১০০.০০%	৯.১৬ ৯৯.১৩%	১০০%
১০	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	৮২.৬৫	১৭.৮৬	১৭.৮৩ ৯৯.৮৩%	১০০.০০%	৪১.৪৮ ৫০.১৯%	৫৫%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	৬৩.৪১	১৩.৩৬	১৩.৩৪ ৯৯.৮৫	১০০.০০%	৩০.৪ ৪৭.৯৪%	৪৮%
	(খ) এসআরডিআই অঙ্গ	১৯.২৪	৪.৫০	৪.৪৯ ৯৯.৭৮%	১০০.০০%	১১.০৮ ৫৭.৫৯%	৫৮%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১) [ডিএই]	২৯.৪১	৬.৬৪	৬.৫১ ৯৮.০৪%	৯৯.০০%	২৪.৯১ ৮৪.৭০%	৮৫%
১২	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	৬৯.৪৩	২০.০০	১৯.৯৮ ৯৯.৯০%	১০০.০০%	৩৮.১২ ৫৪.৯০%	৫৫%
১৩	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	১১১.৯১	১৯.৯৮	১৯.৭৬ ৯৮.৯০%	৯৯.০০%	৪০.০৭ ৩৫.৮১%	৩৬%
১৪	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	১৭২.১৩	৪০.৫৭	৪০.৫৪ ৯৯.৯৩%	১০০.০০%	৬৬.০৫ ৩৮.৩৭%	৪০%
১৫	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪) [লিড এজেন্সি ডিএই]	৭৮০.৩৩	১৫৯.৭৯	১৪২.৮৪ ৮৯.৩৯%	১০০.০০%	২৫৭.৮৪ ৩৩.০৪%	৩৫%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	২৩৩.৪৮	৪৭.৬৫	৪৫.৯৮ ৯৬.৫০%	৯৯.০০%	৮১.৭৩ ৩৫.০১%	৩৬%
	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	১৪.৫৮	২.৯০	২.৮৭ ৯৮.৯৭%	১০০.০০%	৬.০৭ ৪১.৬৩%	৪২%
	(গ) ডিএএম অঙ্গ	২০২.১১	২৯.৯৮	২৮.০৫ ৯৩.৫৬%	৯৮.০০%	৬৪.৮৪ ৩২.০৮%	৩৭%
	(ঘ) বিএডিসি অঙ্গ	৩৩০.১৬	৭৯.২৬	৬৫.৯৪ ৮৩.১৯%	১০০.০০%	১০৫.২ ৩১.৮৬%	৪০%
১৬	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন ২০২৩) [লিড এজেন্সি: ডিএই]	৩২১.২২	৬০.৬৩	৪৮.৯৯ ৮০.৮০%	৫৫.০০%	৬৬.৫ ২০.৭০%	২৫%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	১১৩.২৩	৪৮.৯৪	৪৮.২৩ ৯৮.৫৫%	৯৯.০০%	৬৪.৩৩ ৫৬.৮১%	৪৫%
	(খ) এলজিইডি অঙ্গ	২০৭.৯৯	১১.৬৯	০.৭৬ ৬.৫০%	১০.০০%	২.১৭ ১.০৪%	১%
১৭	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২২) [ডিএই]	১১৭.৫৭	৫৪.২২	৫২.৩৪ ৯৬.৫৩%	৯৭.০০%	৮৫.১২ ৭২.৪০%	৭৩%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩) [ডিএই]	১২৬.৪৪	২৯.১২	২৯.০৯ ৯৯.৯০%	১০০.০০%	৫৪.০৬ ৪২.৭৬%	৪৩%
১৯	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি, ২০২৯-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	২৬৯.৫৭	৯৯.৭৩	৯৮.৯৮ ৯৯.২৫%	১০০.০০%	১৪৪.৩১ ৫৩.৫৩%	৫৪%
২০	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ-২য় পর্যায় (আইএফএমসি-২) (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২১) [ডিএই]	১১৭.০০	২৯.১৭	২৬.৮৭ ৯২.১২%	৯৫.০০%	৪২.২৭ ৩৬.১৩%	৩৭%
২১	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২৩) [ডিএই]	১৫৬.৩২	৩৫.০০	৩৪.৮৭ ৯৯.৬৩%	১০০.০০%	৪৩.৭ ২৭.৯৬%	২৮%
২২	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০২১) [ডিএই]	১১৯.১৮	১১.১০	৯.৪৯ ৮৫.৫০%	৮৬.০০%	৮৬.৩৩ ৭২.৪৪%	৭৫%
২৩	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৪-ডিসেম্বর/২০) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	১০৭.০০	০.৭৩	০.৭৩ ১০০.০০%	১০০.০০%	১০৪.৯৬ ৯৮.০৯%	১০০%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	৯৭.২৮	০.৫৮	০.৫৮ ১০০.০০%	১০০.০০%	৯৬.১৯ ৯৮.৮৮%	৯৯%
	(খ) বারটান অঙ্গ	৯.৭২	০.১৫	০.১৫ ১০০.০০%	১০০.০০%	৮.৭৭ ৯০.২৩%	৯৯%
২৪	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন (জানুয়ারি /২০২০-ডিসেম্বর/২৪) [ডিএই]	১৪৭.২৯	১৯.৪১	১৯.৩৭ ৯৯.৭৯%	১০০.০০%	১৯.৩৭ ১৩.১৫%	১৪%
২৫	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৫) [ডিএই]	৩০২০.০৭	২২৭.০৪	২২১.৯৫ ৯৭.৭৬%	৯৮.০০%	২২১.৯৫ ৭.৩৫%	৮%
২৬	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিরতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২৫) [ডিএই]	১২৩.৬৬	৪.৬৬	৪.৬৪ ৯৯.৫৭%	১০০.০০%	৪.৬৪ ৩.৭৫%	৪%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৭	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৫) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	২৭৮.২৭	১১.৪৫	১০.৭৪ ৯৩.৮০%	১০০.০০%	৮.৪২ ৩.০৩%	৫%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	২২২.১৭	৫.৩২	৫.২৬ ৯৮.৮৭%	১০০.০০%	৫.২৬ ২.৩৭%	৩%
	(খ) বিনা অঙ্গ	১৫.২২	১.৪০	১.৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	০. ০.০০%	০%
	(গ) বিএডিসি অঙ্গ	২০.৪৪	৩.৮১	৩.১৬ ৮২.৯৪%	১০০.০০%	৩.১৬ ১৫.৪৬%	২০%
	(ঘ) বিএআরআই অঙ্গ	২০.৪৪	০.৯২	০.৯২ ১০০.০০%	১০০.০০%	০. ০.০০%	০%
২৮	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০২০-ডিসেম্বর/২৩) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	৪.৮৭	০.৬১	০.৬১ ১০০.০০%	১০০.০০%	০.৪৬ ৯.৪৫%	১০%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	১.৯৫	০.২৭	০.২৭ ১০০.০০%	১০০.০০%	০.২৭ ১৩.৮৫%	১৪%
	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	২.০৭	০.১৫	০.১৫ ১০০.০০%	১০০.০০%	০. ০.০০%	০%
	(গ) বিএমডিএ অঙ্গ	০.৪১	০.১৫	০.১৫ ১০০.০০%	১০০.০০%	০.১৫ ৩৬.৫৯%	৩৭%
	(ঘ) বিএডিসি অঙ্গ	০.৪৪	০.০৪	০.০৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	০.০৪ ৯.০৯%	২০%
২৯	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩) [ডিএই]	৪৩৮.৪৭	১০.০০	৯.৯৪ ৯৯.৪০%	১০০.০০%	৯.৯৪ ২.২৭%	৩%
৩০	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৫) [লিড এজেন্সি : ডিএই]	২১১.৮৫	২.৪৪	২.৪৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	২.২২ ১.০৫%	৫%
	(ক) ডিএই অঙ্গ	১৫৮.৫৪	২.২২	২.২২ ১০০.০০%	১০০.০০%	২.২২ ১.৪০%	২%
	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	৫৩.৩১	০.২২	০.২২ ১০০.০০%	১০০.০০%	০. ০.০০%	০%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-২৩টি							
৩১	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১) [বিএডিসি]	১৬৮.৭৮	১৭.৮৫	১৭.৮ ৯৯.৭২%	১০০.০০%	১৬৮.৫১ ৯৯.৮৪%	১০০%
৩২	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবারড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১৭৩.০৩	৩৩.৭৩	৩২.৮৭ ৯৭.৪৫%	১০০.০০%	১৪৪.০৭ ৮৩.২৬%	৮৮%
৩৩	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২১) [বিএডিসি]	৫৪.৭৪	১৪.২৫	১৩.৯৯ ৯৮.১৮%	১০০.০০%	৫৩.৬৩ ৯৭.৯৭%	১০০%
৩৪	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১৪৫.২৮	৩১.৫০	৩১.৪৬ ৯৯.৮৭%	১০০.০০%	১২২.২৭ ৮৪.১৬%	৮৫%
৩৫	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১০৩.২৩	১৫.৫৪	১৫.৫৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	৮৮.৫৮ ৮৫.৮১%	৮৬%
৩৬	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৭-ডিসেম্বর, ২০২২) [বিএডিসি]	১৬৪.৫০	২৬.২৫	২৬.২৫ ১০০.০০%	১০০.০০%	১১২.৬৯ ৭৮.৪১%	৯০%
৩৭	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২১) [বিএডিসি]	২৯.৩৩	৬.০৪	৬.০৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	২৯.২৭ ৯৯.৮০%	১০০%
৩৮	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১৫৪.৫৮	৩৩.০০	৩২.৯৯ ৯৯.৯৭%	১০০.০০%	১১৩.৩ ৭৩.৩০%	৭৮%
৩৯	রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১৬১.৬০	৪০.০০	৩৯.৯৯ ৯৯.৯৮%	১০০.০০%	১১৫.৭ ৮২.১৮%	৮২%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) অফিস ভবন এবং অবকাঠামো সমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএডিসি]	২২০.০৩	৫৫.০০	৫৪.৯৯ ৯৯.৯৮%	১০০.০০%	১০৮.৮৪ ৪৯.৪৭%	৬৫%
৪১	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএডিসি]	৮২.৬৩	২২.০০	২১.৯ ৯৯.৫৫%	১০০.০০%	৪১.৪৩ ৫০.১৪%	৫৩%
৪২	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২) [বিএডিসি]	১৩৬.৭৩	৩৭.০০	৩৬.৯৮ ৯৯.৯৫%	১০০.০০%	৬১.২১ ৪৪.৭৭%	৫৫%
৪৩	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪) [বিএডিসি]	৩২৫.৫৩	৬০.০০	৬০.০০ ১০০.০০%	১০০.০০%	৬৯.৪২ ২১.৩৩%	২৫%
৪৪	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪) [বিএডিসি]	২০০.৬০	৩৫.০০	৩৪.৯৯ ৯৯.৯৭%	১০০.০০%	৪৫.৮২ ২২.৮৪%	২৫%
৪৫	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	৫৬০.৫৩	৮০.০০	৭৯.৯৩ ৯৯.৯১%	১০০.০০%	৯৪.৯২ ১৬.৯৩%	২০%
৪৬	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৫) [বিএডিসি]	২৩১.৩৩	২৫.০০	২৪.৭৮ ৯৯.১২%	১০০.০০%	২৪.৭৮ ১০.৭১%	১৩%
৪৭	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টিনিরাপত্তা উন্নয়ন (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১০৩.৫৭	২৬.৫৪	২৬.৫০০০ ৯৯.৮৫%	১০০.০০%	৮৫.৫৭ ৮২.৬২%	৮৮%
৪৮	বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএডিসি]	৩৯.৬০	৮.১৭	৮.১৭ ১০০.০০%	১০০.০০%	২০.৮৫ ৫২.৬৫%	৬৫%
৪৯	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদনে জোনের চুক্তিবদ্ধ, চাষি পুনর্বাসন এর বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সবিধা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-জুন,২০২১) [বিএডিসি]	১১.১৭	৩.৯৩	৩.৯৩ ১০০.০০%	১০০.০০%	১১.১৬ ৯৯.৯১%	১০০%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫০	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি]	৩১১.০০	৭০.০০	৬৯.৯৯ ৯৯.৯৯%	১০০.০০%	৮০.৮৭ ২৬.০০%	২৮%
৫১	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) [বিএডিসি] মোঃ আবীর হোসেন	৫৯৫.৯৬	৮২.২৮	৮২.২৭ ৯৯.৯৯%	১০০.০০%	১০৭.২৭ ১৮.০০%	২৫%
৫২	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০-ডিসেম্বর ২৪) [বিএডিসি]	৪০.১৪	৮.৯০	৮.৯ ১০০.০০%	১০০.০০%	৮.৯ ২২.১৭%	২৫%
৫৩	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৩) [বিএডিসি]	৬০.৫০	৯.৭৫	৯.৭৫ ১০০.০০%	১০০.০০%	৯.৭৫ ১৬.১২%	২৫%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)-০২টি							
৫৪	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই,২০১৮-জুন,২০২১) [ডিএএম]	২৭.৮৪	৬.১১	৬.১০ ৯৯.৮৪%	১০০.০০%	৮.৭৯ ৩১.৫৭%	৭৫%
৫৫	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই,২০১৯-জুন, ২০২৪) [ডিএএম] শাহনাজ বেগম নীনা	১৬০.০০	৬.৫৮	৬.৫৭ ৯৯.৮৫%	১০০.০০%	৯.৫৩ ৫.৯৬%	১৫%
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-০৮টি							
৫৬	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন (এপ্রিল, ২০১৬ -ডিসেম্বর ২০২১) [বিএআরআই]	২৭.০২	৫.৫১	৫.৫১ ১০০.০০%	১০০.০০%	২৪.০৫ ৮৯.০১%	৮৯%
৫৭	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল গবেষণা এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৬-জুন, ২০২১) [বিএআরআই]	৬৬.৪১	১২.০৪	১১.৮৭ ৯৮.৫৯%	৯৯.০০%	৬৬.১১ ৯৯.৫৫%	১০০%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২) [লিড এজেন্সি : বিএআরআই]	৬৩.১৮	১২.১৯	১২.১৯ ১০০.০০%	১০০.০০%	৪৫.২৪ ৭১.৬০%	৭৫%
	(ক) বিএআরআই অঙ্গ	৩৬.৫২	৫.৯০	৫.৯ ১০০.০০%	১০০.০০%	২৬.০৫ ৭১.৩৩%	৭১%
	(খ) ডিএই অঙ্গ	২৬.৬৬	৬.২৯	৬.২৯ ১০০.০০%	১০০.০০%	১৯.১৯ ৭১.৯৮%	৭২%
৫৯	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২১) [লিড এজেন্সি: বিএআরআই]	২৯.৮৯	৪.৫৩	৪.৫ ৯৯.৩৪%	১০০.০০%	২৫.১ ৮৩.৯৭%	৮৫%
	(ক) বিএআরআই অঙ্গ	২০.৮৫	২.৪২	২.৪১ ৯৯.৫৯%	১০০.০০%	১৭.১৮ ৮২.৪০%	৮২%
	(খ) ডিএই অঙ্গ	৯.০৪	২.১১	২.০৯ ৯৯.০৫%	১০০.০০%	৭.৯২ ৮৭.৬১%	৮৮%
৬০	বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (অক্টোবর ২০১৭ - জুন ২০২২) [বিএআরআই]	১০০.৪০	১৯.৬৮	১৯.৪২ ৯৮.৬৮%	৯৯.০০%	৬৩.৫ ৬৩.২৫%	৬৩%
৬১	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএআরআই]	১৫৭.০০	১২.২৪	১২.২৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	১১৪.০৪ ৭২.৬৪%	৭৩%
৬২	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [বিএআরআই]	৩৭.২৮	৪.৮০	৪.৮ ১০০.০০%	১০০.০০%	৮.৯১ ২৩.৯০%	২৪%
৬৩	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএআরআই]	৫৬.০০	৪.৬২	৪.৫৪ ৯৮.২৭%	৯৮.০০%	০. ০.০০%	০%
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)-০২টি							
৬৪	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২১) [বিআরআরআই] মু. মুনিরুল ইসলাম	২৬৩.৩০	৪১.৭০	৪১.৫১ ৯৯.৫৪%	১০০.০০%	২৬১.৪ ৯৯.২৮%	১০০%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৫	যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪) [বিআরআরআই]	৪৪.০০	৮.৫০	৮.৫ ১০০.০০%	১০০.০০%	১০.৫ ২৩.৮৬%	২৮%
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)-০৩টি							
৬৬	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১০-জুন, ২০২১) [বিজেআরআই]	১২৮.৫৪	৫.৩৮	৫.৩৬ ৯৯.৬৩%	১০০.০০%	১২৪.৮৯ ৯৭.১৬%	৯৮%
৬৭	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২১ [বিজেআরআই]	২০.৭৯	০.৭০	০.৬৪ ৯১.৪৩%	৯১.০০%	১২.১৩ ৫৮.৩৫%	৫৮%
৬৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১) [বিজেআরআই]	৩২.৪৩	৮.৩০	৮.১৯ ৯৮.৬৭%	৯৯.০০%	১৫.০১ ৪৬.২৮%	৪৬%
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-০২টি							
৬৯	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২) [এসআরডিআই]	৬৩.০৮	১২.৫৪	১২.৫৩ ৯৯.৯২%	১০০.০০%	৪০.৫ ৬৪.২০%	৬৫%
৭০	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩) [এসআরডিআই]	১৪৩.৩০	২.৩৬	২.৩৬ ১০০.০০%	১০০.০০%	২.৩৬ ১.৬৫%	২%
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-০১টি							
৭১	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০২১) [বারটান]	৩৫৪.১২	২২.৫৬	২০.৯৪ ৯২.৮২%	১০০.০০%	৩০৮.৭৮ ৮৭.২০%	১০০%
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-০৭টি							
৭২	বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত); (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১) [বিএমডিএ]	৫৩.৪৮	৫.৫০	৫.৪৫ ৯৯.০৯%	১০০.০০%	৫৩.৪২ ৯৯.৮৯%	১০০%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৩	রাজশাহী বিভাগের বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত); (অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২১) [বিএমডিএ]	২৯.৮৭	৮.২২	৮.২ ৯৯.৭৬%	১০০.০০%	২৯.৮৫ ৯৯.৯৩%	১০০%
৭৪	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৪) [বিএমডিএ]	১৭৫.৫৮	৪০.১৭	৪০.১৬ ৯৯.৯৮%	১০০.০০%	৪২.৪১ ২৪.১৫%	২৪%
৭৫	পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৩) [বিএমডিএ]	১২৮.১৯	৩১.৫২	৩১.৫২ ১০০.০০%	১০০.০০%	৩৩.৭৭ ২৬.৩৪%	৩২%
৭৬	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২৪) [বিএমডিএ]	২৫০.৫৭	৩৪.৫৪	৩৪.৫৪ ১০০.০০%	১০০.০০%	৩৬.৮ ১৪.৬৯%	১৪%
৭৭	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০- জুন ২০২৪) [বিএমডিএ]	২৫১.১৫	৫.০০	৪.৯৪ ৯৮.৮০%	১০০.০০%	৪.৯৪ ১.৯৭%	২%
৭৮	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চ মূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [বিএমডিএ]	১৭.৩৪	১.৫২	১.৫২ ১০০.০০%	১০০.০০%	১.৫২ ৮.৭৭%	৯%
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)-০১টি							
৭৯	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়নও ডিজিটালকৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [এআইএস]	১০৯.৯১	১২.৫০	১২.৪৫ ৯৯.৬০%	১০০.০০%	৪৭.২৫ ৪২.৯৯%	৭৯%
তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)-০৩টি							
৮০	সম্প্রসারিত তুলাচাষ (ফেজ-১) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪-ডিসেম্বর, ২০২১) [সিডিবি]	১৪৩.৫০	৫.৫২	৫.৪১ ৯৮.০১%	১০০.০০%	৯৩.৩৯ ৬৫.০৮%	৮০%
৮১	এনহেন্সিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভলপমেন্ট (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২২) [সিডিবি]	৮.৫৫	০.৪৪	০.৩৮ ৮৬.৩৬%	৯০.০০%	০.৮৯ ১০.৪১%	১১%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮২	তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) [সিডিবি]	৬৩.৫৫	৩.৫০	৩.৪ ৯৭.১৪%	১০০.০০%	৩.৪ ৫.৩৫%	১০%
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-০১টি							
৮৩	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫-জুন, ২০২১) [নাটা]	৫২.৮৮	৭.৭৭	৭.২২ ৯২.৯২%	১০০.০০%	৪৯.৭৪ ৯৪.০৬%	১০০%
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ)-০১টি							
৮৪	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [এসসিএ]	৭৯.২২	১৭.১৫	১৬.৭৪ ৯৭.৬১%	৯৫.০০%	২২.৪১ ২৮.২৯%	৪২%
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)-০১টি							
৮৫	গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং নতুন জাতের গমের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারি ২০২১-অক্টোবর,২০২৩) [বিডব্লিউএমআরআই]	২.৩০	০.১০	০.১ ১০০.০০%	১০০.০০%	০.১ ৪.৩৫%	৫%
	সর্বমোট	১৬০৯৮.২৫	২৩১২.৮০	২২৫৫.৪৬ ৯৮%	৯৭.১৫%	৬১৭৬.৮৭	৫৫.৬২%

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

সেক্টর : কৃষি
সাব সেক্টর : ফসল+সেচ
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১) [বিএডিসি সেচ]	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
২.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২১) [বিএডিসি সেচ]	
৩.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২১) [বিএডিসি সেচ]	
৪.	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদনে জোনের চুক্তিবদ্ধ, চাষি পুনর্বাসন এর বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-জুন,২০২১) [বিএডিসি ফসল]	
৫.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) (জুলাই/২০১৩- জুন/২০২১) (ফসল)	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬.	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৪- জুন/২০২১) (ফসল) ক) ডিএই অঙ্গ খ) বারটান অঙ্গ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৭.	ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৬- জুন/২০২১) (ডিএই)	
৮.	ব্লুগোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদানের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প [ডিএই অংগ] (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৩-ডিসেম্বর/২০২০) [ডিএই]	
৯.	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ-২য় পর্যায় (আইএফএমসি-২) (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২১) [ডিএই]	
১০.	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল গবেষণা এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৬-জুন, ২০২১) [বিএআরআই]	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
১১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২১) [বিআরআরআই]	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
১২	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২১ [বিজেআরআই]	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
১৩	বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত); (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২১) [বিএমডিএ সেচ]	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৪	রাজশাহী বিভাগের বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত); (অক্টোবর, ২০১৮-জুন,২০২১) [বিএমডিএ সেচ]	
১৫	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২১)	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

২০২০-২১ অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১.	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন (জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	ডিএই	১৪৭০৩.০০	১৪৭০৩.০০		
২.	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	ডিএই	৩০২০০৭.০০	৩০২০০৭.০০		
৩.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)		২৭৮২৭	২৭৮২৭		
	ডিএই অংগ		২২২১৭	২২২১৭		
	বিএআরআই অংগ		২০৪৪	২০৪৪		
	বিনা অংগ		১৫২২	১৫২২		
	বিএডিসি অংগ		২০৪৪	২০৪৪		
৪.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	ডিএই	১২৩৬৬	১২৩৬৬		

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৫.	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্হার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই/২০২০-জুন/২০২৩)		৪৮৭	৪৮৭		
	ডিএই		১৯৫	১৯৫		
	বারি		২০৭	২০৭		
	বিএমডিএ		৪১	৪১		
	বিএডিসি		৪৪	৪৪		
৬.	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (জানুয়ারি/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৫)	ডিএই	২১১৮৫	২১১৮৫		
	ডিএই		১৫৮৫৪	১৫৮৫৪		
	বারি		৫৩৩১	৫৩৩১		
৭.	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৩)	ডিএই	৪৩৮৪৭	৪৩৮৪৭		
৮.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	বিএডিসি	৬০৫০	৬০৫০		
৯.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	বিএডিসি	৪০১৪	৪০১৪		
১০.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	বিএডিসি	২৩১৩৩	২৩১৩৩		
১১.	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) (জানুয়ারি, ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২৩)	এসআরডিআই	১৪৩৩০	১৪৩৩০		
১২.	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪)	বারি	৫৬০০	৫৬০০		
১৩.	তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	সিডিবি	৬৩৫৫	৬৩৫৫		
১৪.	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	বিএমডিএ	২৫১১৫	২৫১১৫		

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১৫.	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	বিএমডিএ	১৭৩৪	১৭৩৪		
১৬.	গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং নতুন জাতের গমের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারী ২০২১-অক্টোবর, ২০২৩)	বিডব্লিউএ-মআরআই	২৩০	৪৪	১৮৬	ইউএসএআইডি

২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারি কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২১ পর্যন্ত) বিবরণী

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-১১টি												
১	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	৬৫৫.২০	৪০২.৭০	৪০২.৭০	৪০২.৭০	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫৫.২০	১০০%	১০০%
২	নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওড় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহণ সুবিধা প্রদান কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	১৮৪.৫০	৭৮.৫০	৭৮.৫০	৭৮.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	১৮৪.৫০	১০০%	১০০%
৩	মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভুপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	৫৩৮.৪২	২৫৬.৪৬	২৫৬.৪৫	২৫৬.৪৫	১০০%	১০০%	১০০%	৫৩৮.৩৮	১০০%	১০০%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	৬৯২.৭৫	৩৩৬.২৫	৩৩৬.২৪	৩৩৬.২২	১০০%	১০০%	১০০%	৬৯২.৭০	১০০%	১০০%
৫	গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	৬২১.২৫	২০৭.৭৫	২০৭.৭৫	২০৭.৭৫	১০০%	১০০%	১০০%	৬২১.১৭	১০০%	১০০%
৬	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৯২৪.০০	৬১৬.০০	৬১৬.০০	৬১৫.৯৭	১০০%	১০০%	১০০%	৬৩৬.৯৭	৬৯%	৬৯%
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভুপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৯৫৬.০০	৫৩৩.৮০	৫৩৩.৮০	৫১৯.৫৯	৯৭%	৯৭%	১০০%	৫৬৬.০৫	৫৯%	৬৫%
৮	খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৪৫৮.৫০	১৭১.৬৪	১৭১.৬৪	১৭১.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	১০৬.২০	৪৫%	৪৮%
৯	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	৭৫৩.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	৩৬.৬৯	৯৯%	৯৯%	১০০%	৩৬.৬৯	৫%	১০%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১০	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়রাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২২	৮০০.০০	১০১.০০	১০১.০০	১০০.৬০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০.৬০	১৩%	১৫%
১১	মধুপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	২৩৭.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-৬টি												
১২	ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/১৮-জুন/২১	৩৫০.০০	১৫৭.০০	১৫৭.০০	১৫৭.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৩৫০.০০	১০০%	১০০%
১৩	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	২৫৪.০০	১২৩.২৫	১২৩.২৫	১২৩.২৫	১০০%	১০০%	১০০%	১৩১.২৫	৫২%	৬৫%
১৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের লাইব্রেরি সংস্কার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৭৮১.০০	৪৬৪.২৩	৪৬১.৯০	৪২৭.৮৬৪	৯৩%	৯২%	১০০%	৪৩৬.৬০৪	৫৬%	৫৮%
১৫	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী উন্নয়ন কর্মসূচি, গোপালগঞ্জ	জুলাই/১৯-জুন/২২	৬২৮.৫৮	৫৬৮.০৮	৫৬৮.০৮	৫৬৭.০৩	১০০%	১০০%	১০০%	৬২৭.৫৪	৯৯.৮%	১০০

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমসমূহের সংস্করণ ও আধুনিকীকরণ এর মাধ্যমে রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটালাইজেন কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২২	১৯৫.৩১৬	৩১.৯০	৩১.৯০	৩১.৯০	১০০%	১০০%	১০০%	৩১.৯০	১৬.৩৩%	১৭%
১৭	বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় ফল (আতা, শরিফা, বিলিম্বিম অরবরই, করমচা, গাব, বিলাতী গাব, বিচিকলা, গোলপজাম, ডেওয়া, আঁশফল, জামরুল, বেল, কদবেল, চালতা, তিতিজাম ইত্যাদি ফল) উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/২০-জুন/২৩	২৫০.৯৩	১৬.৩৬	১৬.৩৬	১৬.৩৬	৯৯%	৯৯%	১০০%	১৬.১৪	৬.৪৩%	৭%
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-৫টি												
১৮	বিনার উপকেন্দ্রসমূহের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	২২৮.০০	১০১.৫০	১০১.৫০	১০১.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	২২৪.২৫	৯৮.৪%	১০০%
১৯	চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি	জুলাই/১৯-জুন/২১	৩৫৫.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	২১৯.২৭	৯৭.৫%	৯৭.৫%	৯৭%	২৫৭.১০	৭২%	৭৫%
২০	পারমানবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোড়দারকরণ কর্মসূচি	জুলাই/১৯-জুন/২২	৩৩০.০০	১৭৩.০০	১৭.৩০০	১৭২.৯৭	৯৯.৯%	৯৯.৯%	৯৭%	১৮৯.৯৫	৫৭.৫%	৭৫%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২১.	বিনার জীবন প্রযুক্তি (টিস্যু কালচার ও অ্যান্থার কালচার) গবেষণা উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার আধুনিকীকরণ কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৩৩২.৬০									
২৩.	মিউটেশন ব্রিডিং ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী মিউট্যান্ড/লাইন সনাক্তকরণ গবেষণা কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	১৪০.০০									
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-৯টি												
২৩	উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে সূর্যমুখী উৎপাদন ও বিস্তার এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই/ ১৮- জুন/২১	১৩৪.৯৪	৫৩.০৪	৫৩.০৪	৫৩.০৪	১০০%	১০০%	১০০%	১৩৪.৯২	১০০%	১০০%
২৪	চীনাবাদামের উন্নত জাত ও আন্তঃফসল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষকদের পুষ্টি ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/ ১৮- জুন/২১	৯৬.৫০	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৪৮	১০০%	১০০%
২৫	বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস-সাকুলেন্ট ও বাল্ব-করম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই/ ১৮- জুন/২১	৩৪৬.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৩৪৬.০০	১০০%	১০০%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২৬	উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার	জুলাই/ ১৯- জুন/২১	২৮২.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	২৮২.০০	১০০%	১০০%
২৭	জোয়ার ভাটা প্রবণ দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উপযোগিতা যাচাইপূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	জুলাই/ ১৯ - জুন/২২	১৭৮.৯৪	৯৫.১০	৯৫.১০	৯৫.১০	১০০%	১০০%	১০০%	১০৭.১০	৫৯%	৬০%
২৮	নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই/ ১৯- জুন/২২	৬০৯.৩০	৪৪৫.৩০	৪৪৫.৩০	৪৪৫.৩০	১০০%	১০০%	১০০%	৪৬৪.৩০	৭৬%	৭৭%
২৯	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফল, পান, সুপারি ও ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় শনাক্তকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই/ ১৯- জুন/২২	২৩৫.১৭	১৫১.০৭	১৫১.০৭	১৫১.০৭	১০০%	১০০%	১০০%	১৬৬.০৭	৭১%	৭২%
৩০	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান গবেষণাগার এ্যাক্রিডিটেশন কর্মসূচি	জুলাই/ ১৯- জুন/২১	৮৫৯.০০	৮৩৩.০০	৮৩৩.০০	৮৩৩.০০	৯৫%	৯৫%	৯৬%	৮০২.৯২	৯৩%	৯৫%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩১	বাংলাদেশ গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন, পরীক্ষা, উৎপাদন ও কমিউনিটি বেসড পাইলট প্রোডাকশান প্রোগ্রাম শীর্ষক কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৫০০.৫৫	৪.৪২	৪.৪২	৪.৪২	১০০%	১০০%	১০০%	৪.৪২	০.৮৮%	১০%
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-০৭টি												
৩২	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	জুলাই/ ১৮- জুন/২১	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০০	১০০%	১০০%
৩৩	নতুন প্রজন্মের ধান (C4 Rice) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	জুলাই/ ১৮- জুন/২১	৫০৩.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৫০৩.০০	১০০%	১০০%
৩৪	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম	জুলাই/ ১৯- জুন/২২	৯০৬.০০	৭৪১.০০	৭৪১.০০	৭৪১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৬৮.১০	৯৬%	৯৭%
৩৫	পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়া) জনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম	জুলাই/ ১৯- জুন/২২	৫৮৪.০০	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৪৭০.০০	৮০.৪%	৮৫%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	১৮১.৩০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৬.০০	৩.৩১%	৫%
৩৭	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছা নাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকরণ প্রভাব নিরূপণ	জুলাই/২০- জুন/২৩	৫৪৬.৯০	২.০০	২.০০	২.০০	১০০%	১০০%	১০০%	২.০০	০.৩৭%	২%
৩৮	উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৪২২.০০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	৫.৫০	১.৩%	৬%
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-০৪টি												
৩৯	সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরাপ্রবণ এবং চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই/ ১৯- জুন/২২	২৬১.৬০	১৬২.০০	১২১.৫০	১২১.৫০	১০০%	৭৫%	৭৫%	১৩৩.১০	৫১%	৭৫%
৪০	পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মৌচাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৩৯৪.০০	১৪.৬০	১৪.৬০	১৪.৬০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪.৬০	৩.৭১%	৫%
৪১	উন্নতমানের তাল ও খেজুরের চারা উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	২০০.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৪.০০	২%	৬%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪২	অধিক ফলনশীল নতুন ইক্ষু জাত বিস্তারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৯২.২৫	৪.৬৭	৪.৬৭	৪.৬৭	১০০%	১০০%	১০০%	৪.৬৭	৫.০৬%	১০%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)-০৩টি												
৪৩	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/ ১৯ -জুন/২১	২২৫.০০	১১৪.০০	১১৪.০০	১১৩.৮৮	৯৯.৯%	৯৯.৯%	১০০%	২২৪.৩৫	৯৯.৭%	১০০%
৪৪	জেলা পর্যায়ে ‘কৃষকের বাজার’ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজির বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	২০০.০০	৭.০০	৭.০০	৬.৯৯	৯৯.৯%	৯৯.৯%	১০০%	৬.৯৯	৯৯.৯%	৯৯.৯%
৪৫	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	১৫৪.৪০	২.২০	২.২০	২.১৯৫	৯৯.৯%	৯৯.৯%	১০০%	২.১৯৫	৯৯.৯%	৯৯.৯%
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-০১টি												
৪৬	নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের মালকি বিলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই/ ১৯- জুন/২১	৩৪৯.১৫	২৪৫.৪৫	২৪৫.৪৫	২৪৫.৪৩	১০০%	১০০%	১০০%	৩৪৯.০০	১০০%	১০০%
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-০৩টি												
৪৭	ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার সুপারিশ কার্যক্রম জোরদারকরণ	জুলাই/ ১৮- জুন/২১	৪৮০.০০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮০.০০	১০০%	১০০%

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	মেয়াদ কাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪৮	বরেন্দ্র অঞ্চলের অম্লীয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ফসল উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৩৫.০০	১১.২৩	১১.২৩	১১.২৩	১০০%	১০০%	১০০%	১১.২৩	৩২%	৩২%
৪৯	দূর-অনুধাবন পদ্ধতি ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	৪৫২.২৩	১২.৩৩	১২.৩৩	১২.০১	৯৭.৪%	৯৭.৪%	১০০%	১২.০১	০.০৩%	১%
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)-০১টি												
৫০	নিম্ন উৎপাদনশীল ধান ও গম জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি	জুলাই/ ২০- জুন/২৩	২৪৭.৫৮	৬.৮০	৬.৮০	৬.৩১	৯৩%	৯৩%	৯৩%	৬.৮০	১০০%	১০০%
বাংলাদেশ গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)-০১টি												
৫১	অপ্রচলিত প্রতিকূল এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে নতুন জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	জুলাই/২০- জুন/২৩	১০৯.৮	৭.৯	৭.৯	৭.৯	১০০%	১০০%	১০০%	৭.৯	১০০%	১০০%
মোট কর্মসূচি : ৫১টি			২১০০৯.৩৬	৮৮৪০.৪৩	৮৭৩৪.০১	৮৫২১.৫৭	৯৮%	৯৬%				
মোট বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ০৭টি সাব-কার্যক্রম			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১০০%	১০০%				
সর্বমোট : ৫১টি কর্মসূচি এবং ০৭টি সাব-কার্যক্রম			৩৪০০৯.০০	২১৮৪০.৪৩	২১৭৩৪.০১	২১৫২১.৫৭	৯৯%	৯৮%				

বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত ৭টি সাব কার্যক্রমের ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২১ পর্যন্ত) বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সাব কার্যক্রমের নাম	মেয়াদ কাল	সাব কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২১ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড় কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দ কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.	পাট বীজ কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৭০০.০০	১০০%	১০০%
২.	এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৪৫০.০০	১০০%	১০০%
৩.	উন্নত মানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	৮২২৫.০০	৮২২৫.০০	৮২২৫.০০	৮২২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮২২৫.০০	১০০%	১০০%
৪.	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৭০০.০০	১০০%	১০০%
৫.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৬০০.০০	১০০%	১০০%
৬.	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮০০.০০	১০০%	১০০%
৭.	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	জুলাই/২০-জুন/২১	৫২৫.০০	৫২৫.০০	৫২৫.০০	৫২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৫২৫.০০	১০০%	১০০%
মোট : সাব কার্যক্রম : ৭টি			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১০০%	১০০%		১৩০০০.০০		

২০২০-২১ অর্থবছরের পরিচালন খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে সরকারি অংশে মোট বরাদ্দ ছিল **১২৮৯৭.৮৫** কোটি টাকা। সংশোধিত ২০২০-২১ অর্থবছরে এর পরিমান হয় **১১৮১৭.৯৯২৬** কোটি টাকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হিসেবে ভর্তুকি বাবদ ৯৪২৫.১৫১৪ কোটি টাকা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল বরাদ্দ ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত ৯৫০০.০০ কোটি হতে ৮৪.৮৬ কোটি টাকা কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে পুনঃউপযোজন করা হয়েছে। পরিচালন বাজেটে ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়ের চিত্র নিম্নে দেয়া হলো-

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দ ও ব্যয়		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
১	২	৩	৪
সচিবালয়			
১. মোট সাধারণ কার্যক্রম	৩৩৭০.৫২	১৮৯১.৩৪	৫৬.১১%
২. বিশেষ কার্যক্রম			
কৃষি ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা	৯৩৫২৫৭.৮৬	৭৬৩২৩২.৫৮	৮১.৬১%
সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ	৪৫১.৮২	১৭.২৭	৩.৮২
কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা	৪৪৭৪২.১৫	৪৪৭৪২.১৫	১০০%
উন্নয়ন মেলা	৬০.০০	০.০০	০%
প্রদর্শনী এবং অ্যাডপশন	৭৫০০.০০	৭৪৫২.৪৯	৯৯.৩৭%
কৃষি মেলা ও প্রদর্শনী	৭৫০.০০	১২৮.৩৪	১৭.১১%
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৪৯৬.০০	১৮৬.৩০	৩৭.৫৬%
বঙ্গবন্ধু গবেষণা চেয়ার	১৬৭.০০	১৬৭.০০	১০০%
মোট বিশেষ কার্যক্রম	৯৮৯৪২৪.৮৩	৮১৫৯২৬.১৩	৮২.৪৬%
৩. সহায়তা কার্যক্রম			
১. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৪৬২৫২.৭০	৪৩৬০৯.৯৫	৯৪.২৯%
২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৭৭৪০.৭৭	২৭২৪৩.৮৩	৯৮.২১%
৩. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩২৫৩.৭০	৩২২৮.৫০	৯৯.২৩%
৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪৫২২.০০	৪৬০৬.১৪	১০১.৮৬%
৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	২৭৫৭.৯৫	২৭১৫.৯৫	৯৮.৪৮%
৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৮১২.৫০	১১০৩৭.০৬	১০২.০৮%
৭. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৫৪২.০০	৪৪১১.১৪	৭৯.৫৯%
৮. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৭৪৭.৮৩	১৬৮৩.৪৮	৯৬.৩২%
৯.বারটান	১৮২৩.৪৯	১০৮৩.১৫	৫৯.৪%
মোট সহায়তা কার্যক্রম	১০৪৪৫২.৯৪	৯৯৬১৯.২	৯৫.৩৭%
সর্বমোট সচিবালয়	১০৯৭২৪৮.২৯	৯১৭৪৩৬.৬৭	৮৩.৬১%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সাধারণ কার্যক্রম)			
১. প্রধান কার্যালয়	১০৪৭৩.৮৭	৭৯৪৩.৮০	৭৫.৮৪%
২.অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়সমূহ	২২১৯.৫৫	১৬৪২.১২	৭৩.৯৮%
৩. উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ	১১১৯৯.৮৭	৮১৭২.৯১	৭২.৯৭%
৪. উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়সমূহ	১২৪০১৭.৬৬	১০১৮৮৬.৬১	৮২.১৫%
৫. মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ	২০৪১.৭৯	১৪৯৮.৭৬	৭৩.৪%
৬. হর্টিকালচার সেন্টারসমূহ	৮৬৭৫.৭৬	৭০৭২.০২	৮১.৫১%
৭. উদ্ভিদসংগনিরোধক কেন্দ্রসমূহ	১৬২৮.৬৩	১২৪৩.৯৩	৭৬.৩৮%

বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দ ও ব্যয়		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
১	২	৩	৪
৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহ		৫৮০৩.০৭	৩৯৯৫.৯৪
মোট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৬৬০৬০.২০	১৩৩৪৫৬.০৯	৮০.৩৭%
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (সাধারণ কার্যক্রম)			
১. প্রধান কার্যালয়	৯৯৪.৯৫	৯০২.৩৮	৯০.৭%
২. আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগারসমূহ	৫৩৬.৮৩	৫২২.৩৮	৯৭.৩১%
৩. জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসসমূহ	১৫৪৬.৭৮	১৫১০.৯৭	৯৭.৬৮%
মোট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	৩০৭৮.৫৬	২৯৩৫.৭৩	৯৫.৩৬%
তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সাধারণ কার্যক্রম)			
১. তুলা উন্নয়ন বোর্ড (প্রধান কার্যালয়)	৪৯০.৯৯	৪২১.৫৩	৮৫.৮৫%
২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৩০১.১১	২৬৯.২৬	৮৯.৪২%
৩. জোনাল কার্যালয়	২৬৭০.০৩	২২৯৫.৮৩	৮৫.৯৯%
৪. তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামারসমূহ	১০১৯.৫৪	১০৪৮.৩৫	১০২.৮৩%
মোট তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৪৪৮১.৬৭	৪০৩৪.৯৭	৯০.০৩%
কৃষি তথ্য সার্ভিস			
১.০ প্রধান কার্যালয়	১২৭৭.৮৫	১০৯৫.৫৯	৮৫.৭৪%
২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৬০৫.০৩	৫৩৯.৪৯	৮৯.১৭%
মোট কৃষি তথ্য সার্ভিস	১৮৮২.৮৮	১৬৩৫.০৮	৮৬.৮৪%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর			
১. প্রধান কার্যালয়	৮৪১.৭৫	৮১১.৭৬	৯৬.৪৪%
২. বিভাগীয় কৃষি বিপণন কার্যালয়সমূহ	৪৩০.০১	৪০৬.৭১	৯৪.৫৮%
৩. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	১৭৪.৪১	১৭১.৯০	৯৮.৫৬%
৪. জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ	১৪২৫.০৮	১৩৫৪.৬৪	৯৫.০৬%
৫. উপজেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ	৩০.৫৬	৩০.৪০	৯৯.৪৮%
৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	১৭৯.৪৯	১৫৭.১৯	৮৭.৫৮%
মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৩০৮১.৩০	২৯৩২.৬০	৯৫.১৭%
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট			
১. প্রধান কার্যালয়	১৬৭৯.৪৭	১৫৯৪.৮৬	৯৪.৯৬%
২. বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ	৫৮৩.৩০	৫৫২.৭৫	৯৪.৭৬%
৩. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	১১১৩.৪০	১০৪৩.৭৯	৯৩.৭৫%
৪. গবেষণাগারসমূহ	১১৪.৬৩	১০৯.২০	৯৫.২৬%
৫. আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহ	৮৬৮.৫০	৫০৮.০৮	৫৮.৫০%
৬. বিভাগীয় গবেষণাগারসমূহ	৬৬০.১৭	৫৫২.৭৫	৮৩.৭৩%
মোট মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৫০১৯.৪৭	৪৩৬১.৪৩	৮৬.৮৯%
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)			
মোট জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	৯৪৬.৮৯	৮৪০.৬৭	৮৮.৭৮%
সর্বমোট কৃষি মন্ত্রণালয়	১১৮১৭৯৯.২৬	১০৬৭৬৩৩.২৪	৯০.৩৪%

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০ (৫-৮)	১১
১.	কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ)	১৯	০৫	২৪	৩৭৮৭.১৩	০৯	০৪	৮.৪৪	২০	৩৭৮৭.১৩
২.	বিএডিসি	*১৫২৯৭	১৮২	১৫৪৭৯	১৮২৯৪০৭.২৩	১৫৪৬৮	১০২৩৪	১৩৮২৯১.৬	৫২৪৫	৮৮৩৩১২.৫৫
৩.	ডিএই	৯০০	১৫৪	১০৫৪	৪০২১.০০	১০১৫	৬৯২	৩৪১৫.৪৭	৩৬২	৩৫৮০১.২১৩
৪.	বিজেআরআই	৪৯	১২	৬১	২৩৫৭.৩৬	৬১	১৫	৮০.৬৮	৪৬	২২৭৬.৬৮
৫.	বিএআরআই	৩৮	৪৫	৮৩	৪৭২০.৭৪	৭৯	০৪	৬.১	৭৯	৪৭১৪.৬৪
৬.	বিআরআরআই	২৫	২২	৪৭	৭১৯৫.৯৪	৪৭	১৬	৫৭৮৪.৩২	৩১	১৪১১.৬২
৭.	বিএসআরআই	৪৯	০৫	৫৪	১১৬০.৪৫	১৯	০৯	২১.৫২	৪৫	১১৩৮.৯৩
৮.	বিআইএনএ	২৪	০৫	২৯	৯৩৯.৮৬	২৯	০৭	১৩৮.৯৮	২২	৮০০.৮৮
৯.	এসআরডিআই	৩৬	১৪	৫০	২১৫৯.৪১	৪০	০৪	০.১৩	৪৬	২১২০.৫৯
১০.	বিএআরসি	১২	০০	১২	২৩.০৯	১২	০৮	১৭.৭৮	০৪	৬.৮৬
১১.	সিডিবি	১৪	১০	২৪	১১৯৮.১২	২৪	০৭	৪৫০.০৪	১৭	৭৪৮.০৮
১২.	ডিএএম	৩২	০৫	৩৭	৫৮৭.৮২	৩৭	০৫	৯২.০২	৩২	৫০৫.৮
১৩.	এআইএস	২০	০৬	২৬	৮৪২.২৯	২৬	২১	৭৭১.১১	০৫	৬১.১৩
১৪.	এসসিএ	৩১	১০	৪১	১৩৬.৮৯	৪১	১৭	২৬.৫১	২৪	৮৮.৪৬
১৫.	বিএমডিএ	২৩৫	৫০	২৮৫	১১৫৮.৯৪	২৮৫	৬২	১১৪৫.০৪	২২৩	১২৭৫৭.৭৭
১৬.	বারটান	৩২	০৬	৩৮	৮৬.৩৯	৩৮	২২	১১১.৪৫	১৬	১৭৪৯.২৮
১৭.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	০৩	০০	০৩	৩.৫৯	০৩	০০	০.০০	০৩	৩.৫৯
১৮.	এনএটিপি	২৪	২৩	৪৭	১১৬৭.২৮	৪৭	১৬	২৩১.৬৪	৩১	৯৩২.৮৪
১৯.	নাটা	১১	০০	১১	১৯৭.৯৩	১১	০	৪.৫২	১১	১৯৭.৯৩
	মোট	১৬৮৫১	৫৫৪	১৭৪০৫	১৮৬১১৫১.৪৬	১৭২৯১	১১১৪৩	১৫০৫৯৭.৪	৬২৬২	৯৫২৪১৫.৯৬

বি:দ্র: *বিএডিসি'র বিভিন্ন আঞ্চলিক দপ্তরের সাথে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের তথ্যের মিলকরণের ফলে মোট আপত্তির সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ জুলাই/২০২০ মাসে হালনাগাদ হয়েছে এবং কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তরের ১৭/০৬/২০২০ খ্রি: তারিখের ৮৪ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক ১৯৭১-৭২ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করে তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	সারের নাম	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	আমদানি (লক্ষ মে.টন)	বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন)	সমাপনী মজুদ (লক্ষ মে.টন)
১	ইউরিয়া	১০.৩৪	১৩.০৮	২৪.৬৩	৮.৫৯
২	টিএসপি	০.৯১	৩.৮৬	৫.২২	১.৬৪
৩	ডিএপি	১.০২	১৪.২৬	১৪.২৪	৩.১৪
৪	এমওপি	-	৬.৮৬	৭.৯৮	২.৩৩

কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম

নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিফ মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের কৃষকের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে উৎপাদিত চারা বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত অর্থ ছাড়করণ। জিও নং ৯৫, তারিখ: ১৬/০৭/২০২০	৩৩	১৫৮২.৫ বিঘা	২১৪.৮৯৭৫০ লক্ষ টাকা (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা)	৩৫,১৬৬
২	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভাসমান বেডে রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে উৎপাদিত চারা বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত অর্থ ছাড়করণ। জিও নং ১০২, তারিখ: ২২/০৭/২০২০	৪০	৯৩৭.৭৪৪৫ বিঘা	৬৯.০৬৯০০ লক্ষ (উনসত্তর লক্ষ ছয় হাজার নয়'শ) টাকা	১,২৬৫
৩	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের জন্য ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে উৎপাদিত চারা বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত অর্থ ছাড়করণ। জিও নং ১০৬, তারিখ: ২৭/০৭/২০২০	২৫	১৩০৫ বিঘা	৫৪.০৮০০০ লক্ষ (চুয়ান্ন লক্ষ আট হাজার) টাকা	১,৬০০
৪	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিফ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের নিমিত্ত অর্থ ছাড়করণ। জিও নং ১০৮, তারিখ:২৯/০৭/২০২০	৩৫	৫০০০০ বিঘা	৩৮২.৫০০০০ লক্ষ (তিন কোটি বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	৫০,০০০
৫	২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি খরিপ-২/ ২০২০-২১ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যাদুর্গত জেলাসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে শাক ও সবজির বীজ বিতরণের নিমিত্ত অর্থ ছাড়করণ। জিও নং ১১৯, তারিখ:০৬/০৮/২০২০	৩৭	১৫১৬০০ বিঘা	১০২৬.৯২৬৮৫ লক্ষ (দশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শত পঁচাশি) টাকা	১,৫১,৬০০

নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
৬	২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি খরিপ-২/২০২০-২১ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যাদুর্গত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের জন্য ট্রে-তে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদন ও বিনামূল্যে বিতরণ কর্মসূচির ট্রে ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থ বিতরণের নিমিত্ত ছাড়করণ। জিও নং ১২৪, তারিখ:১৩/০৮/২০২০	২৫	১৩০৫ বিঘা	৬.২৪০০০ লক্ষ (ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা	১৬০০
৭	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে (১ম, ২য় ও ৩য় দফায় অতি বৃষ্টি জনিত ও পাহাড়ি ঢলে বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের পানি বৃদ্ধি) ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং রবি/২০২০-২১ মৌসুমে গম, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারি, টমেটো ও মরিচ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার প্রক্রিয়াধীন কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি। জিও নং ১৮০, তারিখ: ১৫/১০/২০২০	৫১	১১,৫০,০০০ বিঘা	৯৮৫৪.৫৫৩০০ লক্ষ (আটানব্বই কোটি ৫৪ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত) টাকা	১১,৫০,০০০
৮	২০২০-২১ অর্থবছরে রবি/২০২০-২১ মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি। জিও নং ১৮৯, তারিখ ২৭/১০/২০২০	৬৪	৮,০০,০০০ বিঘা	৮৬৪৩.৩০০০০ লক্ষ (ছিয়াশি কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার)	৮,০০,০০০
৯	চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের রবি মৌসুমে বোরো ধান আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত কৃষকদের বীজ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত। জিও নং ১৯১, তারিখ ২৯/১০/২০২০ (বিএডিসি)	৬৪	১৪৮৯৭০৪২.৫৫৮৫ বিঘা	৫৯৫৬.৬৯৪৮০ (উনষাট কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশত আশি) টাকা	১৯,৮৫,৫৬৫

নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১০	২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রণোদনা কর্মসূচির নিমিত্ত টাকার অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি আদেশ (জিও) জারীকরণ প্রসংগে। জিও নং ২২১, তারিখ ১৭/১১/২০২০	৬৪	১৪৯৬৯৭০ বিঘা	৭৬০৪.৬০৭৬০ লক্ষ (৭৬ কোটি ০৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৭ শত ৬০)	১৪,৯৬,৯৭০
১১	২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে পেঁয়াজ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা কর্মস্যূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাকা ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি আদেশ (জিও) জারিকরণ প্রসঙ্গে। জিও নং ২২৫, তারিখ ২৩/১১/২০২০	২১	৫০০০০ বিঘা	২৫১৬.৫০০০০ লক্ষ (২৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার)	৫০,০০০
১২	২০২০-২১ রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) এর নিমিত্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ হাইব্রিড জাতের বোরো ধান বীজ, সার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা হিসেবে ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি আদেশ (জিও)। জিও নং ২৪২, তারিখ ১০/১২/২০২০	৬১	৭৬৩৪ বিঘা	৮৬৪.৩৭ লক্ষ টাকা (আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার)	১০,০০০
১৩	২০২০-২১ অর্থবছরের খরিপ-১ মৌসুমে উফশী আউশ ধান আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বীজ বিক্রয় বাবদ সহায়তা প্রদান। জিও নং ৯৯, তারিখ ২১/০৩/২০২১	৬৪	৫৩৯৮৭৫.৫২ ৫৮৩৮	২১৫.৮৭৩৩০ লক্ষ	১,০৭,৯৩৭
১৪	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-১/২১-২২ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের জন্য ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি আদেশ। জিও নং ১০৭, তারিখ ২৫/০৩/২০২১	৬৪	৪৫০০০০ বিঘা	৩৯৩৭.৫০ লক্ষ	৪,৫০,০০০

নং	বিবরণ	কর্মসূচির আওতায় মোট জেলা	কর্মসূচির আওতায় জমির পরিমাণ	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)
১৫	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিফ-১/২১-২২ মৌসুমে উফশী আউশ বীজ (ব্রি ধান-৪৮) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণের অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি আদেশ। জিও নং ১৪৭, তারিখ ০৩/০৫/২০২০	১	৩০০০ বিঘা	৯.৬০ লক্ষ	৩,০০০
১৬	২০২০-২১ অর্থবছরের আমন মৌসুমে উফশী আমন ধান আবাদ বৃদ্ধির জন্য বীজ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএডিসির অনুকূলে অর্থ ছাড় সংক্রান্ত। জিও নং ১৬০, তারিখ ১৮/০৫/২০২০	৬৪	৫৭২৯১৫০.১৭৭৮১	২৭৪৯.০১২৬৮ লক্ষ	৯,১৬,৩৩৮
১৭	চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০২১-২২/খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধান এবং পরবর্তী রবি/২০২১-২২ মৌসুমে সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ ছাড়করণ।	৬৪	২৩৮৫০০	১৭৮১.৪৭৫০০ (সতের কোটি একাশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত)	২,৩৮,৫০০
মোট =			**২৫৫৬৮৯০২.৫০৬৬ বিঘা**	**৪৫৮৮৭.১৯৯৭৩ লক্ষ (চারশত আটান্ন সাতাশি লক্ষ উনিশ হাজার নয়শত তিয়াত্তর টাকা)**	**৭৪,৪৯,৫৪১ জন**

** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২ অর্থবছরে ঝড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি জেলার অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত ৪৮৬৬৫ জন কৃষককে অর্থ বিভাগের বরাদ্দ হতে ব্যাংক একাউন্ট এবং মোবাইল এ্যাপস্ এর মাধ্যমে দুই দফায় মোট ১৬৩৬.৮৫৫৫৫ লক্ষ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রণীত নীতি/নীতিমালা

- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০
- জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০
- জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ এর ইংরেজি ভার্সন
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০২০

প্রণীত আইন/ বিধিমালা/ নীতি/নীতিমালা প্রণয়নে চলমান কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ১টি বিধিমালা, ২টি প্রবিধানমালা গেজেট আকারে ও ২টি নীতিমালা প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ।

আইন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১২নং আইন) আইন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৩ নং আইন) আইন
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২২নং আইন) আইন
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১২
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯
কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮, ০১/১০/২০১৮
উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১
উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮

বিধিমালা/ প্রবিধানমালা/নীতিমালা/কর্মপরিকল্পনা:

- তুলা উন্নয়ন বোর্ড নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০
- বাংলাদেশ গম, ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০
- National Agricultural Extension Policy-2020
- কৃষি বিপণন নীতিমালা-২০২১
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০ এর ইংরেজি ভার্সন প্রণয়ন

ইংরেজিতে অনুবাদের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন আইন

- বীজ আইন, ২০১৮
- সার (ব্যবস্থাপনা) আইন-২০০৬ সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন-২০০৯
- সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫
- সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬

উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ

উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে এক দিনের ৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। (সংযুক্ত: ছবি)

ডিজিটাল সেবা : (২০২০-২০২১)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগের অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন আবেদন সেবাটি ডিজিটাল করা হয়েছে।
উদ্ভাবন (২০২০-২০২১) : সরকারি কাজে অনলাইনে গাড়ি অধিযাচন সেবা।
সেবা সহজিকরণ : ৬ষ্ঠ-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে নীতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- সকল শ্রেণির কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত সহনশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, টেকসই ও পুষ্টিসমৃদ্ধ লাভজনক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি, সম্প্রসারণ নীতি-২০২০ প্রণীত হয়েছে।
- 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' এর ইংরেজি ভার্সন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- রূপকল্প-২০২১ এর ধারাবাহিকতায় নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'সমৃদ্ধ কৃষির অগ্রযাত্রায় সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং এসডিজি বাস্তবায়ন' শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রনয়ন করা হয়েছে। এ দলিলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা দলিলে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এবং সমসাময়িক অন্যন্য নীতি/পরিকল্পনা দলিল বিশ্লেষণ করে কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে মোট ৬টি থিমেটিক এ্যারিয়া/কৌশল যথা: (১) কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন (২) গুণগতমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ (৩) কৃষি সম্প্রসারণ (৪) সেচ কাজে পানি সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (৫) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা (৬) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন চিহ্নিত করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে এ যাবৎকালে অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে আগামী দিনের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান এবং উদ্ভাবিত নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যহত রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে একটি স্বল্প (১ বছর), মধ্য (২-৩ বছর) এবং দীর্ঘ (৪-৫ বছর) মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি -২০১৮' বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন : কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলির প্রণয়ন করা হয়েছে । এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম নিয়মিত অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট গোল-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট ২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫, ২.ধ অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে একটি কমর্পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;

- কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নতুন ৪৮৮ টি প্রকল্পের মধ্যে অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা ৫৯টি এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা ৬১টি;

- কর্মপরিকল্পনা বহির্ভূত এসডিজি সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম সংখ্যা ১৭৩টি;

- 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত-০২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা -২০২০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসরা কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান আছে।
- তুলার JKCH 1947 Bt , JKCH 1050 নামীয় দুটি Bt হাইব্রিড জাতের বিষয়ে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB)র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সুপারিশপূর্বক বহুস্থানিক পরীক্ষা (Multi-Location Trial) পরিচালনার অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (NCB)র অনুমোদনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (FPMU)র জন্য প্রতিবেদন তৈরি সংক্রান্ত : আমন, বোরো ও গম মৌসুমে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধান/চাল ও গম ক্রয়ের জন্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের নিমিত্ত আমন, বোরো ও গম ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের প্রতিবেদন তৈরি করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের খসড়া নীতিমালার ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রস্তুত : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার), (রেস্তোরা), (অনুজীবীয় দূষক নিয়ন্ত্রণ) (বিজ্ঞাপন), খাদ্য দ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড প্রবিধানমালা, বাংলাদেশ ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া কনসেপ্ট নোটের উপর মতামত, Public Stock holding এর মতামত, Committee on Agriculture এর ওপর মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে ১৭টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৪৪টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। এ ছাড়া চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ১৩টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরের (জুলাই/২০-জুন/২১) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়কে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করায় স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের এবং দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসারে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার উপকমিটি এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। একইভাবে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ১৩টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৪১টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরের (জুলাই/২০-জুন/২১) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, শুদ্ধাচার উপকমিটি ও নৈতিকতা কমিটি এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।

কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করণের নিমিত্ত চাল রপ্তানি সংক্রান্ত

কৃষক পর্যায়ে ধান-চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করণের নিমিত্ত সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহ/প্রক্রিয়াকরণ, মিলারদের মাধ্যমে ক্রাশিং ও সংরক্ষণ এবং চাল রপ্তানির বিষয়ে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য খাদ্য ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

বীজ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বীজ ডিলার নিবন্ধন করা হয়- ৬৮৯৯টি।
- সবজি জাতীয় ফসলের ৪৬৯টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- ৬৩টি ফলের জাত নিবন্ধন করা হয়।
- হাইব্রিড ভুট্টার ৩৮টি জাত নিবন্ধন করা হয়।

- মসলাজাতীয় ফসলের ৩৯টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- তুলার ১টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- হাইব্রিড ঘাসের ৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- হাইব্রিড ধানের ২৫টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- ইনব্রিড ধানের ৪টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- গমের ২টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- ইক্ষুর ২টি জাত নিবন্ধন করা হয়।
- পাটের ১টি জাত নিবন্ধন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য প্রদানের জন্য ১১টি আবেদন পাওয়া গেছে এর মধ্যে ০৮টি আবেদন তথ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি আবেদনের তথ্যমূল্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোনো তথ্যমূল্য পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করা যায়নি।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মোট ২৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। মোট ৫৬টি অভিযোগ অন্য দপ্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বিষয়ে সময়ে সময়ে মন্ত্রিপরিষদ এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে।

ইনোভেশন উদ্যোগ

উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের ৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেবা : (২০২০-২০২১)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগের অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন আবেদন সেবাটি ডিজিটাল করা হয়েছে।
উদ্ভাবন (২০২০-২০২১) : সরকারি কাজে অনলাইনে গাড়ি অধিযাচন সেবা (প্রশাসন-২ শাখা)
সেবা সহজিকরণ : ৬ষ্ঠ-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর (প্রশাসন-১ শাখা)

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে Global Institute of Food Security (GIFS), University of Saskatchewan, Canada Ges BARC এর মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি MoU স্বাক্ষর হয়েছে। উক্ত MoU অনুযায়ী GIFS, কানাডাতে Bangabandhu Research Chair স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত চেয়ার পরিচালনার জন্য ১ম কিস্তি অনুযায়ী ১.৬৭ কোটি (এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ) ছাড় করা হয়েছে;

Seeking concurrence/views draft Memorandum of Understanding (MoU) between International Food Policy Research Institute (IFPRI) and BIMSTEC on Agriculture;

নিউজিল্যান্ডের Ministry of Primary Industries এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;

Local Consultative Group (LCG)'র ১১তম সভা গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এবং ১২তম সভা ৬ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে;

১৪-১৮জুন, ২০২১ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ৪২তম কনফারেন্সে যোগদান;

বিশ্বব্যাংকের ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিশ্রুত সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মার্চ-জুন ২০২১ তারিখে ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

কোভিড-১৯ এর জন্য অনলাইনে কর্মশালা/সভা/কনসালটেশন/প্রশিক্ষণ ৫১ জন কর্মকর্তা টেকসই কৃষি, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি হেরিটেজ সিস্টেম, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, আইপিএম, উপকূলীয় কৃষি, হাইব্রিড ফসল উৎপাদন, কৃষি শুমারি, জেনেটিক রিসোর্স, পিআইএস, জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর সভা/সম্মেলন/কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ/সিম্পোজিয়াম/ভ্রমণ/সেশনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়;

১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ-ভারত, ২২ মার্চ ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ-নেপালের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০ মার্চ ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি পুনরায় পরবর্তী ১০ (দশ) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়;

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়া, নেদারল্যান্ডস, ওমান, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত FOC/ Joint Commission সভায় যোগদান করা হয়েছে;

এছাড়াও UN, IFAD, SAARC, D-8 Ministerial Meeting, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), International Food Policy Research Institute (IFPRI), BIMSTEC, UNICEF সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়েজিত ২৮টি আন্তর্জাতিক কর্মশালা/সভা/কনসালটেশন/প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করা হয়েছে;

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হাঙ্গেরি, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, আর্জেন্টিনা, ভুটান, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক ইনপুটস, প্রস্তাবনা, মতামত যথারীতি, প্রেরণ করা হয়েছে;

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সারাদেশে কৃষকদের কৃষি কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ০৫টি স্বর্ণপদক, ০৯টি রৌপ্যপদক ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদকসহ মোট ৩২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' বঙ্গাব্দের জন্য পুরস্কার প্রদান করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আইন অধিশাখার ১৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১ম শ্রেণির পদ ০৬টি, ২য় শ্রেণির পদ ০৬টি, ৩য় শ্রেণির পদ ০৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির পদ ০৪টি।

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছে। যার মধ্যে ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে ০৫জন ও ৪র্থ শ্রেণি হতে ৩য় শ্রেণির কর্মচারী পদে ০৫জন পদোন্নতি পেয়েছে। এছাড়াও এ অর্থবছরে ৩য় শ্রেণির শূন্য পদে সরাসরি কোটায় ০৯জন কমর্চারী সরাসরি কোটায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

০৫ ডিসেম্বর ২০২০ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকাতে মুজিব বর্ষে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস, ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ অক্টোবর ২০২০ বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্তকৃত কর্মকর্তাগণের যোগদান ও অবমুক্তকরণের তারিখ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	যোগদানের তারিখ	অবমুক্তকরণের তারিখ
০১।	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান সচিব	১৯/০৮/২০১৮	১৬/১০/২০২০ (পিআরএলে গমন)
০২।	জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমেদ অতিরিক্ত সচিব	১২/০১/২০১৭	৩০/০৯/২০২০ (পিআরএলে গমন)
০৩।	জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু অতিরিক্ত সচিব	২৭/০৫/২০১৯	২৭/১২/২০২০
০৪।	জনাব মো: আব্দুল কাদের অতিরিক্ত সচিব	১৫/০১/২০১৭	০৪/০৭/২০২১
০৫।	জনাব মোর্শেদা আক্তার উপসচিব	০৩/১০/২০১৬	০৪/১১/২০২০
০৬।	জনাব মো: আল মামুন উপসচিব	২৪/০৪/২০১৭	১৮/১০/২০২০
০৭।	জনাব মো: হানিফ উদ্দিন উপসচিব	২৩/০৮/২০১৫	১৪/০৯/২০২০
০৮।	ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	১০/০১/২০১৯	০৫/০৭/২০২০
০৯।	জনাব মাকছুমা আক্তার বানু উপসচিব	২৯/০৭/২০১২	০৮/০৬/২০২১
১০।	জনাব মো: আসাদুজ্জামান উপসচিব	২৯/১০/২০১৩	০৮/০৬/২০২১
১১।	জনাব মো: আবুল বাশার উপসচিব	১৭/১০/২০১৮	০৩/০৩/২০২১
১২।	জনাব মো: আজিম উদ্দিন প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	২২/০৭/২০১২	১২/১০/২০২০
১৩।	জনাব নাজমা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব	১৬/০৬/২০১৩	২৫/১০/২০২০
১৪।	জনাব খন্দকার মুদাচ্ছির বিন আলী সিনিয়র সহকারী প্রধান	১৩/১০/২০১৯	১৯/০৮/২০২০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মুজিব শতবর্ষে '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' এর মোড়ক উন্মোচন

মুজিব শতবর্ষে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২০-এর আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুজিব শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

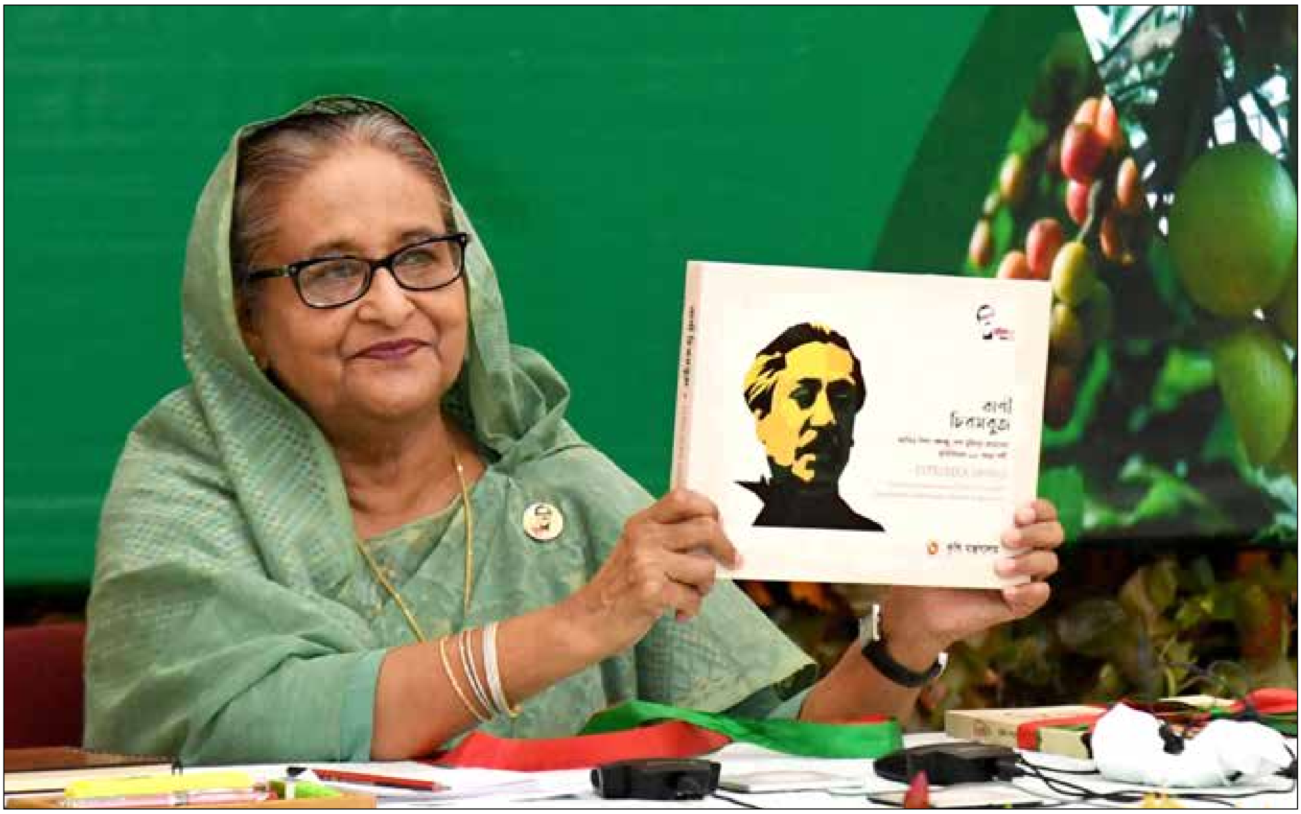

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' প্রদান অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি বিষয়ক ১০০ অমর বাণী সংকলন 'বাণী চিরসবুজ'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা

মুজিব শতবর্ষে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা (এডিপি বাস্তবায়ন হার ৯৮%)

সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শ কমিটির সভা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২য় স্থান অর্জনের স্বীকৃতি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে রাশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

গবেষণা ও উদ্ভাবনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওয়েবিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক 'The Dream of Bangabandhu : Agriculture Development of Bangladesh in the Last Five Decades' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

অনলাইনে কৃষি পণ্য বিপণনের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অ্যাপস 'সদাই' এর উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় ধান কর্তন উৎসবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

'করোনাকালীন কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সিনিয়র সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলা এবং এসডিজি-০২ অর্জনে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বারি এর ক্যাকটাস হাউজ পরিদর্শন

সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক হাইড্রোপনিক হাউজ পরিদর্শন

সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম কর্তৃক রাউজান, হাটহাজারীতে মাল্টা প্রদর্শনী পরিদর্শন

সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্রি'র গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

মুজিব শতবর্ষ

MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

কৃষি হবে দুর্বার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
www.dae.gov.bd

ক) ভূমিকা

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ এর ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়; যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি) পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
৪. কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

কার্যাবলি

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সব্জির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরন, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

খ) জনবল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূণর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ । ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ২০০ জন কর্মকর্তা ও ২২ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিম্নের ছকে গ্রেড অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হল-

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১	০	
২	গ্রেড ২	৮	৬	২	
৩	গ্রেড ৩	৪৫	৪৫	০	
৪	গ্রেড ৪	-	-	-	
৫	গ্রেড ৫	৩১২	৩১০	২	
৬	গ্রেড ৬	১২৫৩	৮২৪	৪২৯	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	১২৯৮	৭৮৯	৫০৯	
১০	গ্রেড ১০	১৫৪৪২	১০৯৪১	৪৫০১	
১১	গ্রেড ১১	৬	১	৫	
১২	গ্রেড ১২	৬	৬	০	
১৩	গ্রেড ১৩	৩৪৩	১১৭	২২৬	
১৪	গ্রেড ১৪	৮৩০	৪০৮	৪২২	

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৯২০	৯৪১	৯৭৯	
১৭	গ্রেড ১৭	১৯	১১	৮	
১৮	গ্রেড ১৮	৫০২	২৩৩	২৬৯	
১৯	গ্রেড ১৯	১৯	১২	৫	
২০	গ্রেড ২০	৩৭১১	২৯৬০	৯০০	
আউট সোর্সিং		৩২৮	-	১৭৯	
	মোট	২৬০৪২	১৭৬০৬	৮৪৩৬	

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ টি সরকারি এটিআই ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ম পর্বে ৩০৯২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ৩য় পর্বে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮৯১ জন, ৫ম পর্বে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১১৩ জন, ৭ম পর্বে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬০৭ জন মোট ৯৭০৩ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। নিম্নের ছকে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৩৪৯৪	-	১১৪০	-	৪৬৩৪	
২	গ্রেড ১০	১২০০০	-	৪৭০৬	-	১৬৭০৬	
৩	গ্রেড ১১-২০	১৮৪	-	২৩২০	-	২৫০৪	
	মোট	১৫৬৭৮	-	৮১৬৬	-	২৩৮৪৪	

ছক-২ (খ) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৯	৯	১	১৯	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	

২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আধুনিক কলাকৌশল কৃষকের নিকট

সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন। নিম্নে ২৮টি ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন প্রদত্ত হলো।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০২০-২১ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
১	ক) আউশ	৩৪.৫১৭	৩২.৮৪৭	ডিএই প্রাক্কলিত
	খ) আমন	১৫৬.১০৯	১৪৪.৩৭৮	”
	গ) বোরো	২০৫.৮১৩	২০৮.৮৫৩	”
	মোট চাল	৩৯৬.৪৩৯	৩৮৬.০৭৮	”
২	গম	১২.৯৮৭	১২.৩৪৪	”
৩	ভুট্টা	৫৬.৯২৮	৫৬.৬৩১	”
৪	আলু	১১৩.৭১০	১০৬.১২৮	”
৫	মিষ্টিআলু	৭.০৫	৬.৯৬	”
৬	পাট	৮২.৮১৯	৭৭.২৫১	”
৭	সবজি	১৯৭.১০২	১৯৭.১৮৮	”
	তৈল জাতীয় ফসল			
৮	সরিষা	৭.৯৯৮	৭.৮৭০	”
৯	চীনাবাদাম	১.৯২৩	১.৬৫১	”
১০	তিসি	০.০২৫	০.০১৯	”
১১	তিল	০.৯৪৪	০.৮৪৬	”
১২	সয়াবিন	১.৫২০	১.৩৫২	”
১৩	সূর্যমুখী	০.১১৬	০.২৫৭	”
	মোট তেল	**১২.৫২৬**	**১১.৯৯৫**	”
	ডাল জাতীয় ফসল			
১৪	মসুর	২.৬৬৩	২.৫৮৪	”
১৫	ছোলা	০.০৫২	০.৫৫৭	”
১৬	মুগ	৩.৫১৭	২.১০১	”
১৭	মাসকলাই	০.৭১৩	০.৫০৩	”
১৮	খেসারি	৩.১৯২	২.৯৭০	৯৩৭ হেক্টর গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে
১৯	মটর	০.২০১	০.১৫৭	”
২০	অড়হড়	০.০০৬	০.০০৫	”
২১	ফেলন	০.৬৪৩	০.৫১৪	”
	মোট ডাল	**১০.৯৮৮**	**৯.৩৯১**	”
	মসলা জাতীয় ফসল			
২২	পিঁয়াজ	২৯.৫৫৩	৩৩.৬২৪	”

২৩	রসুন	৭.২৯৭	৮.১৮৯	”
২৪	ধনিয়া	০.৬০২	০.৬৪২	”
২৫	মরিচ	৩.৩৭২	৩.১১৭	”
২৬	আদা	২.৫৩	২.১৪	”
২৭	হলুদ	১.৭১৫	১.৫২	”
২৮	কালিজিরা	০.১৪৭	০.১২৭	”
	মোট মসলা	**৪৫.২১৬**	**৪৯.৩৬**	”

- পাটের উৎপাদন লক্ষ বেল।

২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

- রোপা আমন/২০২০-২১ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহের কৃষকের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রকৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৩৩টি জেলায় ৩৫১৬৬ জন কৃষকের মাঝে সর্বমোট ২১৪.৮৯৭৫০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

- রোপা আমন/২০২০-২১ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভাসমান বেডে রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন বিতরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের ২৫টি জেলায় ১২৬৫ জন কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৬৯.০৬৯০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ।

- খরিফ-২/২০২০-২১ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের জন্য ট্রেতে নাবি জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের ২৫টি জেলায় ১৬০০ জন কৃষকের মাঝে ৬০.৩২০০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ।

- খরিফ-২/২০২০-২১ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ সহায়তা বাবদ ৩৫টি জেলার ৫০০০০ জন কৃষকের মাঝে ৩৮২.৫০০০০ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

- খরিফ-২/২০২০-২১ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যাদুর্গত জেলাসমূহে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে শাক ও সবজির বীজ বিতরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় ১৫১৬০০ জন কৃষকের মাঝে ১০২৬.৯২৬৮৫ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রবি মৌসুমে গম, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারি, টমেটো ও মরিচ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৫১টি জেলায় ১,১৫,০০০০ জন কৃষকের মাঝে ৯৮৫৪.৫৫৩০০ লক্ষ টাকার কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূম, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিফ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ সহায়তা প্রদান বাবদ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৮,০০,০০০ জন কৃষকের মাঝে ৮৬৪৩.৩০০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনা মূল্যে হাইব্রিড বীজ সহায়তা প্রদান বাবদ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১৪,৯৬,৯৭০ জন কৃষকরে মাঝে ৭৬০৪.৬০৭৬০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনা মূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান বাবদ বাংলাদেশের ২১টি জেলায় ৫০,০০০ জন কৃষকের মাঝে ২৫১৬.৫০০০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

- রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় ৪,৩৪২ জন কৃষকের মাঝে ৮৬৪.৩৭০০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২১-২২ মৌসুমে উফশী আউশ আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় ৪৫০,০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ৩৯৩৭.৫০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ প্রণোদনা কর্মসূচি।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২১-২২ মৌসুমে উফশী আউশ বীজ (ব্রি ধান-৪৮) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার ৩০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণের জন্য (পরিবহন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ) ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০২১-২২/খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ২,৩৮,৫০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৭৮১.৪৭৫০০ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।

২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রদর্শনী

- আধুনিক নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৪৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯৪৯৬০টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

রবি মৌসুমে স্থাপিত প্রদর্শনী

- বোরো ধান-১৪০০০টি, শীতকালিন ভুট্টা-১৪০০০টি, সুইট কর্ন-৩০টি, গম-৪০০০টি, বার্লি-২০০টি, সরিষা-১৯১১০টি, চীনাবাদাম-২০০০টি, পিঁয়াজ-৩০২০টি, রসুন-১০টি, কালোজিরা-২০০টি, আলু-৫২০টি, মিষ্টি আলু-৩০০টি, সূর্যমূখী-১০১৪০টি, সয়াবিন-২৬০টি, আখ-৩০০টি। মোট ৬৮০৯০টি প্রদর্শনী

খরিফ-১ মৌসুমে স্থাপিত প্রদর্শনী

- আউশ ধান-৭৬৫০টি, পাট-২৪০০টি, গ্রীষ্মকালীন মুগ-৬৮০টি, গ্রীষ্মকালীন তিল-১১৮০টি, টমেটো-১০০টি। মোট-১২০১০টি প্রদর্শনী

খরিফ-২ মৌসুমে স্থাপিত প্রদর্শনী

- রোপা আমন-১৩৫০০টি, তুলা-৩৬০টি। মোট-১৩৮৬০টি প্রদর্শনী

প্রযুক্তি প্রদর্শনী

সোলার লাইট ট্র্যাপ- ১০০০টি প্রদর্শনী

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

- আধুনিক প্রযুক্তির ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ ৭.৬ লক্ষ, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ও উন্নত জাতের প্রদর্শনী স্থাপন মোট ২.৪৫ লক্ষ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২৩০০০ জন, মাঠ দিবস/চাষি র‌্যালি ১৯২৫০টি, কর্মকর্তা/কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪৭০টি, সেমিনার ওয়ার্কশপ ১১০টি, নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ১৭টি, ফসল কর্তন উৎসব ১৮টি।

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ

- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ধান বীজ উৎপাদন ও বিতরণ ৩৬০০০ মে.টন।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত গম বীজ উৎপাদন ও বিতরণ ২৯০০ মে.টন।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ও বিতরণ ২০০০ মে.টন। ।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

- কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৯ সালে কীটনাশকের ব্যবহার ছিল ৩৮৩৬৯ মে. টন/কিলোলিটার। ২০২০ সালে ব্যবহার হয়েছে ৩৭৪২২ মে. টন/কিলোলিটার। যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৯১৭ মে. টন/কিলোলিটার কম।
- সবজি ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৫টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড়ের ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। কম ক্ষতিকর ও পরিবেশবান্ধব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে ১০০০টি নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৭৫০০টি পোস্টার/লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ।

আপদকালীন পরিস্থিতিতে টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

- হাওরভুক্ত জেলাসমূহে ২০২১ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে বোরো আবাদের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৭ শত ৭০ হেক্টর। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শতভাগ ধান কর্তন করে কৃষকের ঘরে আনা হয়েছে।
- আউশ ধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব এড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- করোনা সময়কালে ও এর পরবর্তী সময়ে যাতে দেশের মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত ২১ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান আছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ের প্রদানকৃত নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সে জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট মাঠ নির্দেশনা রয়েছে।
- সামষ্টিকভাবে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে এবং সফলভাবে ফসল ঘরে তুলতে ৬১ জেলায় ৫০ একর করে বোরো চাষ হয়েছে।
- কৃষকের উৎপাদিত ধান বিক্রয়ের সুবিধার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ২৬৭৩টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

সারজাতীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদারকরণ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে 'সার আমদানি ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ৩২০টি, 'সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ৫টি, 'সার সংরক্ষণ, বিতরণ/বিপণন নিবন্ধন' ১৫৭টি প্রদান করা হয়েছে।
- দেশে উৎপাদিত জৈব সার বাজারজাতকরণে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন করা হয়েছে।
- ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জৈবসার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার জনপ্রিয়করণ

- কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট/ট্রাইকো কম্পোস্ট/ সবুজ সার স্থাপিত ৮ লক্ষটি।
- কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট/ ট্রাইকো কম্পোস্ট/ সবুজ সার উৎপাদন ১৪.৩ লক্ষ মে.টন।

উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৭৭৭৯৪৯টি ফলের চারা, ৯৫৭০২১টি ফলের কলম, ৩৮৬৭৬৩টি মসলার চারা, ৩২২০০৬৯ টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৭১৩০৩টি ঔষধি চারা, ৩০৮৩৯ টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে ১১৫৪০ কেজি।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৬,১৭,২১,৪৫৭ টাকা।
- বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১১০০০টি মিশ্রফল বাগান, ৪৫০০টি বাণিজ্যিক ফল বাগান, ১৭০০০টি বসতবাড়ি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।
- সারাদেশে নারিকেল, তাল ও খেজুর চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। এরই মধ্যে ৭ লাখ খাটো জাতের নারিকেল চারা, ৩০ লাখ তালের চারা, ১০ হাজার খেজুরের চারা রোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত ও বিদেশী ফল চাষে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রম

- ২০২০-২১ অর্থ বছরে ব্রি হাইব্রিড-২: ৭৪৪ হে., ব্রি হাইব্রিড-৪: ৪২৬ হে., ব্রি হাইব্রিড-৬: ৯২ হে., ব্রি হাইব্রিড-৫০: ৮১০ হে., ব্রি ধান-৫১: ২২৭৫০০ হে., ব্রি ধান-৫২: ৩০১১৩১ হে., ব্রি ধান-৬২: ১৫২৩০ হে., ব্রি ধান-৬৪: ৫০ হে., ব্রি ধান-৭০: ৯৮২ হে., ব্রি ধান-৯২: ২১৫১১৪ হে., ব্রি ধান-৯৪: ৩৪৩ হে., ব্রি ধান-৮১: ৫৫ হে., ব্রি ধান-৮৯১: ৩৫ হে., জমিতে আবাদ হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- গমের তাপ সহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত বারি গম-২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছাদবাগান স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন সহায়তা বা ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ মেয়াদে ৩০২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ ক্যাটাগরিতে ৫১৩০০টি কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে।
- সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ৭০% এবং সারা দেশে ৫০ % ভর্তুকি মূল্যে ২২১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৩৬৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ২৪০টি রিপার ও ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণ করা হয়েছে।

বিনা মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

- রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হ্যান্ড স্প্রেয়ার- ৫০০টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার- ৫০০টি, ফুট পাম্প- ৫০০টি, উইডার- ৫০০টি, ট্রান্সপ্লান্টার- ৪০০টি, রিপার- ৫০০টি, পাওয়ার থ্রেসার- ২১২০টি, উইনোয়ার- ৬০টি, গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার- ১২০টি।

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩৫৬টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বালাইনাশক রেজিষ্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৪,৮৬,৬২,১৫৭/- রাজস্ব আয় হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদপত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি আয় ৮,১৩,৬৪,৮২৩ ও রপ্তানি আয় হয়েছে ১,৪৩,১৬,২৮৫/-, মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় ৯,৫৬,৮১,১০৮ টাকা।
- জোরদারকরণকৃত উদ্ভিদ কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম (আইপি/আরও/ ফিউমিগেশন) ১০১৫০০টি।

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

- বিভিন্ন প্রকল্প এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে।
- প্রকল্পের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ জন এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ১,০৫,০৫,৩৬৬টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯৮,৭৫,৭৩৯টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৯,৬২৭টি। বর্তমানে সচল ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯৪,০৫,৫৫১টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৮৮,২৮,৬৯২টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৫,৭৬,৮৫৯টি ।

ই-কৃষি সম্প্রসারণ

- কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবাসমূহ (লক্ষণ দেখে রোগ বালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইন সার সুপারিশ, কৃষি কল সেন্টার) কৃষককে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষকবন্ধু' ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে।
- মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত- ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ।

কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা প্রদান

- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক গ্রুপ/ক্লাব গঠন ২১০০টি।
- ওয়ান স্টপ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকল্পে কৃষক সংগঠন তৈরি ৫০০টি।
- কৃষি বিষয়ক এপস ব্যবহারে মোট ১০ লক্ষ কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ।
- কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক ক্ষুদে বার্তা প্রদান ৩০০০০টি।

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

- ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার বা ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট ক্যানভাসে সোনালি ও গাঢ় বেগুনি রং এর ধান গাছ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি যা গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অফিসিয়ালি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
- মুজিব শতবর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম ও পরিচ্ছন্ন শহর' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ।
- 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার কৃষি হবে দুর্বার শিরোনামের ভিডিওটি ডিএই এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে এবং ডিএইর আওতাধীন কার্যালয়সমূহের ওয়েব পোর্টালের ইউটিউব গ্যালারিতে ভিডিওর আপলোড করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬৪টি নিরাপদ কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টি।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি উৎসব হয়েছে ৬৭২টি।

অন্যান্য কার্যক্রম

- ভার্মিকম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট ও কম্পোস্ট পিট, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ছাদবাগান, বীজ সংরক্ষণ ও বিপণন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে মোট ৪৫০০ এসএমই চালু রয়েছে; প্রতি এসএমই ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যার মধ্যে ১ জন নারী সদস্য আবশ্যক করা হয়েছে।
- মহামারি করোনাকালিন হাওর অঞ্চলে শ্রমিক সংকট নিরসনে উত্তরবঙ্গসহ দেশের অন্য অঞ্চল থেকে নির্বিঘ্নে শ্রমিক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু মাত্র হাওর ভুক্ত ৭ জেলাতেই বহিরাগত শ্রমিক আনা হয়েছে প্রায় ৫০.০০০ হাজার জন (৪৯১০৮) জন। প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে শ্রমিক যাতায়াত ও অবস্থানের সুব্যবস্থার জন্য তৎপর ছিল।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে আমের সঠিক মূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভাগ ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন এবং ডাক বিভাগের পরিবহণ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আম পরিবহনের জন্য কুরিয়ার সার্ভিসকে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জেলাসমূহের বড় পাইকারী আম বাজারে আড়তদার, ক্রেতা/বিক্রেতাগণের যেন কোন সমস্যা না হয় সে জন্য সর্বাত্তক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিক মূল্য পাওয়ার জন্য আমের বড়, মাঝারি ও ছোট শ্রেণিবিন্যাস করণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন' এবং 'নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল

খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদান' স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা ও তদারকি এবং উপজেলা কৃষি অফিসসমূহের করনীয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি কাজে নিয়োজিত সকল ধরনের কৃষককে সহজ শর্তে ডাল, তেল, মসলা ও ভুট্টাসহ ১২৪টি শষ্যের ওপর ৪% হারে কৃষি ঋণ দেয়া হচ্ছে।

- কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-নথি বাস্তবায়ন ও ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তির সংখ্যা মোট ৯০টি।
- উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমে আলুসহ অন্যান্য সবজি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ফলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম পেয়েছে।
- করোনাকালীন পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে ফলে শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল দূরবর্তী বাজারসমূহে বাজারজাতকরণ নিশ্চিত হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে 'হিটশক' এর মতো একটা আকস্মিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয় বোরো ফসল। ৬টি জেলায় 'হিটশক' ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়ো হাওয়া বা শিলাবৃষ্টিতে ফসল আক্রান্ত হয়। ফসলের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয় ৬টি জেলায় (কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ। উক্ত ৬টি জেলার (২৯টি উপজেলা) ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ১০৫ জন কৃষককে জনপ্রতি ২৫০০ টকা করে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমূখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষি পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, কন্দাল ফসলের উন্নয়ন, আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরিকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আরএডিপিভুক্ত ৩০টি প্রকল্প এবং আরএডিপি বহির্ভুত ২টি প্রকল্পসহ মোট ৩২ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ টি প্রকল্পের মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ৯৯৩.০০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৭৪.২৫ কোটি টাকা। যা মোট বরাদ্দের ৯৮%। এছাড়া আরএডিপি বহির্ভূত ২টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১২.২২ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট ব্যয় ১২.১৬ কোটি টাকা।

১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম,আলু, টমেটো ও কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সিআইজি গঠন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্পন্ন ফলের চারা/কলম উৎপাদন। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা: ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।
২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৫৮৪৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৫৫৭৪.০৪ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস- ১৪৯২টি, এক্সপোজার ভিজিট- ২৭০ জন, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৮৫৪৫০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১৮০০ জন, প্রদর্শনী স্থাপন- ৯৪৫৪ টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ- ৮টি, উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ-৩টি।

২। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, ১০৬টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও ২০টি ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২২।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩১৪২৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশের সকল জেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৭২২৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৭১৩০.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮৮৪ ব্যাচ, কর্মশালা- ৪টি, মাঠ দিবস- ২১২টি, খামার প্রদর্শনী-৭১২টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, অনাবাসিক ভবন সমূহ- ১২৬টি, আসবাবপত্র-৩৭৩৫টি, অফিস সরঞ্জামাদি-১৭৩টি।

৩। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সেবা ও মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শ্রেণির কৃষক পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রকল্প কার্যক্রমে ৩০% মহিলা সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৭৯৮.৭৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলা ও ৩১ টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৯৮৭.০২ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৮৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, মাঠ দিবস-২০০টি, কৃষি মেলা- ১৪টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১টি, প্রদর্শনী- ২৭৯০টি , মধ্যবর্তী মূল্যায়ন-১টি।

৪। নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বিদ্যমান বাড়ির ছাদ, স্কুল কলেজ প্রাঙ্গণের অনাবাদি জায়গা এবং সহজলভ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার এর মাধ্যমে নগর কৃষি উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সবুজায়ন, সর্বোপরি নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৩০.১৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ঢাকা জেলার ৬টি মেট্রোপলিটান কৃষি অফিস ৬টি ও সাভার পৌরসভা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২৫২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২৫০.১১২ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৯ ব্যাচ, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ-৭ ব্যাচ, প্রদর্শনী-৩৬৮টি, কম্পিউটার ক্রয়-১টি, ভিডিও ক্যামেরা ক্রয়-১টি।

৫। গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত শস্য জাত, মানসম্পন্ন বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ফসলের গড় ফলন পার্থক্য হ্রাস, আয়বর্ধক কাজে ৫% মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৩৪০.৭৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ১৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ১৩৩৩.৭৪৫ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-২২২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৩ ব্যাচ, প্রদর্শণী- ৫৩৯৪টি, মাঠ দিবস-৫৩৩টি, ফটোকপিয়ার- ১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-২২ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা-১টি।

৬। ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, ডিএই অংগ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।
প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/২০
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬২৭.৬৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা: ৪টি জেলার ২৫টি উপজেলা।
২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২৩.৭৪৭ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী স্থাপন- ২২ টি, কৃষক মাঠ স্কুল-৪টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ-৪টি ।

৭। নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নিরাপদ উদ্যান ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২০
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৩৬০.৯৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা: ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা।
২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৬৬৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৬৫০.৮৯০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-১৩৪৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী-২৬৪৮টি, মাঠ দিবস-২৫০টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৫২টি।

৮। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রমাণিত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাঠ পর্যায়ের কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৯৪৩.১৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা: ৫টি জেলার সকল উপজেলা।
২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ১৯৯৭.৭৫০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী-১৬২৯৬টি, মাঠ দিবস-৩৩৫টি, পরিকল্পনা কর্মশালা-১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-১০ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩২২ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ।

৯। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৪- ডিসেম্বর/২০।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৫৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৫৭.৮৩ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ইনসেপশন ওয়ার্কশপ-১টি,

১০। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলাসহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। দেশীয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাব ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা, নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৫- জুন/২৩।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬০২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৬৭৭৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৬৭৬৭.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ-৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-১১১৭ ব্যাচ, প্রদর্শনী-২২৫৭টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ১৭ ব্যাচ।

১১। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ, উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামিণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা। উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশ গ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র হ্রাস। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৭ -জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৪৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৪৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বীজ প্রত্যয়ন- ৪৪৮৮টি, মাঠ দিবস- ৪৬০০টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৬৪টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৪টি, ফলোআপ বিশ্লেষণ-৬৪টি, বীজ সংরক্ষণ পাত্র- ৫৭৮০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৯৩ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৯৩ ব্যাচ, খামার প্রদর্শনী (মসুর)-১২৫০ টি, মুগ-১২০০টি, মাসকলাই-৭৫০টি, খেসারি-৭৫০টি, ফেলন-৩০০টি, অড়হড়-৫টি, সরিষা-৩১৫০টি, তিল-৬০০টি, সয়াবিন-১৫০টি, সূর্যমুখী-১৫টি, চীনাবাদাম-২০০টি, পেঁয়াজ-২০০টি, রসুন-২৫০টি, হলুদ-১০০টি, মরিচ-১০০টি, আদা-১০০টি, ধনিয়া-১০০টি, কালোজিরা-১০০টি।

১২। সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূ-উপরিস্থ পানির নূন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামিণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৪১টি জেলার ১০০টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৭৭৪.৩০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: সোলার সেচ প্রদর্শনী-১২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৯৮ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-১০ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১০৪টি, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা-৯২টি।

১৩। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমূখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ২৪ টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৬২৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৬২৮.৭৪ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-১৩৮ ব্যাচ, উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-১১৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ, মাঠ দিবস-৯৫টি, উদ্বুদ্ধকরণ সফর (কৃষক)- ৩২ ব্যাচ, ভাসমান বেডে মসলা প্রদর্শনী-১০১১টি, লতা জাতীয় সবজি প্রদর্শনী-১০৩১টি, লতাবিহীন সবজি প্রদর্শনী-১৩২০টি।

১৪। বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শণীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

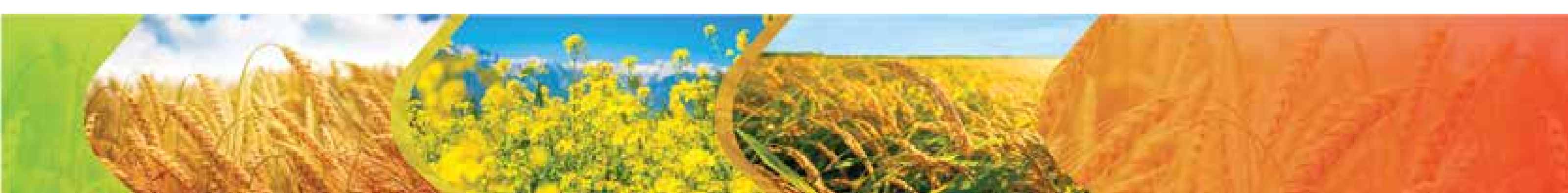

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২১১.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২০৯.২১৫৪৪ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ব্লক প্রদর্শনী-১০৭টি, সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ- ৩০০০, কুমড়া জাতীয় ফসলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্র্যাপ- ১৬০০০, ফলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্র্যাপ- ৪৪০০, সেক্স ফেরোমন লিউর- ৩০০০০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৭৭ ব্যাচ, মাঠ দিবস-২০টি।

১৫। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন করা। কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় তৈরি বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই১৬-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: **১১৯১৮.০৮** লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ৪৮৭ টি উপজেলা, ৪০৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: **১১১০.০০** লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় প্রশিক্ষণ-৫৩০ ব্যাচ, জাতীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপ - **১৫**টি,

১৬। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্রও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/**১৯**-জুন/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: **১১৭০০.০০** লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২৯১৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২৬৮৬.৯৬ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উন্নয়ন কর্মশালা-২টি, আইএফএস বাস্তবায়ন-৯৪০টি, প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ-৩ ব্যাচ, এক্সচেঞ্জ ভিজিট-২০টি।

১৭। বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলনের তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ১৯৭৬.৪৬ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা-১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৩১৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-২০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, প্রদর্শনী-৯৪৫টি।

১৮। পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: অক্টোবর/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৭৬১টি জেলার ৩১৭টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৪০৫৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৪০৫৪.০৯ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৩ ব্যাচ, কৃষক মাঠ স্কুল-৩১৭টি, রিভিউ ও প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ-৬ ব্যাচ,

১৯। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস (এস এ সি পি) প্রজেক্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০৯১৫.১২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৪৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৪৫৯৭.৬১ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী-৩৭৫০টি, মাঠ দিবস- ৬২০টি, কর্মশালা-৬টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-১৯১০ জন, পিআরএ-৩৫০০টি।

২০। রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: রংপুর বিভাগে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: রংপুর বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৪৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৪৮২২.৯৬ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক গ্রুপ ফরমেশন-১৫০০টি, টিওটি প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, পরিকল্পনা কর্মশালা-১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৮৬০ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কৃষক)-৮ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কর্মকর্তা)-৩, মটিভেশনাল ট্যুর (এসএএও)-৩ ব্যাচ, যন্ত্রপাতি ক্রয়- ৫২০০টি।

২১। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমাধারী জনবল তৈরি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৮- জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৭৫৭.৪৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৫৪২২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৫২৩৩.৮৭ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-১৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৭৯ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১৬ ব্যাচ, নার্সারি সম্প্রসারণ-৬টি, আবাসন মেরামত-১৪২টি, প্রাচীর নির্মাণ- ৩৯০৬ রা. মিটার, ভূমি ও খামার উন্নয়ন-৮৯৯৩ ঘনমিটার, ল্যাপটপ ক্রয়-১৮টি, জেনারেটর ক্রয়-১৬টি।

২২। লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকায় লেবু জাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, লেবু জাতীয় ফলের মাতৃবাগান স্থাপন, প্রকল্প এলাকায় মহিলা কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকরণ, প্রকল্প এলাকার বাহিরের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: মার্চ/১৯-ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৬৪৩.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২৯১২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২৯০৯.২৭ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক কর্মশালা-৭টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, প্রদর্শনী-১৬৬৭০টি, মাঠ দিবস-১২৩ টি, নার্সারি যন্ত্রপাতি-৪৫০০০টি, ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন-৪০টি।

২৩। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: সঠিক সময়ে সঠিক মূল্যে সঠিক জাতের উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন ধান, গম ও পাট বীজ চাষি পর্যায়ে উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। চাষি পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক লাগসই নুতন জাত সম্প্রসারণ করা। উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: ফেব্রুয়ারি/১৯- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯১৩৭.৫৩৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬১টি জেলার ৪৬৭টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৯৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৯৮৯৭.৫৪৫৮ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক কর্মশালা-১৩টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৮৩৭০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪০ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-১৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী (বোরো ধান)-৩০৫০টি, আউশ ধান-১৪০০টি, গম-৭০০টি, নাবী পাট-৩৭০টি, মাঠ দিবস- ৮৩৭টি, কোকুন- ৩৬০০টি, ড্রায়ার-৫৫০টি, গ্রেডার- ৪০০০টি, বস্তা সেলাই যন্ত্র-২৬৪০টি, মাপার যন্ত্র-২৬৪০টি, ময়েশ্চার মিটার- ২০০০টি।

২৪। কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, ওলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৯- জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৬৩১.৮৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬০টি জেলার ১৫০টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৩৪৮৭.১৪৪ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-২০৪১ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-৩২ ব্যাচ, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ, প্রদর্শনী (আলু)- ৪৫০টি, মিষ্টি আলু-৮৫০টি, গাছ আলু-৭০০টি, কাসাভা-৩০০টি, মুখীকচু-১৪০০টি, পানিকচু-১৫৩৭টি, ওলকচু-৭৬১টি, লতিকচু-১১১৮টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-৮টি, মাঠ দিবস-৮২৭টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-১৫০টি।

২৫। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকায় শস্য নিবিড়তার হার ২৩৭% হতে ২৪২% এ উন্নীতকরণ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ফসলের উৎপাদন ১০-১৫% বৃদ্ধিকরণ; তন্মধ্যে ধান-১২%, গম-১০%, ভুট্টা-১০%, ডাল ফসল-১২%, তেল ফসল-১২%, মসলা -১৩%, সবজি-১৫% এবং ফল-১৪%। প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা। কৃষকদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ব্যয় কমানো।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২০-ডিসেম্বর/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৭২৮.৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ১৯৪১.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ১৯৪১.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ-৫৬২ ব্যাচ, জেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ-১৬ ব্যাচ এএএও প্রশিক্ষণ-৩২ ব্যাচ, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ-২ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী (ধান)- ৭৭৪টি, গম-২০১টি, ভুট্টা-৪০২টি, ফল-৪২৪টি, তেল জাতীয় ফসল-১৩৪টি, ডাল জাতীয় ফসল-১৩৪টি, মসলা জাতীয় ফসল-২৯২টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-২টি।

২৬। সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০%- ১৫% অপচয় রোধ এবং চাষাবাদে ৫০% সময় ও ২০% অর্থ সাশ্রয় করা। সমন্বিতভাবে সমজাতীয় ফসল চাষাবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/২০-জুন/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০২০০৬.৮৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২২৭০৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২২১৯৪.৬০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে কম্বাইন হারভেস্টর-**১৩৬৯**টি, রিপার-**২৪০**টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার-২২টি।

২৭। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮% থেকে ২-৩% বৃদ্ধি। বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা **১২**,৮৯,৬৯৪ হেক্টর থেকে ২-৩% বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/২০-জুন/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: **১**২৩৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৬টি জেলার ৬০টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৪৬৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৪৬৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৬০ ব্যাচ, ক্ষুদ্রণৃগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ-৩০ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-**১** ব্যাচ, প্রদর্শনী (ধান)-৩৫০টি, গম, ভুট্টা, কাউন-৬০টি, পাট-৫০টি, ডাল ফসল-৬০টি, পিঁয়াজ-**১**০০টি, রসুন-৫০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-**১**টি, অবহিতকরণ কর্মশালা-**১**২টি, কৃষক গ্রুপ গঠন-**১**৪০টি, মাঠ দিবস-**১**৬**১**টি, ল্যাপটপ ক্রয়-**১**টি, কম্পিউটার ক্রয়-২টি।

২৮। তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: তেল জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদি তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের আবাদি এলাকা ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর থেকে **১**৫-২০% বৃদ্ধি করা। বিএআরআই ও বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত তেল ফসলের আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং মৌচাষ অন্তর্ভুক্ত করে তেলজাতীয় ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন **১**৫-২০% বৃদ্ধি করা। ব্লক ভিত্তিক কৃষক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ এবং টেকসই করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/২০-জুন/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২২২১৬.৮৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৫৩২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৫৩২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৬৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৩০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা-৮টি।

২৯। ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, ওলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২০-ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ১৫টি জেলার ২৩টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২৭ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ-১টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, কর্মশালা-১টি, কম্পিউটার ক্রয়-২টি, ল্যাপটপ ক্রয়-১টি, ফটোকপিয়ার ক্রয়-১টি।

৩০। ইউনিয়র পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকদের দোরগোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এসএএওদের জন্য ২৪টি অফিস কাম রেসিডেন্স, ইনপুট সোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ। অফিস চত্ত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরি আশ্রয় সুবিধা প্রদান।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জুলাই/১৬- জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৬১২.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ২১টি জেলার ২৪টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ৯৪২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৯২৯.৫১ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মধ্যবর্তী মূল্যায়ন-১টি, যন্ত্রপাতি ক্রয়-১৩১টি, কম্পিউটার ক্রয়-১০১টি, অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়-১৫টি, আসবাবপত্র ক্রয়-২৫০টি, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি-২৪০টি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম-২৪০টি, কৃষি যন্ত্রপাতি-৩৮৪টি, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম-১৪৪টি, কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ-২৪টি, অভ্যন্তরীণ কালভার্ট-২টি, খুঁটি ও এরিয়ের-২৪টি।

আরএডিপি বহির্ভূত প্রকল্প

১। অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনাবাদি পতিত ও অব্যবহৃত বসতবাড়ি চাষের আওতায় আনা, বছরব্যাপী ৫০৩১৬০টি কৃষক পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন, ১৭৭১২০ জন কৃষক-কৃষাণি এবং ৫৭৬০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২১-ডিসেম্বর/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৬০টি জেলার ৪৯২টি উপজেলা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৯৯৪২.৭০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪৯২ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-২৯ ব্যাচ, পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপন- ৮৩৬৪টি, স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে কচু জাতীয় সবজি উৎপাদন-১৪৭৬টি, ছায়াযুক্ত জমিতে আদা/হলুদ উৎপাদন-১৪৭৬টি, ইনশেপসন ওয়ার্কশপ-১টি, লেজার কালার প্রিন্টার-১টি, ফটোকপিয়ার-১টি, এয়ার কন্ডিশনার-২টি।

২। কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কাজুবাদাম ও কফির জাত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান উৎপাদন এলাকা ২০০০ হেক্টর হতে ৬০০০ হেক্টর বৃদ্ধি করা, উৎপাদিত কাজুবাদাম ও কফির দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করা, প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি উন্নয়ন সহায়তা করা, পাহাড়ি এলাকায় পতিত জমি কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজিতে আগ্রহী ও অগ্রগন্য কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত কাজুবাদাম ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২১- ডিসেম্বর/২৫

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: ৭টি বিভাগের ১৯ জেলার ৬৬ উপজেলা ও ৩০ টি হর্টিকালচার সেন্টার।

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ২২২.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ২২১.৮০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-১৩২ ব্যাচ, কাজুবাদাম জাত প্রদর্শনী-১৫০টি, কফি জাত প্রদর্শনী-১৫০টি, কম্পিউটার-২টি, ফটোকপিয়ার-১টি, মাল্টিমিডিয়া-৪টি, জাতীয় সেমিনার-২টি।

চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৬টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১৩.৬০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১৩.২৩ কোটি লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭.২৩%। কর্মসূচিগুলো হলো-

১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুমসমূহের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এর মাধ্যমে রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি অঞ্চলের কন্ট্রোল রুম সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা, রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সঠিক ও বাস্তবসম্মত রিপোর্ট।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: জুলাই/২০-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫৩.১৬ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৩১৯.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৩১৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন-২টি।

২। বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি (আতা, শরিফা, বিলিম্বি, করমচা, গাব, বিলাতী গাব, বিচিকলা, গোলাপজাম, ডেওয়া, আঁশফল, জামরুল, বেল, কদবেল, চালতা, তিতিজাম ইত্যাদি)।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: কর্মসূচি এলাকায় অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় নতুন মিশ্র ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতসহ বিলুপ্তপ্রায় ফল গাছ সংরক্ষণ করে ভিশন ২০২৩১ ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: জুলাই/২০-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫১.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১৬.৩৬ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ১৬.৩৬ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

৩। ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এসব উদ্ভিদের ভেষজগুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-১০০ব্যাচ, মাতৃবাগান স্থাপন (ঘৃতকুমারী-৮০টি, অশ্বগন্ধা-৭৫টি, অর্জুন-৫০টি, তুলসি-৭৫টি, বাসকপাতা-৭৫টি) ।

৪। কাশিয়ানী মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: উদ্যান ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জেনেটিক বেইজ তৈরি করা, মানসম্পন্ন চারা-কলম কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে বিতরণ, নার্সারি চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি উন্নয়ন।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: জুলাই/১৯-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬২৮.৫৮ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৫৬৮.০৮ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৫৬৭.০৩৯ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আবাসিক ভবন নির্মাণ- ১৬০ ব. মি., চাষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডরমেটরি সম্প্রসারণ- ৮৫০ ব. মি., মালামাল রাখার গোডাউন নির্মাণ- ২০ ব. মি., গার্ডরুম নির্মাণ- ৬ ব. মি., নিষ্কাশন নালা নির্মাণ-৬০০ রানিং মি., চারা- কলম উৎপাদন/ বিতরণ- ১৬৫০০টি, ভূমি উন্নয়ন- ৭০০০ ঘ.মি. ।

৫। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: কর্মসূচি এলাকায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: জুলাই/১৯-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১২৩.২৫ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ১২৩.২৫ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ -১৩২ ব্যাচ, প্রদর্শনী-২৬৩টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-১টি।

৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের লাইব্রেরি সংস্কার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য: নিরাপদ ও মান সম্পন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কর্মীসহ সকল শ্রেণির মানুষের জন্য তা সহজলভ্য করা, ডাটাবেজ, আর্কাইভস এবং ডকুমেন্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল: জুলাই/১৯-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৪৬৪.২৩ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়: ৪৬৪.২৩ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ইন্টারনাল ডেকোরেশন-১টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার-৬টি, বুক ট্রলি-৬টি, ভ্যাকুম ক্লিনার-১৬টি, এয়ার কুলার-২১টি, সিলিং ফ্যান-২০টি।

ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট সংক্রান্ত তথ্য

বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রামত সমন্বিত প্রতিবেদন
অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয়

ব্যয়-১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১৪৩ কৃষি মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তর/পরিদপ্তর: ১৪৩০২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২০-২১	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রধান কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৩৬০৮১	২২৬১০৬	২৫৯৮৫৬	৩২৫৩৪৪	১০৪৭৩৮৭	
	প্রকৃত	২১৬৯৩৩	১৭৫১৬৩	১৭৫৩৩৯	১৮৬৯৪৫	৭৫৪৩৮০	১
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫০৬০৬	৫২৭৭৭	৫১৯২১	৬৬৬৫১	২২১৯৫৫	
	প্রকৃত	৪৪৮৪৬	৩৮৫৮৭	৩৪২৭৪	৪২৫০৫	১৬০২১২	১
উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৬০৯৮৪	২৫৪৬১৫	২৭২৭৬৮	৩৩১৬২০	১১১৯৯৮৭	
	প্রকৃত	২২৫৭২৫	১৬০৮৬৮	১৬০৫৭৬	২০০১২২	৭৪৭২৯১	১
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যলয়সমূহ অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩১৫৩৪৯৪	২৯৫১৭১৭	২৮৮৫০৯৪	৩৪১১৪৬১	১২৪০১৭৬৬	
	প্রকৃত	২৯৫৩৭৯৯	২১৬২৫১০	২০৭২৭৮৭	১৭৯৯৫৬৫	৮৯৮৮৬৬১	১
মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫২৬২১	৪৭৩৭৬	৪৭৫২৭	৫৬৬৫৫	২০৪১৭৯	
	প্রকৃত	৪৯৬৬৯	৩৫৮৩১	৩৪৪৭৯	২৯৮৯৭	১৪৯৮৭৬	১
হর্টিকালচার সেন্টার সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৯৫৫৩৬	২১১৯২৪	২১০৮৯০	২৪৯২২৬	৮৬৭৫৭৬	
	প্রকৃত	১৯০৪৭৩	১৮৬৭৫৯	১৪৯৭৫১	১৮০২১৯	৭০৭২০২	১
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩১৯৬৩	৩৪০৯৪	৩৫২৬৬	৬১৫৪০	১৬২৮৬৩	
	প্রকৃত	২৫	৩৩৫	১৮৪	১০৩৬	১২৪৩৯৩	১
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৪৬২৮৪	১৩৪২৮৮	১৩৪৫২১	১৬৫২১৪	৫৮০৩০৭	
	প্রকৃত	১১৯০৪৩	৮৯০১৯	৯১৩৯৯	১০০১৩৩	৩৯৯৫৯৪	১

বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রামত সমন্বিত প্রতিবেদন
অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তর/পরিদপ্তর : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২০-২১	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সর্বমোট :	লক্ষ্যমাত্রা	৪১২৭৫৬৯	৩৯১২৮৯৭	৩৮৯৭৮৪৩	৪৬৬৭৭১১	১৬৬০৬০২০	
	প্রকৃত	৩৮০০৫১৩	২৮৪৯০৭২	২৭১৮৭৮৯	২৫৪০৪২২	১২০৩১৬০৯	১

জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় শুদ্ধাচারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯টি সংস্থার মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে।

ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ২০২০-২১ সালে বোরো ধান ফসলের অর্জিত আবাদের পরিমাণ ৪৮.৮৩৭ লক্ষ হেক্টর যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.৭৮৫ লক্ষ হেক্টর বেশি। সে অনুযায়ী উৎপাদিত বোরো চালের পরিমাণ ২০৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- ২০২০-২১ সালে পেঁয়াজ ফসলের অর্জিত আবাদের পরিমাণ ২.৫৩৩ হেক্টর যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.০৩৪ লক্ষ হেক্টর বেশি এবং ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ০.১৫৭ লক্ষ হেক্টর বেশি। সে অনুযায়ী উৎপাদিত পেঁয়াজের পরিমাণ ৩৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি এবং ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ৮.০১৭ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- ২০২০-২১ সালে সূর্যমুখী ফসলের অর্জিত আবাদের পরিমাণ ০.১৫৪ লক্ষ হেক্টর যা ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ০.১২৭ লক্ষ হেক্টর বেশি। সে অনুযায়ী উৎপাদিত সূর্যমুখী পরিমাণ ০.২৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ০.১৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- ২০২০-২১ সালে ভুট্টা ফসলের অর্জিত আবাদের পরিমাণ ৪.৬৮০ লক্ষ হেক্টর যা ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ০.১১৬ লক্ষ হেক্টর বেশি। সে অনুযায়ী উৎপাদিত ভুট্টার পরিমাণ ৪৯.২১৯ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ২.০০৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- সফলভাবে নিরাপদে বোরো ধান কর্তন সম্পন্ন করার জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যেমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩৬৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ২৪০টি রিপার ও ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণ করা হয়েছে হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ৭০% এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৫০% ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- মহামারি করোনাকালিন হাওর অঞ্চলে শ্রমিক সংকট নিরসনে উত্তরবঙ্গসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে নির্বিঘ্নে শ্রমিক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধুমাত্র হাওরভুক্ত ৭ জেলাতেই বহিরাগত শ্রমিক আনা হয়েছে প্রায় ৫০.০০০ হাজার জন (৪৯,১০৮) জন। প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা জেলা হতে শ্রমিক যাতায়াত ও অবস্থানের সুব্যবস্থার জন্য তৎপর ছিল।

ঞ) উপসংহার

দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর', 'কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ', 'নিরাপদ ফসল উৎপাদন', 'কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ' ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক টাঙ্গাইলে সমলয়ে চাষাবাদ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার মুশুদ্ধি ইউনিয়নে বোরো ধান (ব্রি ধান-৯২) কর্তন উৎসব সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক রাউজান, হাটহাজারীতে আম প্রদর্শনী পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয় কর্তৃক সবজি প্রদর্শনী পরিদর্শন

হবিগঞ্জ জেলার বনিয়াচং উপজেলায় কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধান কর্তন

কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার মিত্রডাঙ্গা গ্রামে ভাসমান বেডে হলুদের চাষাবাদ

নগর কৃষি প্রকল্পের আওতায় ছাদ বাগান প্রদর্শনী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় নমুনা শস্য কর্তন

রাজশাহী অঞ্চলে সমলয়ে বোরো ধান ব্লক প্রদর্শনী

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী সংস্থা। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ক. প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট : কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশবলে 'ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি)' প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)' নামে পরিচিত ।

রূপকল্প (vision)

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি;
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:
১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার;
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ এবং
৪.গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৩. উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ;
৫. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
৬. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
৭. খাল-নালা পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি;
৮. ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৯. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মত নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ;
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃজনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
১১. কৃষির উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কার্যক্রম পরিচালনা।

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১	০	
২	গ্রেড ২	২০	১৩	৭	
৩	গ্রেড ৩	৭	৭	০	
৪	গ্রেড ৪	১০৭	১০৫	২	
৫	গ্রেড ৫	২৫০	২২৪	২৬	
৬	গ্রেড ৬	৬০	৬০	০	
৭	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯	গ্রেড ৯	৩৮৯	২৯০	৯৯	
১০	গ্রেড ১০	৮৬৯	৭৬৪	১০৫	
১১	গ্রেড ১১	৯৯২	২৭২	৭২০	
১২	গ্রেড ১২	৭৮৮	২৪৭	৫৪১	
১৩	গ্রেড ১৩	৫৩৫	৪২৩	১১২	
১৪	গ্রেড ১৪	৯৮৮	৩৫৩	৬৩৫	
১৫	গ্রেড ১৫	৬৭	১১	৫৬	
১৬	গ্রেড ১৬	১৩	৩	১০	
১৭	গ্রেড ১৭	১৮	১১	৭	
১৮	গ্রেড ১৮	০	০	০	
১৯	গ্রেড ১৯	১৬৯৬	৩৫৯	১৩৩৭	
২০	গ্রেড ২০	০	০	০	
	মোট =	৬৮০০	৩১৪৩	৩৬৫৭	

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪১ জন	-	৮২১	৫৩	৯১৫ জন	
২	গ্রেড ১০	৪৫ জন	-	৪৬৭	৩	৫১৫ জন	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৭৬৩	৬	৭৬৯ জন	
	মোট =	৮৬ জন	-	২০৫১	৬২	২১৯৯ জন	

ছক-২: (খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	০৭	০২	-	০৯	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	০৭	০২	-	০৯	

ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	-	-	-	

ছক-৩ ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

(মে.টন)

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ)	২০২০-২১ অর্থবছরের উৎপাদন	২০২০-২১ অর্থবছরের বিতরণ	মন্তব্য
১.	আউশ	৪৬০৫	৪৫৭৬.৭৭	৪৬০০.৯৫	
২.	আমন	২৫২৫০	২৩৩৪৩.২১	২০৩৩৫.৩৫	
৩.	বোরো	৫৬৫৩২	৬৪০৯৯.৮৬	৫৯৬৭২.৫১	
৪.	বোরো হাইব্রিড	৯০০	১৩৪৪.২৫	১৬৫৭.৬৪	
	মোট ধান বীজ =	**৮৭,২৮৭**	**৯৩,৩৬৪.০৯**	**৮৬,২৬৬.৪৫**	
৫.	গম	১৬০০০	১৬২২৭.৮২	১৪৭৬১.৭১	
৬.	ভুট্টা	৮৮	৫২.০৫১	৫৬৬.৪৮	আমদানিসহ
	মোট দানাশস্য বীজ =	**১,০৩,৩৭৫**	**১,০৯,৬৪৩.৯৬**	**১,০১,৫৯৪.৬৪**	
৭.	আলু বীজ	৩৭৪৪০	৩৫১৪৭.৬২	৩২৪৭৫.৬৫	
৮.	ডাল বীজ	১৮২০	১৮০৭.১৩	২০২৯.২৫	
৯.	তেল বীজ	১৬৯০	১৪২৬.৬৯	১৬২১.১৫	
১০.	পাট বীজ	৯৬০	৭৩৫.৭৯	৫৯১.৫৯	
১১.	সবজি বীজ	১০০	৮৭.৭০	১০২.৪৩	
১২.	মসলা বীজ	১১৫	১৫৩.৫৯	১৫৭.৯৪	
	সর্বমোট =	১,৪৫,৫০০	**১,৪৯,০০২.৫১**	১,৩৮,৫৭২.৬৫	

➢ সার আমদানি ও বিতরণ বিষয়ক তথ্য

লক্ষ মে.টন

ক্র. নং	সারের নাম	আমদানি	সরবরাহ	মন্তব্য
১	টিএসপি	৩.৮৬	৪.২৭	
২	এমওপি	৪.১৬	৫.২৭	
৩	ডিএপি	৬.৮৯	৬.১২	
	মোট=	১৪.৯১	১৫.৬৬	

➢ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২০-২১)	মন্তব্য
১	সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ	হেক্টর	২৭,১০০	
২	খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৮৫০	
৩	ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন	কি.মি.	৭১০	
৪	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৪১৩	
৫	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০২	
৬	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০১	
৭	সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্র স্থাপন	সংখ্যা	৮৪	
৮	সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল	সংখ্যা	৩৫	
৯	সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	২৫০	
১০	সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৪৩৩	
১১	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	১১	
১২	ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট	সংখ্যা	৩১	

বিএডিসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

কোটি টাকায়

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২০-২১)	মন্তব্য
২৬	৮২৪.৮৪	৮১০.৮১	৮০৯.১৫	৯৮.১০%

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প;

২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় স্থাপিত খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং গুণগত মানসম্পন্ন ডাল, তৈল ও অন্যান্য বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে চর এলাকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- সুবর্ণচরে স্থাপিত খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ডাল ও তৈলবীজ ফসলের উচ্চফলনশীল জাতসমূহের ৫০০ মে. টন মানসম্মত বীজ উৎপাদনসহ অন্যান্য ফসলের ৭১০ মে. টন বীজ ২০২৪ সালের মধ্যে উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, এনজিও কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ১৮০০ জনকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
- খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষিবাণিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

১.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ১৩টি উপজেলা।

১.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: এপ্রিল ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
১.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৪০১৪.৩১ লক্ষ টাকা
১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮৯০.০০ লক্ষ টাকা
১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮৯০.০০ লক্ষ টাকা
১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৮৯০.০০ লক্ষ টাকা
১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
চাষি প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৮০০	৪২০	৪২০	১০০
ভিত্তিবীজ উৎপাদন	মে.টন	৭৫০	১৩৫	১৪৫.৪	১০৭.৭
বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৫০০	১২৫	১৫৪.৫	১২৩.৬
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ	মে.টন	১২৫০	১৯৫	১৯৫	১০০
নার্সারি	সংখ্যা	১৯১৬০০	৩৮৩২০	৩৮৫০০	১০০
প্রাণি পালন	সংখ্যা	৮০	৮০	৮০	১০০
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন	মে.টন	১০১	২৩	২৩	১০০
জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	১৫০০	২৯২	২৯২	১০০
থ্রি হুইলার জীপ ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ট্রাক্টর এক্সেসরিজসহ ক্রয়	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
কম্বাইন্ড হারভেস্টর ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	৫০৬০০	২০২৪০	২০২৪০	১০০
থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	ব. মি.	৮০০	৮০০	৮০০	১০০
ডরমেটরি নির্মাণ	ব. মি.	৬৬০	২২০	২২০	১০০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	২০০০	১০৪০	১০৪০	১০০
লেক ও খাল খনন	ঘ. মি.	৪০০০০	২৪০০০	২৪০০০	১০০

২. তৈলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংগ)

২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গবেষণা, মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানভিত্তিক শস্য বিন্যাসে তৈল ফসল অন্তর্ভুক্তিপূর্বক তৈল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দ্যেশ্যে বিএডিসির ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের ভিত্তিবীজ উৎপাদন খামারে এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতজাতের ধানবীজ, পাটবীজ, মসুরবীজ ও তৈলবীজ উৎপাদন;
- জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসির ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের বিদ্যমান অবকাঠামোর মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন ১০৫২.৩২০ মে.টন আমন, বোরো, আউশ ধানবীজ, পাটবীজ, মসুরবীজ ও তৈলবীজ উৎপাদন;
- তৈলবীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- প্রক্রিয়াজাতকৃত ও সংরক্ষিত বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

২.২ প্রকল্প এলাকা : ৫টি বিভাগ, ২০টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা।

২.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫
২.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা
২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৩৮১.০০ লক্ষ টাকা

২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৩১৬.০০ লক্ষ টাকা
২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩১৬.০০ লক্ষ টাকা
২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
মসুর বীজ ও তৈলজাতীয় ফসলের ভিত্তিমানের বীজ উৎপাদন ব্যয়/ক্রয়	মে. টন	২১২	৪৮	৪৮	১০০
বোরো, রোপা আমন আউশ ও পাটের ভিত্তি/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ব্যয়/ক্রয়	মে. টন	৪৮৫	৫২	৫২	১০০
বীজের আনুষঙ্গিক ব্যয়	মে. টন	৪৮১.৮০	১০০	১০০	১০০
ডেক্সটপ কম্পিউটার (প্রিন্টার, ইউপিএস ও স্কানারসহ) ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০
ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	**১**	**১**	**১**	**১০০**
ট্রাক্টর ক্রয়	সংখ্যা	**২**	**২**	**২**	**১০০**
পাওয়ার টিলার ক্রয়	সংখ্যা	**২**	**২**	**২**	**১০০**

৩. বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

৩৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক ও সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাক সবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাকসবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৩.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশন।

৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১০৩৫৭.৩৫ লক্ষ টাকা
৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ২৬৫৪.০০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ২৬৫৪.০০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ২৬৫০.৩২ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	২৯০৮০	৯৬৪০	৯৬৪০	১০০
আরবান স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	জন	১৬০০	৬০০	৬০০	**১০০**
প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ সফর	জন	১১২৫	৪৫০	৪৫০	১০০
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	জন	১০২০	৩৩০	৩৩০	১০০
স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৮.১০	১.৯২	১.৯২	১০০
সুপারি বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.০০	৬৭০০০	৬৭০০০	১০০
নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	২১০০	৮০০	৮০০	১০০
সবজি ও মসলার চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	৮৭০০	৩০০০	৩০০০	১০০
ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২৯.০০	১০	১০	**১০০**
ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.৩	০.৯০	০.৯০	১০০
ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৭.৭	৩.৭	৩.৭	১০০
ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৩.৬০	১.২৪	১.২৪	১০০
বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০৩৮	৩১৯	৩১৯	১০০
পুকুর পুনঃখনন	ঘ.মি.	২৯৮৪.৫২	২৯৮৪.৫২	২৯৮৪.৫২	১০০
দোঁআশ মাটি দ্বারা ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	৩০৭০০	১৮৮২.৩৫	১৮৮২.৩৫	১০০
গোবর সার দ্বারা ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১২৬০০	৭৪০	৭৪০	১০০
বারবেড ওয়ার ফেনসিংসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৩৯৭৮	৩০৪.৮৪	৩০৪.৮৪	১০০
আরসিসি ওয়েস্ট ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
নেট হাউজ	সংখ্যা	২০	০৫	০৫	১০০

৪. মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ শীর্ষক প্রকল্প

৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন মসলাবীজ ও চারা/ কলম সহজলভ্য করা এবং পর্যায়ক্রমে মসলার আমদানি ব্যয় ৭-১২% হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মসলাবীজ উৎপাদনকারী চুক্তিবদ্ধ কৃষকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা অর্জন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদনের জন্য ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ভৌত অবকাঠামোসহ অন্যান্য উচ্চ প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে ২টি গ্রিনহাউজের মাধ্যমে সারাবছর ব্যাপী মসলাসহ অন্যান্য ফসলের বীজ/কলম উৎপাদন নিশ্চিত করা।

৪.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৫ টি, ১৫ জেলা, ১৪টি উপজেলা ও ০৪টি সিটি কর্পোরেশন।

৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪
৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৬০৫০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
উৎপাদিত মানঘোষিত বিভিন্ন প্রকার মসলাবীজ ক্রয়	মে.টন	১০০০	১৯৫.২৫	১৯৫.২৫	১০০
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	১৫০	১৫০	১০০
কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ	জন	৩৬০	৯০	৯০	১০০
ডিহিউমিডিফাইড	সংখ্যা	২	২	২	১০০
অটোড্রায়ার	সংখ্যা	১	১	১	১০০
কালারসর্টার মেশিন	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি	১৬০৪২৬	৫১৯৬০	৫১৯৬০	১০০
ডিহিউমিডিফায়ার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদিসহ ১টি স্টোর নির্মাণ	ব.মি	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১০০
ইমপ্লিমেন্ট শেড	ব.মি	৭৫০	৭৫০	৭৫০	১০০
পানি নিষ্কাশন নালা	রা.মি	১২৫০	৬৫০	৬৫০	১০০
বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (১০০-১২৫ কেভিএ)	সংখ্যা	১	১	১	১০০

৫. বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জাতীয় সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামার ও চাষি পর্যায়ে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- সবজি উৎপাদনের একর প্রতি ফলন বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের পুষ্টিকর খামার গ্রহণের মাত্রা সমৃদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন প্রকারের ও জাতের হাইব্রিড সবজি বীজের মাতৃ-পিতৃ সারি সংগ্রহপূর্বক বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই খাতের আমদানি হ্রাসকরণ;
- সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইব্রিড বীজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার বাড়ানো;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার ও এনজিওদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বীজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

৫.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৮ টি, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ৯টি সিটি কর্পোরেশন।

৫.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
৫.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৩৯৬০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮১৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮১৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৮১৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (হাইব্রিড টমেটো, হাইব্রিড বেগুন, হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া)	কেজি	৫১১৫	২১০০.০০	২১৩৯.০০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৫০০০	৩০০০	৩০০০	১০০
নেট হাউস (প্রতিটি ১৫০ বর্গ মি.)	সংখ্যা	১২	২	২	১০০
পলি হাউস (প্রতিটি ১০০ বর্গ মি.)	সংখ্যা	৫	১	১	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল (আরসিসি পিলারসহ)	মিটার	৫০০	১৬৭	১৬৭	১০০
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন	মে.টন	৮৬০	২২৯	২২৯	১০০
অভ্যন্তরীণ রাস্তা (গ্রামীণ সড়ক)	মিটার	২০০০	২০০০	২০০০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (ব্যারিড পাইপ)	মিটার	২০০০	১০০০	১০০০	১০০
নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২	১	১	১০০
পাওয়ার টিলার এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ক্লিনার কাম গ্রেডার	সংখ্যা	৩	৩	৩	১০০
ফিল্ড সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩১	১১	১১	১০০
প্রসেসিং ল্যাব সরঞ্জাম	সেট	৭	৪	৪	১০০
ড্রাইং কন্টেইনার	সেট	৩১০০	৩৬	৩৬	১০০

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;
- হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজআলু বাছাইকরণ, প্যাকেজিং সুবিধা উন্নতকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- চাঁদপুরসহ পাশ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজআলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত জোনের বীজআলু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

৬.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ১টি, ২টি জেলা, ০৬টি উপজেলা।

৬.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১১১৬.৫৭ লক্ষ টাকা
৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা
৬.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৫৬	৩৬	৩৬	১০০
ত্রিপল	সংখ্যা	৯০	৭০	৭০	১০০
বীজআলুর সর্টিংশেড	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ভূমি ক্রয়	একর	১.০৯৭৫	১.০৯৭৫	১.০৯৭৫	১০০

৭. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষকদের মাঝে মানসম্পন্ন বীজ আলু সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সারা দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য রোগ মুক্ত উন্নতমানের আধুনিক জাতের বীজ আলু উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন হিমাগার স্থাপন এবং হিমাগারের সংরক্ষিত বীজ আলুর গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে বিদ্যমান হিমাগারগুলি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী, এনজিও ও সাধারণ কৃষকদের আধুনিক আলু চাষের কলাকৌশলের উপর জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আলুর নতুন জাত জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো;
- বীজ আলু সর্টিং, গ্রেডিং এবং প্যাকেজিং কার্যক্রমে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীদের নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর রোগমুক্ত বীজ এবং নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- হিমাগারের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা ।

৭.২ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৪২টি জেলা, ১৭৮টি উপজেলা।

৭.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
৭.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৫৯৫৯৬.১২ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮২২৮.০০ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮২২৮.০০ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৮২২৭.০০ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
প্রর্দশনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১৫০০	৩০০	৩০০	১০০
মাঠ দিবস	সংখ্যা	৭৫	১৫	১৫	১০০
স্থানীয় প্রশিক্ষণ ব্যয় (অফিসার, স্টাফ, চুক্তিবদ্ধ কৃষক, এনজিও ইত্যাদি)	জন	৮৪০০	১৬৮০	১৬৮০	১০০
বীজআলু উৎপাদন	টন	১৮৬৮২৪.৬৬	৩৫৬৫৬	৩৫১৪৭	৯৯
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৩.৫৯	১.৩৯	১.৩৯	১০০
খামারের ভূমি উন্নয়ন কাজ	হেক্টর	৫৩	১২	১২	১০০
অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ (প্রত্যেকটি ১৫০ ব. মি.)	ইউনিট	৩	২	২	১০০
ইন্সুলেশন প্রতিস্থাপন (৩২ চেম্বার)	চেম্বার	৩২	৪	৪	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা. মি.	২০০০	৬৬৭	৬৬৭	১০০
সর্টিংশেড	ব. মি.	২০০০০	৩২৬৪	৩২৬৪	১০০
থ্রেসিং ফ্লোর	ব. মি.	৮০০	৪০০	৪০০	১০০
অন্যান্য (ইমপ্লিমেন্ট শেড, গ্যারেজ, গেইট, রাস্তা, ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন রুম, ইন্সপেকশন রুম ইত্যাদি)	সংখ্যা	২৩	১৫	১৫	১০০
সেচ অবকাঠামো (সেচ নালা ও ব্যারিড পাইপ)	রা. মি.	৩০০০	৩০০০	৩০০০	১০০

৮. বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের নন-নাইট্রোজেনাস সার সংরক্ষণ ক্ষমতা বর্তমান পর্যায়ের চেয়ে ৫০% বৃদ্ধির মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত প্রান্তিক কৃষকের দোর গোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- গুদাম, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

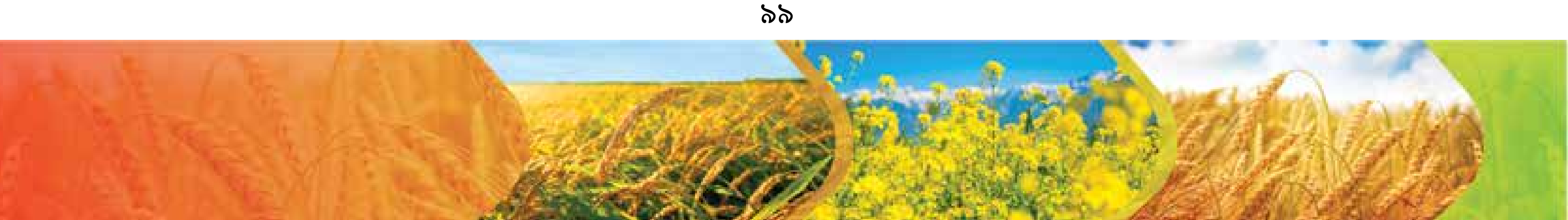

৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮ বিভাগ, ৫৯টি জেলা, ১২৮টি উপজেলা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশন।

৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
৮.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৩১১০০.০০ লক্ষ টাকা
৮.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা
৮.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা
৮.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৬৯৯৯.৩০ লক্ষ টাকা
৮.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৮.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১১০	১৬	১৬	১০০
বিদ্যমান গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১৩২	১০	১০	১০০
অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১১০	১৬	১৬	১০০
বিদ্যমান গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১৩২	১০	১০	১০০
প্রি ফেব্রিক্যাটেড স্টীল গুদাম নির্মাণ	ব.মি.	১০০০০০	২৩০০০	২৩০০০	১০০
আনসার শেড/ গ্যারেজ/লোডিং আনলোডিং শেড	সংখ্যা	১০০	০৬	০৬	১০০
আরসিসি সড়ক	ব.মি.	২৫০০০	১১২০০	১১২০০	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	১৬৫৭০	৫২০০	৫২০০	১০০
প্যালাসাইটিং/রিটেইনিং ওয়াল	রা.মি.	১০০০	২২০	২২০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১২৫০০০	৮০০০০	৮০০০০	১০০

৯. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসাবে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচের কাজে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ ও উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রূপান্তর করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

৯.২ প্রকল্প এলাকা : ০৮ বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা।

৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
৯.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৫৪৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা

৯.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৪২৫.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা
৯.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা
৯.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৯.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সেট	৪২	০৫	০৫	১০০
সেচের পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকীট/পরীক্ষা কীট এর রিয়েজেন্ট ক্রয়	সেট	৮৫	৬০	৬০	১০০
(ক) সফট্ওয়্যার এবং ডাটা বেইজড উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা ও সেচ খরচের ওপর সমীক্ষা: ▪ প্রায় ১৬ লক্ষ সেচযন্ত্রের তথ্য সংগ্রহ; ▪ সেচকাজে ব্যবহৃত গনকূর RTK GPS survey; ▪ ৭৫০০০ অগনকূর hand held GPS survey; ▪ সেচযন্ত্রের ডাটা বেইজড প্রণয়ন ও সফট্ওয়্যার উন্নয়ন;	জন	৩০০ জন (১ মাস)	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ১৫%	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ১৫%	১০০
(খ) ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং সংক্রান্ত সমীক্ষা: ▪ Exploratory Drilling; ▪ Pumping test; ▪ Ground water sample test এর মাধ্যমে Aquifer vulnerabilityনির্ণয়; ▪ Ground water and surface water modeling প্রস্তুতকরণ;	জন	২৩৯ জন (১ মাস)	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫%	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫%	১০০
পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	সেট	৩৩	০৮	০৮	১০০
সেচের পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকীট/পরীক্ষা কীট ক্রয়	সেট	২০০	৬১	৬১	১০০
ডাটা লগার ক্রয়: (ক) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফট্ওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটা লগার (৪০০ টি); (খ) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফট্ওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটা লগার (৩০০টি)	সংখ্যা	৭০০	১৮৫	১৮৫	১০০

১০. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রতিবছর ১৯,০৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৫,২৭৭ মেট্রিক টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান।
- পরিবেশবান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন।
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন ।
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দল ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা।

১০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১
১০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩৭০.৬৬ লক্ষ টাকা
১০.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
১০.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
১০.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
১০.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১০.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন ও সংস্কার	কিমি.	৪০০	৬৭	৬৭	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এর জন্য ইউপিভিসি পাইপ সংগ্রহ	সেট	১৬৫	২০	২০	১০০
স্প্রিংকলার ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	১০	০২	০২	১০০
প্রদর্শনের জন্য ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	১০	০২	০২	১০০
সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল সেচ পাম্প স্থাপন	সেট	১০	০৪	০৪	১০০
১/২/৫/১০ কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ	কিমি.	১৮৭	৭৭	৭৭	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৮০	২৬	২৬	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (ছোট/ মাঝারি/বড়)	সংখ্যা	১২৫	২৬	২৬	১০০
সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকীকরণ	সংখ্যা	১৬৫	৫০	৫০	১০০
প্রশিক্ষণ কৃষক/ ম্যানেজার/ ফিল্ডম্যান	ব্যাচ	৪০	০৯	০৯	১০০

১১. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৬৯৬.৮৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৪৬৭৪২ মে. টন অতিরিক্তসহ মোট ১০২৮৩২.৭০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিতকরণ

- সেচ কাজে On Farm Water Management Technology Ges Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১১.২ প্রকল্প এলাকা : ০২ বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা।

১১.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২
১১.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১০৩২৩.০০ লক্ষ টাকা
১১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কি. মি.	২৬২	৫২	৫২	১০০%
বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০৩	০৩	১০০%
মাঝারি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৩০	৪০	৪০	১০০%
সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৯৩	০৪	০৪	১০০%

১২. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্তঃ সংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১৯৬০ হেক্টর জমি ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১২.২ প্রকল্প এলাকা ঃ ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

১২.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১২.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ২৯৩৩.১৬ লক্ষ টাকা
১২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৬০৪.০০ লক্ষ টাকা
১২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৬০৪.০০ লক্ষ টাকা
১২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৬০৪.০০ লক্ষ টাকা
১২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১০	০২	০২	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২৫	০৮	০৮	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	০২	০২	১০০
ফিতা পাইপ ক্রয় (প্রতি স্কিমের জন্য ২০০ মি.)	মিটার	১১০০০	১০০০	১০০০	১০০
২৫০ মি.মি. ডায়া বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ সেচনালার নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মি.)	সংখ্যা	৪০	১০	১০	১০০
ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০৮	০৮	১০০
সাবমার্সড ওয়ার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫৫	০৫	০৫	১০০

১৩. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২২০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১০০০ মে. টন খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

১৩.২ প্রকল্প এলাকা ঃ ০৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা।

১৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
১৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা
১৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ২২০০.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ২২০০.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ২১৯০.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সোলার প্যানেল ও ১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১০০	৩৬	৩৬	১০০
সোলার প্যানেল ও ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১০০	৪৯	১৯	১০০
১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৮	২৮	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৮	২৮	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৭	২৭	১০০
০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৬	২৬	১০০
সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১০	১০	১০০
ডাগওয়েল স্কিমে ড্রীপ ইরিগেশন	সংখ্যা	৫০	১০	১০	১০০

১৪. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৪২৩৪ হেক্টর জমিতে ভুপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫৬৯৩৬ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১৪.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা।

১৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২

১৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪৫২৮.৩৯ লক্ষ টাকা

১৪.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩১৫০.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩১৫০.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩১৪৬.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৪. ৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত লো-লিফট পাম্প সেট ক্রয়	সেট	১০০	২০	২০	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	২০	২০	১০০
২ ও ৫-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণের মালামাল ক্রয়	সেট	১৭০	১৩০	১৩০	১০০
খাল পুনঃ খনন (লেভেলিং ড্রেসিংসহ)	কি. মি.	৩০০	৯৬	৯৬	১০০
২-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৪০	১৪	১৪	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	১৪	১৪	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	০৮	০৮	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২৪	২৪	১০০
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৬১	৬১	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	১৮	১৮	১০০
১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২২	২২	১০০

১৫. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্যের (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উচ্চমূল্যের ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
- গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সহনশীল ভূপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
- ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলোআপ;
- সুবিধাজনক মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা এবং
- ভেলু চেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

১৫.২ প্রকল্প এলাকা : ০৩ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা।

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪

১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা

১৫.৫ ২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৭৯২৬.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৬ ২০২০-২১ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৬৬৮৪.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৭ ২০২০-২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৮ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন (ছোট খাল)	কি.মি.	২৯৪	৫২	৫২	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন (মাঝারি খাল)	কি.মি.	১৯০	৩৮	৩৮	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সেট	২৫০	৬০	৬০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	২৮	০৯	০৯	১০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২০২৪	৫০২	৫০২	১০০

১৬. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩,৪০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১,৩৩,৫০০ মে.টন ফসল উৎপাদন;
- সেচের পানির অপচয় রোধে আধুনিক ও স্থানীয় সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ কাজে ন্যূনতম পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ এবং
- প্রকল্প এলাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১৬.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা।

১৬.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৫৬০৫৩.২০ লক্ষ টাকা
১৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৭৯৯৩.২৯ লক্ষ টাকা
১৬.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	৪৮০	১৬৫	১৬৫	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১৩৫	১২	১২	১০০
২ কিউসেক এলএলপি স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১৬৫	৫০	৫০	১০০
১ কিউসেক এলএলপি স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	৩০০	৮০	৮০	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গনকুর ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১০০	৭৫	৭৫	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গনকুর ব্যারিড পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৬০০	২৪০	২৪০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১৫	১৫	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৫	৯৪	৯৪	১০০

১৭. মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ২২০ কিমি. খাল/নালা পুনঃখনন, ১৩০টি বিদ্যুৎ/ সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৭৫৮০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬৫৬২০ মে। টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ।
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা (Cropping Intensity) ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ ও টেকসইকরণ।
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার।
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১৭.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ১৩টি উপজেলা।

১৭.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫
১৭.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ২৩১৩৩.০৫ লক্ষ টাকা
১৭.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১৭.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১৭.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ২৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা
১৭.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	১৩০	২০	২০	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	২২০	০৭	০৭	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৯০	১৯	১৯	১০০
৫-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৪	০৪	১০০
২-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০৫	০৫	১০০
২-কিউসেক অচল/অকেজো ফোর্সমোড পাম্পসেট উত্তোলন ও পুনঃস্থাপনকৃত সেচযন্ত্রের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১৫০০ মিটার)	সংখ্যা	৪৮	১৫	১৫	১০০
২-কিউসেক ফোর্সমোড সেচযন্ত্র/এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	২০০	৪২	৪২	১০০
১-কিউসেক এলএলপির ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৩০	০৫	০৫	১০০
০.৫-কিউসেক সোলার পাম্প এর জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা	কি.মি.	২৫	০৫	০৫	১০০
বড় আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (ক্রস ড্যাম, সাবমার্জড ওয়্যার)	সংখ্যা	১৫	০১	০১	১০০
মাঝারি আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (আউটলেট, ফুট ব্রিজ, পাইপ কনডুইট)	সংখ্যা	১২০	০৬	০৬	১০০
ক্ষুদ্রাকার আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১০	১০	১০০

১৮. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬৫,২৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ২,২৫,৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি

সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।

১৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫ টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৮৮টি উপজেলা।

১৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১
১৮.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১৬৮৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা
১৮.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ১৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ১৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ১৭৮০.৪৪ লক্ষ টাকা
১৮.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১৮.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ব্যারিড পাইপ লাইনের মালামাল ক্রয়	কি.মি.	৩১৮	০৯	০৯	১০০
৫-কিউসেক পাম্প ও ভাসমান পাম্প স্কীমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (ব্যারিড পাইপ)	কি.মি.	২৯৫	৮২.১৩	৮২.১৩	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	১০	১০	১০০
পাইপ কালভার্ট	সংখ্যা	২১৯	০৯	০৯	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	১৯	১৯	১০০

১৯. ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্প দক্ষ, স্বল্প উৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক পানি ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রণোদনা তৈরির ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সহায়তাকরণ।
- ০৫টি (পাঁচ) অঙ্গভিত্তিক (পানির পরিমাণভিত্তিক সেচ চার্জ, স্মার্ট কার্ড, AWD প্রযুক্তি, পানি সরবরাহ দক্ষতা, কমিউনিটিভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার) প্রস্তাবিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিএমডিএ ও বিএডিসি এর গভীর নলকূপ এলাকায় সেচে ব্যবহৃত পানির সাশ্রয়, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।
- অগভীর নলকূপ এবং বেসরকারি খাতে গভীর নলকূপ সেচের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সকল ক্ষেত্রে কিভাবে সেচ পানির বাজারকে আরো দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা যায় তা নিরূপণ করা।

১৯.২ প্রকল্প এলাকা : ৭টি বিভাগ, ১২টি জেলা, ২৩টি উপজেলা।

১৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
১৯.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৪৩.৭৭ লক্ষ টাকা
১৯.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৪.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৪.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩.৯২ লক্ষ টাকা
১৯.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২০. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বর্ষা মৌসুমের পর ছোট ও মাঝারি নদী/পাহাড়ি ছড়াগুলোতে রাবার ড্যাম দ্বারা ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ ও সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রবি ও বোরো শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

- ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১২,২৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর ৫৫,১২৫ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।
- সুবিধাভোগী দলের মধ্য হতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে রাবার ড্যাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৯০০ জন কৃষক, ৪,১৬০টি কৃষক পরিবার, ৭৭,৬২৫ জন শ্রমিক এর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা।

২০.২ প্রকল্প এলাকা : ৪টি বিভাগ, ০৮টি জেলা, ১০টি উপজেলা।

২০.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২
২০.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১৭৩০২.৬০ লক্ষ টাকা
২০.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৩৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা
২০.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৩৩০২.৫১ লক্ষ টাকা
২০.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩২৮৭.৪৭ লক্ষ টাকা
২০.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২০.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০৮	০৪	০৪	১০০
ড্যাম ব্যাগ ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	০৮	০২	০২	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার/রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	১২	০৫	০৫	১০০
গাইড বাঁধ/বেড়ি বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৩৪	১১	১১	১০০
নদী/খাল খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	৩০	১২	১২	১০০
ইরিগেশন ইনলেট/আউটলেট/ইউ ড্রেন নির্মাণ	মিটার	৬০০	৩৬৬	৩৬৬	১০০

২১. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৬,১৮২ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৮০,৯১০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

২১.২ প্রকল্প এলাকা : ২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা।

২১.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জানয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২১.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১৫৪৫৮.৪০ লক্ষ টাকা
২১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা
২১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা
২১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩২৯৯.০০ লক্ষ টাকা
২১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	২৫০	৬২	৬২	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	৭০	১৬	১৬	১০০
২ কিউসেক এলএলপি স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	২০০	৭৬	৭৬	১০০
২ কিউসেক গভীর নলকূপ স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১২০	৯.৫	৯.৫	১০০
সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল খনন	সংখ্যা	৬০	২০	২০	১০০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২৮০	৭৮	৭৮	১০০
গনকূ/এলএলপি স্কিমে পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	৭৩	৭৩	১০০
গনকূ/এলএলপি স্কিমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩০	১০০	১০০	১০০

২২. রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২২.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা।

২২.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২২.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১৪০৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা
২২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা
২২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা
২২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩৯৯৮.৯৯ লক্ষ টাকা
২২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	সেট	১০০	৬০	৬০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি ক্রয়	সেট	৫০	২০	২০	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	২০০	৫০	৫০	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বড়, মাঝারি ও ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১১৮	৫৩	৫৩	১০০
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৪৫	৪৫	১০০
১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	কিমি.	১০০	৫৫	৫৫	১০০
২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	কিমি.	১৮০	৫০	৫০	১০০
২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার)	সংখ্যা	১৭০	৩৯	৩৯	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সংখ্যা	৫০	২০	২০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	৪০	৪০	১০০

২৩. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিএডিসির বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসির সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্পাসসমূহের সৌন্দর্যবর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষ রোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন।

২৩.২ প্রকল্প এলাকাঃ ৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৬৫টি উপজেলা।

২৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
২৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ২২০০২.৬৪ লক্ষ টাকা
২৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৫৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫৮	২০	২০	১০০
আবাসিক ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫	২	২	১০০
সীমানা প্রাচীর সংস্কার	রা. মি.	৬৩২৩	১৬০০	১৬০০	১০০
গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	৩৪	৬	৬	১০০
অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার/উন্নয়ন	ব.ফু.	২৪৩০০০	৭৫০০০	৭৫০০০	১০০
মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিএডিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত	সংখ্যা	৫	১	১	১০০
প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	৫৭	৩৮ (আংশিক)	৩৮ (আংশিক)	১০০
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরি নির্মাণ	সংখ্যা	৪	০৪ (চলমান)	০৪ (চলমান)	১০০
রেস্ট হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০৩	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
গেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭	০৯ (আংশিক)	০৯ (আংশিক)	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬৩৩০	৪৩৭৬	৪৩৭৬	১০০
ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	০৮	০২	০৪	২০০

২৪. বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

২৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ১,২৫,১০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ‘বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসইকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২৪.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

২৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২
২৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ১৩৬৭২.৫০ লক্ষ টাকা
২৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩৬৯৮.১৫ লক্ষ টাকা
২৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বৈদ্যুতিক মটর ও আনুষঙ্গিক মালামালসহ ৫ কিউসেক লোলিফট পাম্প ক্রয়	সেট	২০	১২	১২	১০০
বৈদ্যুতিক মটর ও আনুষঙ্গিক মালামালসহ ২ কিউসেক লোলিফট পাম্প ক্রয়	সেট	১২৫	৪০	৪০	১০০
৫ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	২০	৫	৫	১০০
২ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	৪০	৪০	১০০
৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	সেট	৫০	১৭	১৭	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৩০	৩০	১০০
গভীর নলকূপের পাম্প হাউস পুনঃনির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৩৭	৩৭	১০০
খাল নালা পুনঃখনন	কি.মি.	৩৫০	৭৫	৭৫	১০০
৫ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২০	১১	১১	১০০
২ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৩৬	৩৬	১০০
৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৫০	১৮	১৮	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সংখ্যা	১০০	৫৪	৫৪	১০০
বিভিন্ন ধরনের পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (বড় ৫টি, মাঝারি ২০টি ও ছোট ২৬টি)	সংখ্যা	১৬০	৫১	৫১	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৪৫	৪০	৪০	১০০

২৫. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

২৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৯৮২৯ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন এ সম্পূরক সেচ এবং শাকসবজির জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৯৯১৪৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, ব্যারিড পাইপ, সেনিপা ইত্যাদি) প্রয়োগ ও কৃষক/কৃষাণিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষক/কৃষাণিদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২৫.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ৩৪টি উপজেলা।

২৫.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
২৫.৪	প্রকল্প ব্যয়	: ৩২৫৫৩.৩৬ লক্ষ টাকা
২৫.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১/২/৫ কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিডপাইপ) নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিটার	১৯৬০০০	৫৬১০০	৫৬১০০	১০০
১টি জোন ও ১৪টি ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	০৪	০৪	১০০
সেচ ও নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	সংখ্যা	৪০০	১৯৭	১৯৭	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫১	০৫	০৫	১০০
বিভিন্ন ধরনের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৮১৮	১৯১	১৯১	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি পাম্প স্থাপন এবং প্রতিটি ১০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা (ব্যারিডপাইপ) মালামাল সরবরাহসহ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০৩	০৩	১০০
১/২/৫ কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি স্কিমে ইউপিভিসি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১১৪	৬০	৬০	১০০
২ কিউসেক পুরাতন ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	১০০
কর্মসূচির মাধ্যমে স্থাপিত ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৬০	২০	২০	১০০
স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	০৬	০১	০১	১০০
ড্রিপসেচ পদ্ধতিতে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৫১	০২	০২	১০০
পুরাতন গভীর নলকূপ উন্নয়ন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৮০	৫০	৫০	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৪০	৬০	৬০	১০০

২৬. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

২৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২০,২৯০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৯১,৩০৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্পের আওতায় ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;

- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসই করণ;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

২৬.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ২৯টি উপজেলা

২৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
২৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২০০৫৯.৫০ লক্ষ টাকা
২৬.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১- কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ফিটিংস ক্রয়	সেট	৩০	১০	১০	১০০
২- কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১৪৪	৬০	৬০	১০০
২- কিউসেক বিদ্যুৎচালিত পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালায় রূপান্তরের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১১০	৬০	৬০	১০০
২- কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১০০	৪০	৪০	১০০
১- কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মি.)	সংখ্যা	৩০	৮	৮	১০০
২- কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১২০০ মি.)	সংখ্যা	১৪৪	৫৭	৫৭	১০০
২- কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালায় রূপান্তর (প্রতিটি ১২০০ মি.)	সংখ্যা	১১০	৪১	৪১	১০০
সেচ ও নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	সংখ্যা	৩৫০	৫৭	৫৭	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বৃহদাকার ক্ষুদ্রসেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	৫	৫	১০০
মধ্যমাকার ক্ষুদ্রসেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	১৩	১৩	১০০
ক্ষুদ্রাকার ক্ষুদ্রসেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	৩০	৩০	১০০
ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৭৮	৮৫	৮৫	১০০

বিএডিসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ

কোটি টাকায়

কর্মসূচি/কার্যক্রমের সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি
১৭	১৫৭.৪১	১৫৭.৪১	১৫৭.২৬	৯৯.৯০%

➢ **ফসল সাব-সেক্টরে কার্যক্রম**

১. বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রজনন বীজ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগঠিত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তিবীজ সহজলভ্যকরণ;
- চাষিদের নিকট হাইব্রিড (F1) ধান বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
- অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ধিত ভিত্তিবীজ উৎপাদন কার্যক্রমের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

১.২. কার্যক্রম এলাকা : ৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা

১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১

১.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

(মে.টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৪৮.১৫	৯৯.৭২
আমন (সংশোধিত)	৪২৩৬.০০	৪২৩৬.০০	৩৯৪৮.০০	৯৩.২০
বোরো (সংশোধিত)	৩৮১৩.০০	৩৮১৩.০০	৩৮১৫.০০	১০০
হাইব্রিড ধান	৯৩১.০০	৯৩১.০০	১৩৪৬.৩৬	১৪৪.৬১
আলু (সংশোধিত)	১৪৯০.২৫	১৪৯০.২৫	১৩৭১.০০	৯২
গম	৫১৭.০০	৫১৭.০০	৫৩৫.৮৭	১০৩.৬৫
ভুট্টা	৩৯.০০	৩৯.০০	২৬.০০	৬৬.৬৭
ডাল/অন্যান্য	১.০০	১.০০	৪.৯৬	৪৯৬
মোট	১১৬৭৭.২৫	১১৬৭৭.২৫	১১৬৯৫.৩৪	১০০.১৫

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মৌল বীজ এবং বিএডিসির খামার হতে প্রাপ্ত ভিত্তি বীজ হতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ভিত্তি প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন;
- হাইব্রিড ধান/ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলকায় বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সময়মতো প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

২.২. কার্যক্রম এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৩৬টি জেলার সকল উপজেলা

২.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
২.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৬০০.০০ লক্ষ টাকা
২.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৬০০.০০ লক্ষ টাকা
২.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৬০০.০০ লক্ষ টাকা
২.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬০০.০০ লক্ষ টাকা
২.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

(মে.টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	২৬৪৪.০০	২৬৪৪.০০	২৬৪৪.০৫	১০০
আমন	১০৯৬০.০০	১০৯৬০.০০	১০০৪৬.৫২	৯১.৭
বোরো	২৯০৮০.০০	২৯০৮০.০০	৩১৩৮৪.০০	১০৭.৯
গম	৮০৫০.০০	৮০৫০.০০	৮০৫৬.০০	১০০
মোট	৫০৭৩৪.০০	৫০৭৩৪.০০	৫২১৩০.৫৭	১০২.৮

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মোসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এ ছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তি বীজ সরবরাহ;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বীজ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা।

৩.২. কার্যক্রম এলাকা : ৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা।

৩.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
৩.৪	কার্যক্রম ব্যয়	: ৮২২৫.০০ লক্ষ টাকা
৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮২২৫.০০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮২২৫.০০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৮২২৫.০০ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৩.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

(মে.টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	৩৫৯৭.০০	৩৫৯৭.০০	৩৫৬৩.৭০	৯৮.৫০
আমন	১৬২৯৯.০০	১৬২৯৯.০০	১৫৯৬৩.৩৫	৮৮.১০
বোরো	৩৫৮৫৬.০০	৩৫৮৫৬.০০	৩৫৬৮৭.০০	৯৯.৮০
গম	৮৯৩৬.০০	৮৯৩৬.০০	৮৯২২.৮২	৯৯.৮৫
মোট	৬৪৬৮৮.০০	৬৪৬৮৮.০০	৬৪১৩৬.৮৭	৯৬.৭৯

৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তিবীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তিবীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাটবীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বীজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নত জাতের ভিত্তিবীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উন্নত জাতের পাটবীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.২. কার্যক্রম এলাকা : ৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা।

৪.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
৪.৪	কার্যক্রম ব্যয়	: ৭০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৭০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৭০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৭০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৪.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
পাটবীজ	৯৬০.০০	৯৬০.০০	৭৩৫.৭৯	৭৬.৬৪
আউশ	১৬১.০০	১৬১.০০	১৩০.৯৭	৮০.৮৫
আমন	৪৯৩.০০	৪৯৩.০০	৪৩১.৫২	৮৭.৫৩
বোরো	৫১৯.০০	৫১৯.০০	৪৬০.০০	৮৮.৫০
গম	৩৩৩.০০	৩৩৩.০০	২৯১.০১	৮৭.৩৯
আলু	১২০০.০০	১২০০.০০	১০৭১.০৫	৮৯.২৫
মোট	৩৬৬৬.০০	৩৬৬৬.০০	৩১২০.৪০	৮৫.১১

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৫.২. কার্যক্রম এলাকা : ৭টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৬৭টি উপজেলা

৫.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
৫.৪	কার্যক্রম ব্যয়	: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৫.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আমন	২০০০.০০	১৬৭০.০৯	১৬৭০.০৯	১০০
বোরো	৫০০০.০০	৫৭৪৭.০০	৫৭৪৭.০০	১০০
গম	১৫০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০
মোট	৮৫০০.০০	৯৪১৭.০৯	৯৪১৭.০৯	১০০

৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- সবজির ভিত্তিবীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৬.২. কার্যক্রম এলাকা : ৪টি বিভাগ, ৫টি জেলা, ৫টি উপজেলা।

৬.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১

৬.৪	কার্যক্রম ব্যয়	: ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা

৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা

৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা

৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা

৬.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৬.৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
শীতকালীন সবজি বীজ	৬৭.৪১	৬৫.৭৯	৬৯.৫০	১০৬
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৪৭.৫৯	৪৯.২৭	৪৮.৫০	৯৮
পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ	২০৫.০০	২২৩.১২	২২৩.১২	১০০
মোট	৩২০.০০	৩৩৮.১৯	৩৪১.১২	১০১

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাক সবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সরবরাহসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাছাড়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহর এলাকায় টাটকা শাক সবজি ও ফলমূলের চাহিদা মেটানো;
- উদ্যান ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসার কাজে ১৪টি কেন্দ্র প্রদর্শনী খামার হিবেবে কাজ করবে;
- শহরের নিকটবর্তী এলাকায় তাজা শাকসবজি এবং ফলমূলের চাহিদা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরণে সহায়তা করা।

৭.২. কার্যক্রম এলাকা : ৮টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ১৪টি উপজেলা।

৭.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১

৭.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৭.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
সবজি	৫৬০৯৩.৮৫ মে.টন	৫৬০৯৩.৮৫	৬০২১৯.৩৩	১০৭
মসলা	৬৩৫.৯০ মে.টন	৬৩৫.৯০	৬৩৫.৯০	১০০
ফলমূল	৩২৭০.২৫ মে.টন	৩২৭০.২৫	৩৫১৮.১৩	১০৮
মোট (সবজি, মসলা, ফলমূল)	৬০০০০.০০ মে.টন	৬০০০০.০০ মে.টন	৬৪৩৭৩.৩৬ মে.টন	১০৭
সবজি চারা	৩৭১৩০০০ টি	৩৭১৩০০০	৪২৩৬৪৯৪	১১৪
ফুলের চারা	৫৭৫০০০ টি	৫৭৫০০০	৫৬২১০৭	৯৮
চারা/কলম	৪২১২০০০ টি	৪২১২০০০	৪১৯৫৬৬৩	১০০
নারিকেল চারা	৩০০০০০ টি	৩০০০০০	২২৪২০০	১০০
মোট	**৮৮০০০০০ টি**	**৮৮০০০০০ টি**	**৯২১৮৪৬৪.০০টি**	**১০৩**

সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচি

১. সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি কর্মসূচি

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- চিলাই নদীতে রাবার ড্যামের উজানে দুই পাড়ের মোট ০.৭৫ কি.মি. বাঁধ সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল দ্বারা নির্মাণ এবং ১.২০ কি.মি. বাঁধ পেলিসাইডিং দ্বারা নির্মাণ করে জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি ও বালু পুনঃখনন/অপসারণ করে কৃত্রিম জলাধার তৈরিপূর্বক জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করত: অতিরিক্ত ৩৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ভূপরিষ্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ১৫০০ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন।

১.২ কর্মসূচি এলাকা ঃ ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

১.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২
১.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ১০১.০০ লক্ষ টাকা
১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ১০১.০০ লক্ষ টাকা
১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ১০০.৬০ লক্ষ টাকা
১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
রাবার ড্যামের পানি সংরক্ষণের জন্য সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে তীর সংরক্ষণ কাজ	কিমি.	০.৭৫	০.১৫	০.১৫	১০০

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূপরিষ্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে কম খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল পুনঃখনন, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং ৩৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

২.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

২.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
২.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৯৫৬.০০ লক্ষ টাকা
২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৫৩৩.৮০ লক্ষ টাকা
২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৫৩৩.৮০ লক্ষ টাকা
২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৫১৯.৫৯ লক্ষ টাকা
২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কি.মি.	২১	১২	১২	১০০
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৮৩	৮৩	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মি.)	সংখ্যা	১৫	০৬	০৬	১০০
ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/ সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৪০০ মি.)	সংখ্যা	৩০	১৮	১৮	১০০
ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন নালা	মিটার	১০০০	৪০০	৪০০	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
কনডুয়িট/ ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	১২	১২	১০০

৩. শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- চেল্লাখালী রাবার ড্যামের দুই পাড়ে মোট ১.৬০ কিমি. বাঁধ সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে প্রায় ২৩০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- নির্মিত জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি/বালু পুনঃখনন করে জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ১০০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

৩.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

৩.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১
৩.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৬৫৫.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৪০২.৭০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৪০২.৭০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৪০২.৭০ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
রাবার ড্যামের সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	কি.মি.	১.০৭	০.৭৩	০.৭৩	১০০

৪. নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি

৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- আগাম বন্যা ও ভারী বর্ষণের ফলে কৃষকদের ফসল রক্ষার্থে, নিরাপদ ও দ্রুত কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য এবং কৃষকদের ধান চাষে উৎসাহিত করতে ১০০০ মিটার গোপাট পাকাকরণ;
- ৬ কিমি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ও
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, উপজেলা ০১টি উপজেলা।

৪.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৪.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ১৮৪.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৭৮.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৭৮.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৭৮.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
গোপাট পাকাকরণ	মিটার	৫০০	৫০০	৫০০	১০০
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কি.মি.	০২	০২	০২	১০০
আরসিসি/ ইউপিভিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০৪	০৪	১০০
কনডুয়িট/ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০

৫. চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাংগুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি

৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাস মজা খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ৬০৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও ১০৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- সৌরশক্তিচালিত পাম্প ক্ষেত্রায়ন ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে সেচ খরচ কমানো ও সেচের পানি অপচয় রোধ করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ফসল পরিবহন ও সংগ্রহে উন্নত ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি;
- ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

৫.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
৫.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৩৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৩৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৩৬.৬৯ লক্ষ টাকা
৫.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	সংখ্যা	০৬	০৬	০৬	১০০

৬. মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভূপরিষ্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিষ্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে ৩০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়নপূর্বক অতিরিক্ত ৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিষ্থ পানি সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও
- ভূপরিষ্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমানো, নারীসহ দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৬.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০৬টি উপজেলা

৬.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৬.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৫৩৮.৪২ লক্ষ টাকা
৬.৫	২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	: ২৫৬.৪৬ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০২০-২১ অর্থ বছরে অবমুক্ত	: ২৫৬.৪৫ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০২০-২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ২৫৬.৩৯ লক্ষ টাকা
৬.৮	২০২০-২১ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২	০৪	০৪	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	১৪	০৭	০৭	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৭	০৭	১০০

৭. গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূপরিষ্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি

৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২১টি স্কীমে এলএলপি ক্ষেত্রায়ণের মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ৪২০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- ০৫টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

৭.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

৭.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৭.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৬২১.২৫ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ২০৭.৭৫ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ২০৭.৭৪ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ২০৭.৭৩ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কিমি.	০৯	০৫	০৫	১০০
এলএলপি ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	২১	২১	২১	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	১৫৫০০	৮৫০০	৮৫০০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২১	১৬	১৬	১০০
ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশননালা নির্মাণ	মিটার	২৫০০	১০০০	১০০০	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৬	০৬	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	২১	১১	১১	১০০

৮. গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২০টি স্কিমে এলএলপি ক্ষেত্রায়ণের মাধ্যমে ৪২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ২৪০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ১২ কিমি. খাল পুনঃখনন এর মাধ্যমে সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- ১০টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৩৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

৮.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

৮.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১

৮.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৬৯২.৭৫ লক্ষ টাকা

৮.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৩৬.২৫ লক্ষ টাকা

৮.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৩৬.২৪ লক্ষ টাকা

৮.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৩৬.২২ লক্ষ টাকা

৮.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৮.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কিমি.	১২	০৮	০৮	১০০
এলএলপি ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	১৬	১৬	২০	১২৫
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	২০০০০	১২০০০	১২০০০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৩০	৩০	১০০
ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশননালা নির্মাণ	মিটার	৩৫০০	১৭৫০	১৮৪০	১০৫
ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	০৮	০৯	১১৩
সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৩০	১৮	১৮	১০০

৯. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

৯.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ১৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

৯.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা।

৯.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
৯.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৯২৪.০০ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৬১৬.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ৬১৫.৯৭ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ৬১৫.৯৭ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

৯.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল খনন/পুনঃখনন	কিমি.	৩০	২০	২০	১০০
খালের পাড়ে আউটেলেট নির্মাণ	সংখ্যা	২৪০	১৬০	১৬০	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ	সংখ্যা	১৮	১২	১২	১০০

১০. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১০.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ সুবিধা প্রদান;
- ৪.০০ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণপূর্বক সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১০.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

১০.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
১০.৪	কর্মসূচির ব্যয়	: ৪৫৮.৫০ লক্ষ টাকা
১০.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ১৭১.৬৪ লক্ষ টাকা
১০.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	: ১৭১.৬৪ লক্ষ টাকা
১০.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	: ১৭১.৫৪ লক্ষ টাকা
১০.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	: ১০০%

১০.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল খনন/পুনঃখনন	কিমি.	২৫	০৯	০৯	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	০৪	০২	০২	১০০
আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	২০০	৭২	৭২	১০০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০২	০২	১০০

উপসংহার : কৃষি উন্নয়নে ও কৃষকের আস্থার প্রতিদান দিতে সদা তৎপর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক/লাভজনক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যেও কাজ করছে বিএডিসি। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃষিপণ্য রপ্তানি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নীলফামারীর ডোমারে অবস্থিত বিএডিসি'র আলুবীজ খামার পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

বিএডিসির কাশেমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি মাল্টা-১ এর স্বাদ পরখ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব

রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভ্রাম্যমাণ ট্রলিতে সোলারচালিত এলএলপির মাধ্যমে সেচ প্রদান।

বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বগুড়ার গাবতলীতে অবস্থিত সোনাই খালের ওপর নির্মিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় স্থাপিত সোলার প্যানেল।

বান্দরবান সদরে অবস্থিত বিএডিসি'র এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে উৎপাদিত কাজু বাদামের চারা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
www.barc.gov.bd

(ক) ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। কৃষি গবেষণাকে গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) প্রস্তুতে সহায়তা করা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫), রূপকল্প ২০২১-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ অর্জনে, কোভিড-১৯ পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কর্মপরিকল্পনা এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা সমন্বিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন: কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রমও যুক্ত করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মান উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরও সুসংহত করে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২' প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ায় কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

(খ) জনবল

'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০১২' আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্নিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (National Agricultural Research System-NARS)-এর নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, মাননীয় সংসদ সদস্য (২জন), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএডিসির চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্নিং বডিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	-	১	কাউন্সিলের অনুমোদিত পদ ২০৫+১০*= ২১৫টি। কর্মরত ১০৭+১০*= ১১৭ জন। * চিহ্নিত ১০টি পদ শূন্য হওয়া মাত্র বিলুপ্ত হবে।
২	গ্রেড ২	৭	৬	১	
৩	গ্রেড ৩	১৬	১২	৪	
৪	গ্রেড ৪	২৬	৩	২৩	
৫	গ্রেড ৫	৪	৩	১	
৬	গ্রেড ৬	১৬	৬	১০	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	১১	৩	৮	
১০	গ্রেড ১০	৫	৩	২	
১১	গ্রেড ১১	১৫	৪	১১	
১২	গ্রেড ১২	-	-	-	
১৩	গ্রেড ১৩	১৫	৫	১০	
১৪	গ্রেড ১৪	৫	৩	২	
১৫	গ্রেড ১৫	২২	১৭	৫	
১৬	গ্রেড ১৬	২৫	১৬	৯	
১৭	গ্রেড ১৭	-	-	-	
১৮	গ্রেড ১৮	৪	৩	১	
১৯	গ্রেড ১৯	-	-	-	
২০	গ্রেড ২০	৪৩	৩৩	১০	
	মোট	২১৫	১১৭	৯৮	

পদোন্নতি

কর্মকর্তা- ৬ জন ও কর্মচারী- ৩ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ জন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন উপপরিচালক (হিসাব), ১ জন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন), ১ জন সহকারী পরিচালক (অডিট), ১ জন জুনিয়র বিবলিওগ্রাফিক অফিসার এবং ৩ জন উচ্চমান করনিক/উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

নিয়োগ

২০২০-২১ অর্থবছরে কোন সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ (জন)				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	১০৭৩	৫	২৬৬	১৮	১,৩৬২
২	গ্রেড ১০	-	-	১২	-	১২
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৩২২	-	৩২২
	মোট	১০৭৩	৫*	৬০০**	১৮	১,৬৯৬

* বৈদেশিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
** একই কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	২	-	-	২
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	২	-	-	২

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট (ভার্চুয়াল)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৩৬	-	-	৩৬
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৩৬	-	-	৩৬

প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান
১। Antimicrobial Resistance in Bangladesh	৩০	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, সাভার, ঢাকা।
২। Control of Peste des Petits Ruminants in Bangladesh	৩০	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর
৩। Control of Peste des Petits Ruminants in Bangladesh	৩০	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, দিনাজপুর

প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান
৪। Control of Peste des Petits Ruminants in Bangladesh	৩০	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
৫। Control of Peste des Petits Ruminants in Bangladesh	৩০	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
৬। Bioinformatics for sustainable development in agricultural	২০	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

- "Effect of Covid-19 in Agricultural Research & Future Plan in Terms of Food Security" শীর্ষক কর্মশালাটি ১৪ মার্চ ২০২১, তারিখ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ৬০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- বিএআরসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের ইনোভেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। (৪০ জন, ২ দিন)
- বিএআরসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। (৪০ জন, ২ দিন)
- বিএআরসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ। (৪০ জন, ১ দিন)
- "USE OF MODERN FARM MACHINERY FOR ENSURING FOOD SECURITY" বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন এবং ১টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রকাশিত হয়েছে।
- Training on Transferable Matured Technology of "Spices Technologies" শীর্ষক প্রশিক্ষণটি ২৯-৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ০২ (দুই) দিনব্যাপী মশলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে মসলা প্রযুক্তির বিষয়ে ২৫টি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়।

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং গবেষণা কাজের দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে শস্য বিভাগ, বিএআরসি কর্তৃক গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি রিভিউ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের ফসল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএসআরআই, বিআইএনএ, বিজেআরআই, সিডিবি, বিএসআরটিআই ও বিটিআরআই) এর অংশগ্রহনে ৫টি গবেষণা ক্ষেত্রে যথাক্রমে (১) শস্য জাত উন্নয়ন কার্যক্রম; (২) ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; (৩) পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; (৪) রোগবালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; (৫) জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের ২০১৯-২০ সালের গবেষণা অগ্রগতি এবং ২০২০-২১ সালের গবেষণা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে উল্লেখিত ৫টি গবেষণা ক্ষেত্রের কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, এনআইবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট সেক্টর) কর্তৃক প্রণীত স্বল্প (২০১৭-২০১৯), মধ্য (২০১৭-২০২৩) ও দীর্ঘ মেয়াদি (২০১৭-২০২৭) জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন এবং সুপারিশ ও করণীয় বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা প্রাধিকার নির্ধারণে পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন এবং সুপারিশ ও করণীয় বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি কোর কমিটির সভা আয়োজন এবং সুপারিশ ও করণীয় বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলা এবং Voluntary National Review (VNR)-2020 দাখিল পরবর্তী এসডিজি-০২ অর্জনে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে বিএআরসি-তে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালার কার্যবিবরণী ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম এর 'ক' তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ইনস্টিটিউট বহির্ভুত বিশেষজ্ঞ প্যানেল এর সার্বিক কার্যক্রম অবহিতকরণ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে ১ জুন, ২০২১ তারিখে বিএআরসিতে পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা কর্মশালার সুপারিশসহ কার্যবিবরণী ১০ জুন, ২০২১ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে/গড়ে তুলতে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ১৩ জুন, ২০২১ তারিখে বিএআরসি-তে পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালার কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০২০ ইংরেজি অনুবাদ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও MoU এর উপর বিএআরসি কর্তৃক ৪৩ টি মতামত ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ০২টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে ০৪ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়ন এর জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে বিএডিসি, ডিএই, বারি, ব্রি, বিনা, বিজেআরআই, বিএসআরআই ও সিডিবি'র প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে ০২টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষা কর্মসূচী এর আওতায় জাত প্রত্যাহার প্রস্তাবনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে ০২টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশমালা প্রণয়ন। যা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০১তম সভায় উপস্থাপিত হয়।
- Feed the Future Biotechnology Potato Partnership (FtFBPP) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মিশিগান স্টেট ইউনিভারসিটি, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ঢাকা এর মধ্যে সংশোধিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিএআরসি উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বায়োটেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সজেনিক গবেষণার মাধ্যমে 3R gene বিশিষ্ট আলুর লেটব্লাইট রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন।
- দেশে মানসম্মত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ GAP নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। যা পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০' হিসেবে গত ২১/১২/২০২০ তারিখে মন্ত্রী সভার বৈঠকে উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয় যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।
- বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন-২০২০ এর পরিমার্জিত খসড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০ এবং উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ এর ইংরেজি অনুবাদ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি সেক্টরের উপর সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন এবং কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি সেক্টরের জন্য প্রণীত অ্যাকশন প্ল্যান উপর মতামত প্রেরণ।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) কৃষি অধ্যায়ের উপর মতামত সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কাংখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যায়ন করার জন্য Collection, Conservation and Characterization of Important Plant Genetic Resource Project শীর্ষক প্রকল্পটি ৮টি প্রতিষ্ঠান যথা- বারি, ব্রি, বিনা, বিজেআরআই, বিএসআরআই, বিএসটিআই, সিডিবি ও বিএইউ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। শস্য বিভাগ, বিএআরসি উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে কলার ০২টি, গাছ বা মেটে আলুর ০৫টি জাত নিবন্ধন হয়েছে এবং বিএসআরআই আখ-৪৭ জাত হিসেবে অবমুক্ত হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর রাজস্ব ও উহার অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের পূর্বের জেরসহ ০১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১২টি অডিট আপত্তির মধ্য হতে ০৮টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- ফল আর্মিওয়ার্ম বিশ্বব্যাপী একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক একং বিধ্বংসী পোকা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে ফল আর্মিওয়ার্ম এর মনিটরিং ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি-কে সভাপতি এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সদস্য-সচিব করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স ২টি সভায় মিলিত হয়। টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএআরআই, ডিএই, সিমিট ও এফএও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ভুট্টার সার্বিক ফলনে/উৎপাদনে প্রভাব পড়েনি।
- Proceedings of the Workshop on Production and Marketing of Tissue Culture Based Planting Material of High Value Crop; pp. 155 (Published June 2021)
- Proceedings of the National Workshop on Research, Development and Quality Seed Production for Achieving SDG2 in Bangladesh: Challenges and Opportunities; pp. 248 (Published June 2021)
- Third Country Report (draft) on 'The State of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Bangladesh' km বিভাগ এবং পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগের যৌথভাবে প্রস্তুত করে FAO, Rome, Italy-তে প্রেরণ (pp. 157)
- Review Workshop on "Matured Technology Developed by NARS Institutes (2018-19 to 2019-20)" শীর্ষক কর্মশালাটি ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত হয়।

- নার্সভুক্ত ১২টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উদ্ভাবিত হস্তান্তরযোগ্য ২৭৮টি প্রযুক্তিসমুহ উপস্থাপিত হয়। নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই, ডিওফ, ডিএলএস), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এসসিএ, এনএটিপি-২ এর ১০০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।
- নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত "নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" শীর্ষক শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রকাশনায় ৯টি নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ৯৮টি প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সরাসরি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে অবদান রাখবে।
- মসলা প্রযুক্তির বিষয়ে ১টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছে।
- কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটির দুইটি সভা খরিফ-১ মৌসুমের জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং রবি মৌসুমের ১৬ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- "সারের বিনির্দেশ অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ" সেবাটি সহজীকরণের জন্য একটি ইনোভেশন আইডিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের ৩২টি জেলার দুধ, ডিম ও মাংসে কি পরিমাণ এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায় সেটা নির্ণয় করা হয়েছে। একই সাথে কোন কোন জীবাণু এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সেগুলো শনাক্ত করে এন্টিবায়োটিক সেনসেটিভিটি নির্ণয় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ (Peste des Petits Ruminants) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বের করা হয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৪টি চয়েজএ উপপ্রকল্প চলমান রয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৪টি PBRG (Program Based Research Grant) উপপ্রকল্পের ২টি Annual Review Workshop করা হয়েছে।
- 'Research progress 2019-20 and Research program on Livestock of NARS Institute' এবং 'Impact of COVID-19 on the Livestock sector in Bangladesh and Their mitigation startegies' শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ে দুটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ১টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
- 'Antimicrobial Resistance in Bangladesh' ও 'Control of Peste des Petits Ruminants in Bangladesh' বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রকাশিত হয়েছে।
- 'চাল, আলু ও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদঘাটনে গবেষণা পরচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন': গত ২০ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএআরসির সমন্বয়ে চাল, আলু ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির কারণ উদঘাটনের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে গত ১২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চাল, আলু ও পেঁয়াজের জন্য স্বতন্ত্র ৩টি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক (inter-institutional) ও বহুশাখা ভিত্তিক (multidisciplinary) স্টাডি টিম গঠন করা হয়। কর্মপরিধি অনুযায়ী স্টাডি টিম কর্তৃক ১ (এক) মাসের মধ্যে একটি খসড়া প্রতিবেদন কাউন্সিলে দাখিল করা হয়। গবেষণা কাজটি মূলত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) এর মাধ্যমে প্রাথমিক এবং বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদঘাটনের ক্ষেত্রে নওগাঁ, শেরপুর কুমিল্লা ও ঢাকা জেলা; আলুর ক্ষেত্রে মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও ঢাকা জেলা এবং পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ফরিদপুর, নাটোর, পাবনা ও ঢাকা জেলাকে নির্বাচন করা হয়। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (KGF) এর অর্থায়নে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনের লক্ষ্যে গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ, দুপুরঃ ০২:৩০ ঘটিকায় কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বিবিএস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ১০০ জন ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় স্টাডি টিম কর্তৃক উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনটি 'বাংলাদেশে চাল, আলু ও পেঁয়াজের প্রাপ্যতা ও দামের অস্থিরতা একটি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রতিবেদন-২০২০' শিরোনামে ৩০০ (তিনশত) কপি বই আকারে প্রকাশিত হয়।
- ক্লাউড কম্পিউটিং, জিওস্পেশিয়াল রুল, ই-গভঃ অ্যাক্ট, আইসিটি ইনভেস্টিগেশন রুল, কোপারনিকাস প্রোগ্রাম ইত্যাদিসহ প্রায় ১৫টির অধিক মতামত কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।
- এপিএ, ইনোভেশন, ই-ফাইলিং, ওয়েবসাইট আপডেট, সেবা সহজীকরণ, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৪০টির অধিক প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।
- 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০' এ বিএআরসি'র ডিজিটাল সেবা প্রদর্শন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Intigrated Digital Service Development Platform" এ বিএআরসি অংশের Software Requirement Specification এ ইনপুট প্রদান।
- ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে বিএআরসিতে কর্মশালা আয়োজন।
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ন্যস্ত সকল দায়িত্ব পালন।

- নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, দ্বৈততা পরিহার ও অধিকতর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৪-১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিষয়ে দিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপক, উল্লেখিত নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের বিজ্ঞানীবৃন্দ ও কৃষি প্রকৌশলীবৃন্দের সমন্বয়ে উক্ত দিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাধিকারভুক্ত বিষয়সমূহের উপর গৃহীত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যার ভিত্তিতে তাদের গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।
- এনএটিপি-২ এর আওতায় কৃষি প্রকৌশল ইউনিটের তত্ত্বাবধানে দুইটি পিবিআরজি উপপ্রকল্পের (আইডি-০০১ এবং ০০২) চলমান রয়েছে এবং উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ড সারা বছরব্যাপী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- কৃষি প্রকৌশল ইউনিটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ২টি পিবিআরজি উপপ্রকল্পের বার্ষিক পর্যালোচনা কর্মশালা করা হয়েছে।
- বিএআরসি নিউজলেটার ভল্যুম-১৮(৩) সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- বিএআরসি নিউজলেটার ভল্যুম- ১৮(৪) সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- নার্স ডিরেক্টরি ২০১৯-২০ সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- বিএআরসি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ সম্পাদন ও মুদ্রণ।
- কৃষি ডাইরি-২০২১ সংগ্রহ ও বিতরণ।
- বিএআরসি নোটবুক-২০২১ মুদ্রণ ও বিতরণ।
- বিএআরসি ক্যালেন্ডার-২০২১ মুদ্রণ ও বিতরণ।
- 'Transfer of Agricultural Technologies to Farmers' level for Increasing Farm Productivity' (ID: 005)
- দ্রুত প্রযুক্তি হস্তান্তর (আরটিটি) মডেল Rapid Technology Transfer (RTT) model উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কৃষকের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তর করা যায়।
- বার্ষিক পর্যালোচনা কর্মশালাঃ ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের পিআইগণ তাঁদের অগ্রগতি কর্মশালায় উপস্থাপন করেন।
- প্রকল্পের আওতায় ৭টি কম্পোনেন্টের (বিএআরসি, বারি, ব্রি, বিনা, বিএসআরআই, বিএফআরআই, বিডাব্লিউএমআরআই, বিএলআরআই, এসআরডিআই, সিডিবি, বিজেআরআই) ডেস্ক ও ফিল্ড মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১০ অক্টোবর ২০২০ ও ৬ মে ২০২১ তারিখে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৩টি কম্পোনেন্টের পিসিআর পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপিতে-২ বরাবর জমা দেওয়া হয়েছে।
- উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত ১৭টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৬৩টি প্রযুক্তি ২০০জন কৃষকের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিসমূহ ৬টি কম্পোনেন্টের কার্যক্রম সরেজমিনে মনিন্টরিং করা হয়।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

National Agricultural Technology Program: Phase-II Project (NATP-2)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

বাস্তবায়নকাল : ১ লা অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে।

প্রাক্কলিত ব্যয় : প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনের পর প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩৪৬.০৮ লক্ষ টাকা।

অর্থায়নের উৎস্য : বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএইড

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

- জাতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা কৃষকের বাজার ব্যবস্থা ও খামারের আয় বৃদ্ধি করা।
- কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কাযক্রম বৃদ্ধি করা ও খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আর্থিক বরাদ্দ : ৬৪২৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যয় : ৫৯৩৪.৫২ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি:

- ইউএসএইড এর অর্থায়নে Competitive Research Grant (CRG) প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১৯০টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিকভাবে ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি (শস্য-৫১টি, প্রাণিসম্পদ-১০টি এবং মৎস্য-৮টি) নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯টি হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি হতে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ উপযোগী প্রযুক্তি ০৬টি ডিএই, ০৩টি ডিএলএস এবং ০২টি ডিওএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ এর অর্থায়নে Program Based Research Grant (PBRG) এর মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক মৌলিক ও কৌশলগত ৩-৪ বছর মেয়াদি ৫১টি গবেষণা কার্যক্রম ১৯০টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ে নার্সভুক্ত বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ৮০টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (২০২০-২০২৪) এর আওতায় নিম্নোক্ত ৬ (ছয়)টি প্রকল্প প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেক্টর	অগ্রাধিকার (উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	উচ্চ	বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জোরদারকরণ প্রকল্প ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৫	৩৭০০০.০	৩৭০০০.০	-
	উচ্চ	বাংলাদেশে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে সামুদ্রিক শৈবালের গবেষণা ও উন্নয়ন ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৫	১৯৫০০.০	১৯৫০০.০	-
	উচ্চ	জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৬	২০০০০.০	২০০০০.০	-
	উচ্চ	লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৫	৯০০.০০	৯০০.০	-
	উচ্চ	সমন্বিত ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প ১ জুলাই/২০২০ হতে ৩০ জুন/২০২৫	১৫০০০.০	১৫০০০.০	-
	উচ্চ	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক প্রকল্প ১ জুলাই/২০২২ হতে ৩০ জুন/২০২৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০	-

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

- বিএআরসি'র তত্ত্বাবধানে SRDI এবং IWM এর আওতায় "Development of Upazila Land Suitability Assessment and Crop Zoning System of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। শস্য বিভাগ, বিএআরসি উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় (১) Crop Zoning System: http://cropzoning.gov.bd:81/cziis; (২) 'খামারি' (Khamari) mobile Apps is downloadable from Google Play Store.search as khamari or 'খামারি' (৩) Agri-Advisory Portal: http://cropzoning.gov.bd:82 তৈরি করা হয়েছে।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১' প্রাপ্তি: জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১' অর্জন করে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্যাটাগরিতে কাউন্সিল এই পুরস্কার লাভ করে।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর লাইব্রেরি -তে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন।
- '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' প্রকাশ- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' প্রকাশ করেছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস) এর এপেক্স বডি হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৩টি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এনএআরএস প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫৫টি উচ্চফলনশীল জাত এবং ৫৯১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি প্রযুক্তি এই এটলাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রযুক্তির পাশাপাশি এটলাসে প্রযুক্তি ব্যবহারে ২৫টি সাফল্যের গল্প আছে যাতে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রযুক্তির উৎকর্ষ তুলে ধরা হয়েছে। এটলাসটি আধুনিক কৃষি উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক হবে। এটলাসটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রযুক্তিসমূহ দেশের খাদ্য ও পুষ্টিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের চাহিদা পূরণেও সহায়ক হবে।

  দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে কৃষির কিছু দৃশ্যমান প্রভাব এটলাসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- বিশ্বে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তৃতীয়, পাটে দ্বিতীয়, আমে সপ্তম এবং পেয়ারা ও আলু উৎপাদনে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। একইভাবে বিশ্বে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম, অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, ছাগল সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে চতুর্থ এবং গবাদিপ্রাণির সংখ্যায় দ্বাদশ স্থানে রয়েছে।

  একশতটি প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে ২৫টি সাফল্যের গল্প সামগ্রিকভাবে কৃষির সকল ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন- দানাজাতীয় ফসল, ডাল, তৈলবীজ, আঁশ ও চিনিজাতীয় ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, বন, রেশম, চা, মৃত্তিকা সম্পদ, সেচ ইত্যাদি। বিশেষভাবে এসব প্রযুক্তি ও সফলতার গল্পে জীবজ-অজীবজ ঘাত সহিষ্ণু ফসলের উচ্চফলনশীল জাত, হাইব্রিড এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এটলাসটি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও সফলতার গল্পসমূহ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় রচিত হয়েছে।
- কৃষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(ঞ) উপসংহার

এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, মূল্যায়ন এর কাজ করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাই আশা করা যায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে এবং আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হবে।

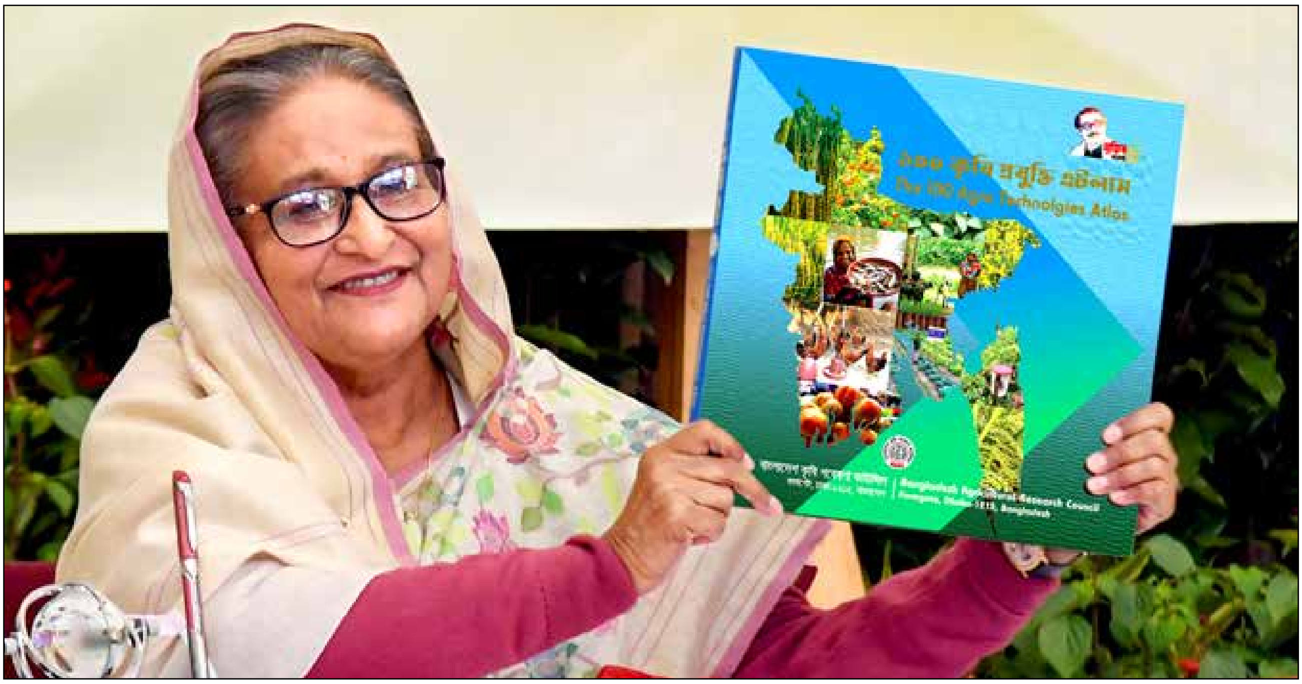

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' এর মোড়ক উন্মোচন

"The consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)" এর বিশেষজ্ঞ কমিটি'র ৭ম সভা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ইনস্টিটিউট বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সাথে মতবিনিময় সভা

চাল, আলু ও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদ্ঘাটনে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

NATP-2 প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা

বিএআরসি'র বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bari.gov.bd

(ক) ভূমিকা : প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসল ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্ণীল ঐতিহ্যের অধিকারী একটি অনন্য সাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০ সালের ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস্-এর অধীনে 'ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে কৃষি গবেষণার শুভ সূচনা হয়। এরপর সদাশয় ভাইসরায় লর্ড কার্জন একে 'নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিচার্স' নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যদায় সমুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর ঢাকা ফার্ম নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের এবং ৪টি শীষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে গবেষণার প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্থান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' রাখা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের অধীন 'গবেষণা' ও 'সম্প্রসারণ' নামে দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকা ফার্মকে কেন্দ্র করে সেকেন্ড ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে গবেষণার দারুণ প্রতিবন্ধকতা গৃষ্টি হয়। যাহোক, ১৯৬৮ সালে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের একটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং অন্যটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন) রাখা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্নপ্রকাশ করে।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

১. ফসলের উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিমান সম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ

ভিশন (Vision)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

মিশন (Mission)

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমান সম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন;
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ;
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা;
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
৮. ফসলের বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা করা।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি (Functions)

১. কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩. বিভিন্ন দানাদার ফসল, কন্দাল ফসল, তৈলবীজ ফসল, ফুল, ফল, ডাল, সবজি, মসলা, ইত্যাদি ফসলসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, নতুন জাত উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কৃষি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ;
৪. গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার, খামার এবং অবকাঠামো স্থাপন;
৫. জার্ম-প্লাজম (germ plasm) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;
৬. ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. কৃষি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্যাবলী সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
৮. কৃষি উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৯. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি সরবরাহ এবং ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা;
১০. কৃষিতে জীব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
১১. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিতকরণ;
১২. স্থানীয়ভাবে কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন;
১৩. প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ;
১৪. কৃষি সংক্রান্ত পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন, শস্য পঞ্জিকা ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ;
১৫. স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান;
১৬. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ;
১৭. কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়নের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার ও উক্ত বিষয়ক সমস্যার উপর দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;
১৮. প্রকল্প গ্রহণ;
১৯. সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং
২০. প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো কার্য।

(খ) **জনবল :** প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র : নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১.	গ্রেড নং-১	১	১	০	
২.	গ্রেড নং-২	৮	২	৬	
৩.	গ্রেড নং-৩	৩৯	৩৭	২	
৪.	গ্রেড নং-৪	১০২	৯৯	৩	
৫.	গ্রেড নং-৫	৪	০	৪	
৬.	গ্রেড নং-৬	২৩১	২২৬	৫	
৭.	গ্রেড নং-৭	০	০	০	
৮.	গ্রেড নং-৮	০	০	০	
৯.	গ্রেড নং-৯	৩৫০	২৫৪	৯৬	
১০.	গ্রেড নং-১০	৪২	১৬	২৬	
১১.	গ্রেড নং-১১	৫৬৪	৫১১	৫৩	

ক্র : নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১২.	গ্রেড নং-১২	৩০	২৩	৭	
১৩.	গ্রেড নং-১৩	৪৬	২৩	২৩	
১৪.	গ্রেড নং-১৪	৮৮	৭৮	১০	
১৫.	গ্রেড নং-১৫	৭	৪	৩	
১৬.	গ্রেড নং-১৬	৪৩০	৩৫২	৭৮	
১৭.	গ্রেড নং-১৭	২৫	২১	৪	
১৮.	গ্রেড নং-১৮	১৩৮	১১৬	২২	
১৯.	গ্রেড নং-১৯	৩৩	২৯	৪	
২০.	গ্রেড নং-২০	৬০৬	৪৮৮	১১৮	
	মোট	**২৭৪৪**	**২২৮০**	**৪৬৪**	

২০২০-২১ অর্থবছরে পদোন্নতি			২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১৪	০	১৪	০	০	০	

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	৪০৮২	-	-	২৮৬	৪৩৬৮	একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-	-	
৩.	গ্রেড ১১-২০	৯২৫	-	-	-	৯২৫	
মোট		**৫০০৭**	**-**	**-**	**২৮৬**	**৫২৯৩**	

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি (দেশ+বিদেশ)	এমএস (দেশ+বিদেশ)	অন্যান্য (বিদেশ)	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	০+১	-	-	১	
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট		**০+১**	**-**	**-**	**১**	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, ডেল্টাপ্ল্যান এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হয়েছে।

২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ১৬৩টি, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ৪৮৮টি, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র ১১৪টি, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ১০২টি, মসলা গবেষণা কেন্দ্র ১৪০টি, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র ৩৭টি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ৯০টি, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ৫৪টি, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ ২১টি, জীব প্রযুক্তি বিভাগ ৩১টি, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ ১৮টি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ ১০৩টি, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ৯২টি, কীটতত্ত্ব বিভাগ ১৩০টি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ৩৪৬টি, ফার্ম মেশিনারী এন্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৩৭টি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২৮টি, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ২০টি, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ ২৬টি, এএসআইসিটি ১৪টি, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ ১২টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ১৩৫টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মৌলভীবাজার ৪৫টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী ১৬৯টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী ২৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর ৭২টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট ৯৩টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর ৯৮টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা ৪৮টি, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রসমূহ ২৬টি সহ সর্বমোট ২৭৭৯টি গবেষণা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে ১৫নং নির্দেশনাটি হলো- খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোনো জমি পতিত রাখা যাবে না।

উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেসমূহ হলো-

- বারির বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগ/স্টেশন/উপকেন্দ্র/এমএলটি সাইট/এফএসআরডি এর নিজস্ব আবাদযোগ্য সকল জমি চাষের আওতায় এনে মৌসুম উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও সবজির চাষাবাদ করা হয়েছে।
- বসতবাড়ির আঙিনায় বছরব্যপী সবজি, মসলা ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত সরেজমিন গবেষণা বিভাগের এফএসআরডি ও এমএলটি সাইটে বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগের এফএসআরডি ও এমএলটি সাইটে বিভিন্ন ফল ও সবজির চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ১৩০ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন ও ৭০ কেজি প্রজনন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭১৪০ লাখ টাকা এবং জুন/২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭০৮৪.৯১ লাখ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.২%।

(লাখ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থবছরের		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
১.	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন	এপ্রিল ২০১৬ -ডিসেম্বর ২০২১	২৭০২.৩৯	৫৫১.০০	৫৫১.০০	১০০%
২.	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৬- জুন ২০২১	৭০৫৫.৫২	১২০৪.০০	১১৮৬.৫০	৯৮.৬%
৩.	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অংগ)	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২	৩৬৫১.৬৫	৫৯০.০০	৫৯০.০০	১০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থবছরের		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
৪.	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১	২০৮৫.০০	২৪২.০০	২৪১.০০	৯৯.৬%
৫.	বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ	অক্টোবর ২০১৭ - জুন ২০২২	৯৪০০.০০	১৯৬৮.০০	১৯৪২.০০	৯৮.৭%
৬.	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	১৫৭০০.০০	১২২৪.০০	১২২৪.০০	১০০%
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বারি অংশ)	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪	১৪৫৭.৯৭	২৯০.০০	২৮৭.৩২	৯৯.১%
৮.	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	৩৭২৭.৫২	৪৮০.০০	৪৮০.০০	১০০%
৯.	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫	৫৬০০.০০	৪৬২.০০	৪৫৪.১৯	৯৮.৩%
১০.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫	২০৪৪.০০	৯২.০০	৯২.০০	১০০%
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩	২০৭.০০	১৫.০০	১৪.৯০	৯৯.৩
১২.	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (বারি অংশ)	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫	৫৩৩০.৭৫	২২.০০	২২.০০	১০০%
	সর্বমোট	**৫৮৯৬১.৮০**	**৭১৪০.০০**	**৭০৮৪.৯১**	**৯৯.২%**	

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯টি রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৮৫১.৯৩ লাখ টাকা এবং জুন/২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৮১৩.৯৩ লাখ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯%।

(লাখ টাকায়)

ক্র : নং	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরে		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
১.	উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে সূর্যমুখী উৎপাদন ও বিস্তার এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	১৩৪.৯৪	৫৩.০৪	৫৩.০৪	১০০%

ক্র : নং	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরে		
				বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)
২.	চীনাবাদামের উন্নত জাত ও আন্তঃফসল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষকদের পুষ্টি ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	৯৬.৫০	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৩.	বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস সাকুলেন্ট ও বাল্ব-করম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য-সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি					১০০%
৪.	উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলেপড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	২৮২.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	১০০%
৫.	জোয়ার ভাটাপ্রবণ দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উপযোগিতা যাচাই পূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	১৭৮.৯৪	৯৫.১০	৯৫.১০	১০০%
৬.	নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	২৩৫.১৭	১৫১.০৭	১৫১.০৭	১০০%
৭.	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফল, পান, সুপারি ও ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় শনাক্তকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	২৩৫.১৭	১৫১.০৭	১৫১.০৭	১০০%
৮.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান গবেষণার এ্যাক্রিডিটেশন কর্মসূচি	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১	৮৫৯.০০	৮৩৩.০০	৭৯৫.০০	৯৫.৪৪%
৯.	বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন পরীক্ষা, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কমিউনিটি বেসড পাইলট প্রোডাকশান প্রোগ্রাম	জুলাই ২০২০-জুন ২০২২	৫০০.৫৫	৪.৪২	৪.৪২	১০০%
	সর্বমোট		**৩২৪২.৪০**	**১৮৫১.৯৩**	**১৮১৩.৯৩**	**৯৯%**

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

২০২০-২১ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বরাদ্ধ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
২৮৩৩২.৬৯	২৭৮৩৫.৭৫	৯৮.২৪%

(জ) বিএআরআই এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১০টি ফসলের ১৫টি নিবন্ধিত জাত (বর্ণনা-ক)
- ২৫টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি
- যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও সহযোগীতার আদান প্রদানের জন্য প্রায় ১১টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ১২ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন, ৯৭০ কপি জার্নাল এবং ১৩০১৫ অন্যান্য (নিউজলেটার, বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি), ব্যবহারকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ৫০টি কর্মশালা, ১৭০টি প্রশিক্ষণ, ১৭২টি মাঠদিবসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণ/বিস্তার করা হয়েছে।
- ৯৭টি ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৬.১৯ লাখ চারা, কলম এবং কাটিং উৎপাদন এবং ১৫.৬২ লাখ চারা, কলম এবং কাটিং কৃষকের মাঝে বিতরণ।
- ৩৬৭ মেট্রিক টন ব্রিডারবীজ ও ৪৮৮ মেট্রিক টন মানঘোষিত বীজ উৎপাদন।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/ হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১.	তিসি	বারি তিসি-২	১০-০৮-২০২০	১.১৫-১.৫৫	• গাছের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি. • গাছের গোড়ার দিক থেকে গুচ্ছ আকারে ৪-১০টি প্রধান শাখা বেড় হয় যা পার্শ্বশাখা বিহীন • কাণ্ডগুলো মোটা ও শক্ত তাই হেলে পরে না • প্রতি গাছে ২৫-৭০টি ফল ধরে • প্রতি ক্যাপসুলে ৭-১২ বীজ থাকে বীজগুলো ডিম্বাকৃতি মসৃণ এবং চ্যাপ্টা • বীজের রঙ সাদাটে যা প্রচলিত নীলা জাত থেকে সহজেই আলাদা করা যায়

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/ হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
২.	সয়াবিন	বারি সয়াবিন-৭	১০-০৮-২০২০	১.৮৮-২.৪৪	• জাতটি খাট ও খাঁড়া প্রকৃতির এবং খরা সহনশীল • বপন থেকে ফসল উঠানো পর্যন্ত ১১০-১২০ দিন সময় লাগে • দানার আকার অনেক বড় (১০০ বীজের ওজন ১২-১৬ গ্রাম) • প্রতিটি শুঁটিতে ২-৩ করে দানা থাকে • জাতটি শোষক পোকা ও YMV প্রতি মধ্যম মাত্রায় সহনশীল
৩.	জাম	বারি জাম-১	১০-০৮-২০২০	৬.০	• উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮৩% • ফলের আকার বড় এবং প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯.৬ গ্রাম • একটি ৬ বছর বয়সি গাছের গড় উৎপাদন ৫৮.৭ কেজি এবং ফল সংখ্যা ৬৬৭০টি • পাকা ফল কালো এবং নরম • মিষ্টি (টিএসএস-১২.৪%) • ফল সংগ্রহের সময়কাল মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই পর্যন্ত
৪.	আম	বারি আম-১৩	২৪-০৭-২০২০	৫.০	• নাবী জাত। ফল সংগ্রহের সময় জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • প্রতিটি ফলের ওজন ২২০ গ্রাম এবং ফলের আকার ইলেপটিক • পরিপক্ব ফল লাল/মেরুন রঙ হয়ে থাকে • ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৪.৬৭% • মিষ্টি (টিএসএস-২১%) • ভিটামিন ও মোট সুগার যথাক্রমে ০.৩৩ মি. গ্রাম./১০০ গ্রা. ও ৮.০১%
৫.	আম	বারি আম-১৪	৩১-১২-২০২০	৭.৩৬	• মধ্যম নাবী জাত। ফল সংগ্রহের সময় জুন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য জুলাই পর্যন্ত • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩২৭.০ গ্রাম এবং ফল গোলাকৃতির। • পরিপক্ব ফল সবুজাভ হলুদ রঙ এর হয়ে থাকে। • শাঁস হলুদ রং এবং দৃঢ় প্রকৃতির কিন্তু অধিক পরিপক্ব অবস্থায় নরম হয়ে যায়। • বারি আম-৬ এর তুলনায় ফলের গড় খাদ্যোপযোগী অংশ বেশি (৭৭.৮৯%)। • খেতে খুব মিষ্টি (গড় টিএসএস-২০.৬%) • ছয় বছর বয়সি গাছের ফলন ২২৫টি/গাছ ও ৭৩.৬৩ কেজি/গাছ।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/ হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
৬.	আম	বারি আম-১৫	০১-১১-২০২০	২২.১১	• নাবী জাত। ফল সংগ্রহের সময় জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬৮০ গ্রাম এবং ফল উপবৃত্তাকার। • পরিপক্ব ফল হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করে। • শাঁস হলুদ রঙ এর শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। • ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮২.৩৫% • বেশ মিষ্টি (টিএসএস-২৪%) • ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ০.৩৩ মি. গ্রাম/১০০ গ্রা. ও ১৫.৭%
৭.	আম	বারি আম-১৬	০১-১১-২০২০	২৪.১২	• অধিক নাবী জাত। ফল সংগ্রহের সময় হচ্ছে শেষ জুলাই থেকে আগস্ট এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলপ্রদানকারী • প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৫৭১ গ্রাম এবং উপবৃত্তাকার। • পরিপক্ব ফল হালকা কমলা রঙ হয়ে থাকে। • শাঁস কমলা বর্ণের, শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। • ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০.২% • বেশ মিষ্টি (টিএসএস-২৫%) • ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ০.২৪ মি. গ্রাম/১০০ গ্রা. ও ২০.২৪%
৮.	আম	বারি আম-১৭	০১-১১-২০২০	২৫.৩৫	• নাবী জাত। ফল সংগ্রহের সময় জুলাই এর শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬৫০ গ্রাম ও ফল গোলাকার। • পরিপক্ক ফল হলুদাভ সবুজ রঙ হয়ে থাকে। • শাঁস হলুদ রঙ এর শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। • ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৮.৪৬% • মিষ্টি (টিএসএস-২৫.৫০%) • ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ০.৩০ মি. গ্রাম/১০০ গ্রা. ও ২১.৭১%
৯.	তরমুজ	বারি তরমুজ-১	৩১-১২-২০২০	৪০	• গাছ প্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ২-৩টি • ফলের গড় ওজন ৩.৫-৪.৫ কেজি • গড়ে গাছপ্রতি ফলন ১১-১২ কেজি (প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৯.৮ ভাগ বেশি) • ফলে মাছি পোকার আক্রমণের মাত্রা তুলনামূলক কম

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/ হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১০.	তরমুজ	বারি তরমুজ-২	৩১-১২-২০২০	৩০	• গাছপ্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ২-৩টি • ফলের গড় ওজন ৩.৫-৪.৫ কেজি • গড়ে গাছপ্রতি ফলন ৭-৮ কেজি • ফলে মাছি পোকার আক্রমণের মাত্রা তুলনামূলক কম
১১.	ফসলা	বারি ফলসা-১	৩১-১২-২০২০	২০	• ফসল সংগ্রহের সময় মে-জুন • উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • ফলের গড় ওজন ০.৬৬ গ্রাম • পাকা অবস্থায় ফলের রং বেগুনি • ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৮% • মিষ্টি (টিএসএস-২৪%)
১২.	তিল	বারি তিল-৫	১৯-০১-২০২১	১.৪০-১.৭০	• উৎপাদন মৌসুম : খরিফ-১ ও খরিফ-২ • গাছ শাখাবিহীন ও পাতার রঙ হালকা সবুজ • শুটিগুলো লম্বাটে ধরনের তাই প্রতিটি শুটিতে বীজের সংখ্যা বেশি থাকে। • কনফেকশনারি ও বেকারি আইটেমে সরাসরি ব্যবহারযোগ্য। • বীজ সিংগেল কোট বিশিষ্ট যা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য • জীবনকাল : ৮০-৯০ দিন
১৩.	আতা	বারি আতা-১	০৩-০২-২০২১	২৪.০	• উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী • ফলের গড় ওজন ২৬১ গ্রাম • প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ৩২২টি • ফলের ত্বক লালচে বাদামি এবং শাঁসের রঙ ধূসর সাদা • দশ বছর ফলদানের উপযোগী থাকে
১৪.	কদবেল	বারি কদবেল-২	০৩-০২-২০২১	২০.০	• নিয়মিত ফল প্রদানকারী ও উচ্চফলনশীল • ফলের গড় ওজন ৩৪৭ গ্রাম • প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ১৬৬টি • ফলের খোসা বাদামী • স্বাদ টকমিষ্টি এবং নরম
১৫.	মিষ্টিআলু	বারি মিষ্টিআলু-১৭	০৩-০৩-২০২১	২২-২৫	• কন্দ লম্বাকৃতি • কন্দমূলের চামড়া গোলাপি এবং শাঁস গাঢ় গোলাপি • প্রতি গাছে কন্দের সংখ্যা ৬-৭টি • জীবনকাল : ১২০-১৩০ দিন

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রমিক নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম
১.	আন্তঃফসল হিসেবে সরগমের সাথে মটরশুঁটির চাষ
২.	লবণাক্ত এলাকায় বিনা চাষে রসুন উৎপাদন কৌশল

ক্রমিক নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তির নাম
৩.	চার ফসলভিত্তিক ফসলধারা আলু/মিষ্টিকুমড়া-পাট-রোপা আমন ধান রংপুর অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলধারা
৪.	চার ফসলভিত্তিক ফসলধারা বোরো-রোপা আমন ধান/মাসকলাই টাঙ্গাইলের মির্জাপুর অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলধারা
৫.	চার ফসলভিত্তিক ফসলধারা গাজর মিষ্টি কুমড়া+পুঁইশাক-রোপা আমন ধান মানিকগঞ্জের সিংগাহ অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলধারা
৬.	টাঙ্গাইল আঞ্চলে বাঁধাকপি-ঢেঁড়স-রোপা আমন ধান একটি লাভজনক ফসলধারা
৭.	কিশোরগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে এক ফসল ধারার পরিবর্তে (পতিত-বোরো ধান-পতিত) দুই ফসল ধারার (সরিষা-বোরো ধান পাতিত) প্রবর্তন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি
৮.	সাতক্ষীরা এলাকার প্রচলিত ফসল বিন্যাসের পরিবর্তে লাভজনক মটরশুটি বোরো-রোপা-আমন ধান ফসল বিন্যাসের প্রবর্তন
৯.	চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা বারি সরিষা-১৭-বারি লালশাক-১- বারি ঢেঁড়স-২-ব্রি ধান-৭৫ কক্সবাজার ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৩ এর লাভজনক ফসলধারা
১০.	পেঁয়াজের ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে বায়োস্লারি ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত প্রয়োগ
১১.	জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে লেবুর পাতা সুড়ঙ্গ পোকা (সাইটধাস লিফমাইনার) দমন ব্যবস্থাপনা
১২.	নারিকেল গাছের বিধ্বংসী পোকা রোগোছ স্পাইরালিং ফ্লাই এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা
১৩.	টমেটোর ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া এবং শিকড়ে গিট কৃমি রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
১৪.	পানের পাতা দাগ রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা
১৫.	বেগুনের ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা
১৬.	ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং পদ্ধতিতে উৎকৃষ্টমানের কাঁঠালের চিপস্ তৈরিকরণ
১৭.	ইনভিট্রো পদ্ধতিতে পেঁপের চারা উৎপাদনের কলাকৌশল
১৮.	সরগমের খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ
১৯.	বাণিজ্যিকভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বারি স্ট্রবেরি-৩ এর চারা তৈরির কৌশল
২০.	দুই পাহাড়ের মাঝে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করে উঁচু পাহাড়ে পানির ট্যাংক ও পাম্প স্থাপন করে শুষ্ক মৌসুমের ফল বাগানের সেচ ব্যবস্থাপনা
২১.	জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে লেবুর পাতা সুড়ঙ্গ পোকা (সাইট্রাস লিফমাইনার) দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
২২.	মাইক্রোপ্রোপাগেশনের মাধ্যমে বারি স্ট্রবেরি-২ এর চারা উৎপাদন প্রযুক্তি
২৩.	জিবেরেলিক এসিড এর প্রয়োগের মাধ্যমে সয়াবিনের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন
২৪.	আন্তঃফসল হিসেবে মুখীকচুর সাথে তিলের চাষ
২৫.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শূন্য চাষে চারা রোপণের মাধ্যমে সূর্যমুখীর চাষ

(ঝ) উপসংহার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ ১৩৫টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৫৯৮টি উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৫৭৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিএআরআই এর গবেষণা সাফল্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের দ্রুত বিস্তার ও মাঠ পর্যায়ে যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষিতে প্রতিশ্রুতিশীল প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ অর্জন করে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে বিএআরআই তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করছে।

মসলা গবেষণা কেন্দ্রে জিরা ও উচ্চমূল্য মসলা ফসলের প্রযুক্তির উপর আয়োজিত কৃষক সমাবেশে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সিনিয়র কৃষি সচিব পেঁয়াজের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাটিবিহীন চাষাবাদ পদ্ধতি পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেগুনের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

অফিসার বেসিক কোর্স (আরভিএফসি) এর প্রশিক্ষণার্থীদের বারি পরিদর্শন

ভাসমান বেডে লাউ চাষ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.brri.gov.bd

(ক) ভূমিকা: প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন, ভিশন ও কার্যাবলী

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২২৪ জন বিজ্ঞানীসহ মোট ৫৭৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রূপকল্প
টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন

অভিলক্ষ্য
ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা, ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

গবেষণা কার্যক্রম

উনিশটি বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-
১. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)
২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)
৫. আর্থসামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)
৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

ব্রির মহাপরিচালক প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণ প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য। প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সরকারের প্রাধিকার কৃষি নীতিমালা, SDG, Southern master plan অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও ব্রি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ব্রি IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA, Norway সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(খ) জনবল : অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্য/২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

(৩০-০৬-২০২১ তারিখে)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	গ্রেড-১	১	০	১	-
২	গ্রেড-২	২	২	০	-
৩	গ্রেড-৩	২৭	২২	৫	-
৪	গ্রেড-৪	৪৪	৩৯	৫	-
৫	গ্রেড-৫	৪	৪	০	-
৬	গ্রেড-৬	১২৫	১১৩	১২	-
৭	গ্রেড-৭	২	-	২	-
৮	গ্রেড-৮	-	-	-	-
৯	গ্রেড-৯	১৪১	৭০	৭১	-
১০	গ্রেড-১০	১১১	৭২	৩৯	-
১১	গ্রেড-১১	২৭	১৭	১০	-
১২	গ্রেড-১২	১	১	০	-
১৩	গ্রেড-১৩	৫	৩	২	-
১৪	গ্রেড-১৪	৫৬	৪৩	১৩	-
১৫	গ্রেড-১৫	১২	৯	৩	-
১৬	গ্রেড-১৬	৮৩	৫৮	২৫	-
১৭	গ্রেড-১৭	৬	১	৫	-
১৮	গ্রেড-১৮	৩১	২৮	৩	-
১৯	গ্রেড-১৯	-	-	-	-
২০	গ্রেড-২০	১০৮	৯২	১৬	-
মোট =		**৭৮৬**	**৫৭৪**	**২১২**	

ছক-২: প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	-	-	-	কর্মকর্তা-৪৮ এবং কর্মচারী-২০টি মোট ৬৮টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে ১-৩-২০২০ তারিখ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন :

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন : (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১।	গ্রেড ১-৯	৩৭	-	২৩৪	-	২৭১	
২।	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-	
৩।	গ্রেড ১১-২০	৩	-	-	-	৩	
	মোট	৪০	-	২৩৪	-	২৭৪	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১।	গ্রেড ১-৯	১	-	-	১	
২।	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩।	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	**১**	**-**	**-**	**১**	

ছক-২: (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১।	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২।	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩।	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	**-**	**-**	**-**	**-**	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বোরো মওসুমে চাষাবাদের উপযোগী ৩টি জাত (ব্রি ধান৯৭, ব্রি ধান৯৯, বঙ্গবন্ধুধান১০০) উদ্ভাবন করা হয়েছে ।
- আউশ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী ১টি জাত ব্রি ধান৯৮ উদ্ভাবন করা হয়েছে ।
- প্রসিদ্ধ স্থানীয় জাতগুলো সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বালাম ধানের গুণাগুণ উচ্চফলনশীল ধানে স্থানান্তরের মাধ্যমে কৌলিক সারি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫০ জাতের সাথে বালাম ধানের ক্রসিং করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত সারিগুলো F4 জেনারেশনে আছে। এছাড়া সিলেট বালামের সাথে পার্পল ধান, হাবু ধান, নাইজারশাইল ও BR8845-18-1-5-4-10-4 এর ক্রসের ব্রিডিং পপুলেশন F3 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে। লক্ষ্মীদীঘা, লালদীঘা, খৈয়ামটর জাতের উন্নয়নের জন্য আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে সাদাপাজাম, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ও ব্রি ধান৮৭ এর সাথে সংকরায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্মীদীঘার ক্রস হতে প্রাপ্ত সেগ্রিগেটিং প্রজেনি F2 জেনারেশনে আছে। বিভিন্ন বালাম জাতের বিশুদ্ধ সারি বাছাই করে জাত উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। বিআর১১ ও ব্রি ধান৪৯ জাতের সাথে বিরুই ধানের ক্রসিং করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত সারিগুলো F4 জেনারেশনে আছে। গত আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে ব্রি ধান৮৭ এর সাথে রানীসেলুট ধানের ক্রস করা হয়েছে। এছাড়াও IR77734-93-2-3-2 ও BR7372-35-3-3-HR5 (Com) এর সাথে টেপিবোরো ধানের সংকরায়ণ করার পরে

ব্রিডিং পপুলেশন F4 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে। কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ব্রি ধান৫০ ও টেপিবোরো এর সংকরায়ণ হতে প্রাপ্ত তিনটি অগ্রগামী কৌলিক সারি বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে SYT (Secondary Yield Trial) হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। রাতাবোরো ধানের সাথে ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৮১ ও BR8862-29-1-5-1-3 এর সংকরায়ন করে প্রাপ্ত ব্রিডিং পপুলেশন F2 জেনারেশনে অগ্রগামী করা হয়েছে । এছাড়া প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ব্রি ধান৯০ এর Aroma বৃদ্ধির জন্য ব্রি ধান৩৪, রাঁধুনীপাগল ও ধনিয়া ধানের সাথে গত আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে সংকরায়ণ করা হয়েছে। চলতি আমন ২০২০-২১ মৌসুমে সুগন্ধযুক্ত ও কাটারীভোগ ধানের দানার মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ৩টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্রি ধান৩৭ ও দিনাজপুর কাটারীভোগ একং চেক জাতসহ ALART হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত কৌলিক সারিগুলোর মধ্যে BR8882-30-2-5-2 সারিটির ফলন ক্ষমতা ৩.৯৫ টন/হেক্টর এবং জীবনকাল ১৩৯ দিন। এছাড়া ১১টি কাটারীভোগ এবং কালিজিরা ধরনের কৌলিক সারি ২টি আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় চলতি রোপা আমন ২০২০-২১ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

- TRB (Transforming Rice Breeding) প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত RGA গ্রিনহাউজে প্রতি মওসুমে প্রায় ৪৫,০০০টি কৌলিক সারি অগ্রগামী করা হচ্ছে। প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কৌলিক সারি Field RGA-এর মাধ্যমে প্রতি বছর অগ্রগামী করা হচ্ছে। সর্বমোট ৮৪,৭৪০টি কৌলিক সারি Line Stage Testing ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ৮,৫৫৮টি প্রজনন সারি OYT তে এবং ২,২২০টি প্রজনন সারি PYT তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বমোট ৮৩৫টি Genotype-এর QTL fingerprinting সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫,৬৬২টি F1 Plants- এর Quality Checking মলিকুলার মার্কার-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৯,১৬২টি Line Selection Trial জেনোটাইপ-এর QTL fingerprinting করা হয়েছে। ১৫,৭০৭টি Line Stage Testing ট্রায়ালের Bacterial Blight (BB) Score নির্ণয় করা হয়েছে।

- রোপা আউশ মৌসুমের ১টি (উচ্চমাত্রার এ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ বিআর২৬-এর বিকল্প), বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল ২টি (সমগ্র জীবনকালব্যাপী ৮-১০ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল) উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ ১টি (২৫.৭ মি.গ্রা./কেজি) ও লো-জিআই বিশিষ্ট ১টি (৫৫ জিআই) এবং রোপা আমন মৌসুমের গলমাছি প্রতিরোধী ১টি (স্কোর ৫) অগ্রগামী কৌলিক সারির প্রস্তাবিত জাতের মূল্যায়ন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

- অধিক তাপসহনশীল জাত উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় Milyang23, Giza178, N22, NSIC Rc222 I Mestizo চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে আউশ ২০১৯ মৌসুমে ২৫২টি অগ্রগামী কৌলিক সারি, ব্রি রাজশাহীতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। রোপা আউশ ২০২০-২১ মৌসুমে সবচেয়ে ভালো (৫.৩-৫.৯ ট./হে.) ও অধিক তাপসহনশীল এবং উচ্চ এ্যামাইলোজ সম্পন্ন ৫টি অগ্রগামী কৌলিক সারি ব্যবহার করে AYT ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আইআর৯৯৮৫৩-বি-বি-৩১০ কৌলিক সারিটি ১১৪ দিনে ৫.৭ টন হে. ফলন প্রদর্শন করেছে। কৌলিক সারিটির এ্যামাইলোজ ২৭% এবং উচ্চ তাপে (রাতের বেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি সে.) ১০% স্পাইলেট স্টেরিলিটি প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও AGGRi Alliance প্রকল্পের মাধ্যমে IRRI থেকে প্রাপ্ত ৩০০টি কৌলিক সারি রাজশাহী অঞ্চলের উচ্চতাপমাত্রা সম্পন্ন এলাকায় নাবি বোরো ২০২০ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে।

- হাওড় অঞ্চলের জন্য ঠাণ্ডা সহনশীল বোরো ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রজনন পর্যায়ে মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল দুইটি কৌলিক সারি (TP7594, TP16199) শনাক্ত করা হয়েছে। ঠাণ্ডা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের আওতায় Rapid Generation Advance (RGA) পদ্ধতি এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত অগ্রগামী কৌলিক সারিসমূহ থেকে বিগত তিন বছরে বাছাইকৃত দুইটি অগ্রগামী সারি IR100723-B-B-B-B-61 ও IR100722-B-B-B-B-11 এবং TP7594 ও TP16199 কৌলিক সারিগুলো বোরো ২০১৯-২০ মওসুমে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় হাওড় অঞ্চলে ১০টি স্থানে ও রাজশাহী অঞ্চলে ০৩টি এবং রংপুর অঞ্চলে ০৩টি স্থানে পরীক্ষা স্থাপন করা হয়েছিল। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে TP16199 এবং IR100722-B-B-B-B-11 কৌলিক সারিদ্বয়কে হাওড় এলাকার উপযোগী ঠাণ্ডা সহনশীল সম্ভাব্য ধানের জাত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

- Transforming Rice Breeding (TRB) প্রকল্পের আওতায় ঠাণ্ডা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য বোরো ২০১৯-২০২০ মৌসুমে F2-F6 জেনারেশনের সেগ্রিগেটিং ২২,৯০৭টি প্রজেনি RGA এর মাধ্যমে অগ্রগামী করা হচ্ছে। পরীক্ষায় মূল্যায়নপূর্বক ১৭৭৩টি লাইন শনাক্ত করা হয়েছে এবং ১১,০০০ কৌলিক সারি Line Stage Testing (LST), ৮৬৬টি কৌলিক সারি OYT, ৭৮টি কৌলিক সারি AYT এবং ৫টি কৌলিক সারি Regional Yield Trial (RYT)-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। OYT(Cold Stress) ট্রায়াল থেকে সর্বমোট ৬১টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে। AYT (Cold Stress) ট্রায়াল থেকে সর্বমোট ৯টি কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়েছে যার মধ্যে RGA-derived কৌলিক সারিগুলো হচ্ছে BR11000-5R-19, BR11000-5R-39, BR11000-5R-31, BR11000-5R-65, BR11000-5R-27, BR11000-5R-39 এবং BR11001-5R-37 ইত্যাদি।

- ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে গত রোপা আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে ৯টি ক্রস নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন প্রোগ্রাম এর আওতায় ৯,৫০০টি কৌলিক সারি F2 জেনারেশনে এবং ৪,০৭০টি কৌলিক সারি F6 জেনারেশনে আছে। ২০৯টি কৌলিক সারির Line Stage Testing ট্রায়ালে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ১১টি কৌলিক সারি

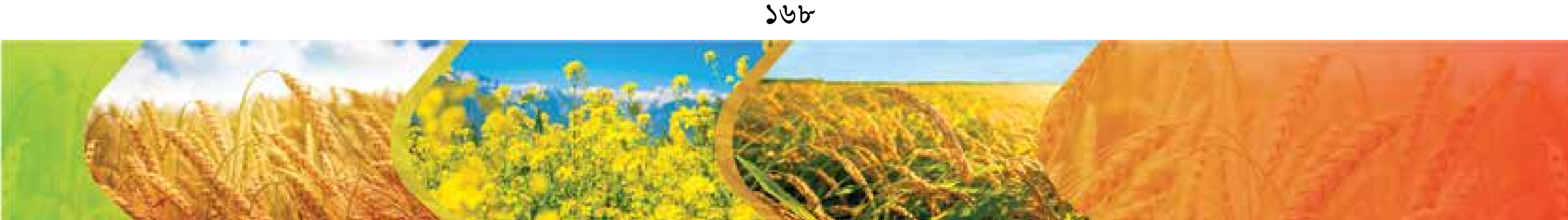

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়, যার মধ্যে ৩টি কৌলিক সারি HR(Path)-১১, Path 2441 এবং BR(Path) 12452-BC3-16-19 বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে ALART-এ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যেখানে চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান২৯ এবং ব্রি ধান৫৮ ব্যবহার করা হয়েছে।

- জুম চাষের উপযোগী স্থানীয় জাত সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Low Amylose বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধানের জাত যেমন-Lao PDR, Koshihikari, Hokuriku, Takanari, Mongthongno, Ranqui, Kanbui, Gunda, Sangki, Bish number এবং চীন থেকে সংগৃহীত ৪টি কৌলিক সারিসহ মোট ১৫টি কৌলিক সারি গত আউশ ২০১৯-২০ মৌসুমে OYT- এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৬টি স্থানীয় জাত, চাইনিজ কৌলিক সারি, ৩টি জাপানিজ কৌলিক সারি, ১টি বিভিন্ন জাত এবং ৫টি ব্রি'র জাত (intermediate amylose) ব্যবহার করে ৪০টি ক্রস করা হয়েছে। বোনা আউশ ২০১৯-২০ মওসুমে ৬টি স্থানীয় জুম ধানের জাতসহ ১৭টি জেনোটাইপ OYT-তে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, যা থেকে ব্রি ধান৬৯, কানবুই এবং চাইনিজ রাইস (৩.০২-৩.২৪ ট/হে. ফলন) জুম চাষের উপযোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। জিআরএস বিভাগ হতে সংগৃহীত ২২টি স্থানীয় জাত এর উন্নয়নমূলক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপর এক গবেষণায় ৬১টি বিন্নি ধানের জাত থেকে প্রতিশ্রুতিশীল ১০টি বিন্নি ধানের জাত নির্বাচন করা হয়েছে। চলতি আউশ ২০২০-২১ মওসুমে ৩৫টি জেনোটাইপ (বিন্নিসহ স্থানীয় জুমের জাত ও আধুনিক জাতের চেক) ব্যবহার করে ২টি OYT পরীক্ষা পারিচালনা করা হচ্ছে।
- গভীর পানির উপযোগী ধানের কৌলিক সারিসমূহের মধ্যে BR10260-7-19 কৌলিক সারিটি লোকেশনে সর্বাপেক্ষা ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেছে। আমন ২০২০-২১ মওসুমে ৪টি অগ্রগামী কৌলিক সারি BR9390-6-2-2B, BR9376-6-2-2B, BR10260-5-15-21-6B, BR9390-6-2-1B এবং ২ টি চেক (Khoia-motor Ges Lalmohon) জাতসহ হবিগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে ALART (Deep Water Rice) হিসাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও ৩টি অগ্রগামী কৌলিক সারি (BR10230-7-19-B, BR10247-14-18-7-3-3B , BR10238-5-1-9-3B) এবং ১টি চেক (BR23) জাত হবিগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, এবং যশোর অঞ্চলে ALART (Stagnant Shallow Flood) হিসাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ব্রি ধান৯১ এর ২০টি প্রদর্শনী প্লট দেশের বিভিন্ন Semi-deep water কবলিত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।
- বোরো মৌসুমের উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ও জিঙ্কসমৃদ্ধ ১টি জাত বঙ্গবন্ধু ধান১০০ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- Porteresia coarctata থেকে প্রাপ্ত লবণাক্ততাসহিষ্ণু জিন Vascular H+-ATPase (PVA1) এর Construct তৈরি করা হয়েছে। Agrobacterium-mediated genetic transformation এর মাধ্যমে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য তিনটি ধানের জাত ব্রি ধান৮৬, ৮৭ ও ৮৯ এর রিজেনারেশন Optimization সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জিন পিরামিডিংয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ২টি ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট পিরামিডেড সারির (Xa4, Xa13, Xa21 জিনসম্বলিত) উপযোগিতা যাচাই এর জন্য ALART (Advanced line adaptive research trial) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সুগন্ধী এবং সুগন্ধবিহীন জাত শনাক্তকরণের জন্য একটি Functional Marker এর Validation এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- আউশ মওসুমের জন্য প্রথম পাবলিক হাইব্রিড ধানের জাত ব্রি হাইব্রিড ধান৭ উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত হয়েছে। জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন, ফলন ৬.৫-৭.০ টন। দানা চিকন, লম্বা ও দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ।
- হাইব্রিড ধানের জাত উন্নয়নে ইনডিকা/জেপোনিকা কাল্টিভারের ব্যাক গ্রাউন্ডে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য ১টি নতুন সিএমএস লাইন বা মাতৃসারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যার দানা চিকন জীবনকাল আমন মওসুমে ১০৫-১১০ দিন এবং বোরো মওসুমে ১৪০-১৪৫ দিন। এই মাতৃসারি ব্যবহার করে মাঝারি জীবনকাল সম্পন্ন এবং অনুকূল পরিবেশে চাষাবাদ উপযোগী হাইব্রিড ধানের জাত তৈরি করা সম্ভব হবে।
- মাল্টি লোকেশন ট্রায়াল থেকে বোরো মওসুমের জন্য একটি হাইব্রিড জাত বাছাই করা হয়েছে। জাতটির ফলন সক্ষমতা ১০.৫-১১.০০ টন, জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন, দানা চিকন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৩.৫ ভাগ। জাতটি আগামী বোরো ২০২০-২০২১ মওসুমে ছাড়করণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে নিবন্ধন করা হবে।
- টেস্ট ক্রস নার্সারি থেকে আমন ও বোরো মওসুমের উপযোগী ৩০টি সম্ভাবনাময় মাতৃসারি যা ব্যাকক্রস নার্সারিতে BC2 ও BC1 হিসেবে জেনারেশন অ্যাডভান্সমেন্ট পর্যায়ে আছে। এছাড়াও টেস্ট ক্রস নার্সারি থেকে ৭টি নতুন পিতৃসারি শনাক্ত করা হয়েছে যাদের পরাগরেণু ধারণ ক্ষমতা ও পরাগায়নের সক্ষমতা বেশি। ভবিষ্যতে এই সব নতুন পিতৃ ও মাতৃসারি ব্যবহার করে অধিক শংকর সাবল্য (Heterosis) সম্পন্ন হাইব্রিড ধানের জাত তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৫০০ কেজি বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ ৪৫০০ কেজি মাতৃ ৩২৫০ ও পিতৃসারির ১২৫০ কেজি বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। যা সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কোম্পানি ও কৃষকদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্রির নতুন ১০টি উফশী জাতের ধানের (ব্রি ধান ৮০ থেকে ব্রি ধান ৮৯) মধ্যে ব্রি ধান ৮০, ব্রি ধান ৮১, ব্রি ধান ৮৪, ব্রি ধান ৮৮ মুড়ি তৈরির এবং ব্রি ধান ৮৪, ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ৮৯ চিড়া তৈরির জন্য ভালো জাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

- ব্রি ধান ৭০ থেকে ব্রি ধান ৮৯ পর্যন্ত মোট ২০টি উফশী জাতের ধানের ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণসহ রান্না করা ভাতের গুণাগুণ, খনিজের গুণাগুণ, অ্যামিনো এসিডের কম্পোজিশন, ফ্যাটি এসিডের গুণাগুণ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও ৮০টি লোকাল জাতের ধানের অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে। এসমস্ত তথ্য ব্রির উন্নত বৈশিষ্ট্যের ধান উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- গত বোরো ২০১৯-২০২০ মৌসুমে ডিএই এর মাধ্যমে টাংগাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলায় ব্রি উদ্ভাবিত বায়োঅর্গানিক সারের ১ বিঘা জমিতে প্রদর্শনী করা হয়েছিল। হেক্টরপ্রতি ২.০০ টন বায়োঅর্গানিক সার প্রয়োগে শতকরা ৩০ ভাগ নাইট্রোজেন সার এবং টিএসপি সার ব্যবহার না করেও রাসায়নিক সারের সমপরিমাণ (৮.০ টন/হেক্টর) ফলন পাওয়া গেছে।

- এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতিতে ধান চাষে শতকরা ৩৫ ভাগ বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানো যায়। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে ধান চাষ অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভজনক।

- হবিগঞ্জ অঞ্চলের মাটিতে পটাশিয়াম এবং রংপুরের মাটিতে নাইট্রোজেন, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজের সঠিক ব্যবহারে ধান ফসলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়।

- ধান চাষে ইউরিয়া হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট ন্যানো ফার্টিলাইজার প্রয়োগে শতকরা ২০-৩০ ভাগ ইউরিয়া সারের সাশ্রয় সম্ভব। এছাড়া দানাদার ইউরিয়া এ্যাপ্লিকেটরের সাহায্যে জমিতে প্রয়োগ করলে হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ কেজি ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমানো যায়।

- N ও K উপাদানের মধ্যে Synergistic বা অতিপ্রভাব বিদ্যমানের ফলে ধান গাছ মাটি হতে অধিক পরিমাণ N আহরণের পাশাপাশি K আহরণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে ধান গাছের কুশি উৎপাদন, দানার গঠন ও পরিপুষ্টতা ত্বরান্বিত হয়। এতে গাছ শক্ত হয় এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। ফলশ্রুতিতে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়।

- রাজশাহী অঞ্চলে সংরক্ষণশীল কৃষি ব্যবস্থায় ধান চাষের সার সুপারিশ পরীক্ষণের আমন ও বোরো মওসুমের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- Rainfed lowland rice (RLR) এর অগ্রগামী সারির ফলন ও বৃদ্ধির উপর চারা রোপণের প্রভাব শীর্ষক গবেষণায় তিনটি অগ্রগামী সারির সাথে দুইটি চেক জাত ছিল। ফলন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, BR8841-38-1-2-2 সারিটি ৩০ জুলাই এবং ১৫ আগস্টে রোপণ করলে অন্যান্য লাইন ও জাতের চেয়ে বেশি ফলন (৫.৪০ এবং ৫.২৬ ট/হে.) পাওয়া যায়। লাইনগুলি যে কোনো রোপণের সময় চেক জাতের চেয়ে এক সপ্তাহ আগাম ছিলো।

- আউশ ধানের (বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২) ২০ দিনের চারা যথাক্রমে ৩০ এপ্রিল, ১০ই মে, ২০ মে এবং ১লা জুন রোপণ করে দেখা গেছে যে, ১০ই মে রোপণকৃত ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি (গড়ে ৪ টন/হেক্টর) পাওয়া যায়।

- বিভিন্ন স্পেসিং ব্যবহার করে লাইন ও লোগো পদ্ধতিতে রোপণ করলে ফলনে কোনো তাৎপর্যমূলক পার্থক্য হয় না।

- আউশ ধান আবাদে নাইট্রোজেন সারের অর্থনৈতিক মাত্রা নির্ধারণে বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, এবং ব্রি ধান৮২ এর উপর ইউরিয়া সারের অর্থনৈতিক মাত্রা হল বিআর২৬ এর জন্য ৮৮ কেজি, ব্রি ধান৪৮ এর জন্য ৮৬ কেজি এবং ব্রি ধান৮২ এর জন্য ৬০ কেজি।

- রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চাষাবাদে ধানের ফলন ও বৃদ্ধির উপর নাইট্রোজেন ও পটাশ সারের প্রভাব নির্ধারণে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৮৯ রাইস প্লান্টারের সাহায্যে রোপণ করে দেখা গেছে যে ইউরিয়া ৪ ভাগে সমানভাবে টপড্রেস দিয়ে এবং পটাশ সার ২/৩ ভাগ বেসাল ও ১/৩ ভাগ ৩য় ভাগ ইউরিয়ার সাথে দিয়ে সর্বোচ্চ ফলন (৭.২৪ টন/হেক্টর) পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে সারের মাত্রা হলো এন:পি:কে:এস:জিঙ্ক=১৬০:২০:৮২:২০:৩২ কেজি/হেক্টর।

- ধানের প্রজনন পর্যায়ে নাইট্রোজেন ব্যবস্থাপনার প্রভাব নির্ধারণে আমন ২০১৯ মওসুমে ব্রি গাজীপুরে ব্রি ধান৭৫ জাতে দেখা যায় যে, ধানের কাইচথোড় বের হওয়ার ৭ দিন আগে (ব্রি নির্ধারিত সার ব্যবস্থাপনায়) এবং ফুল আসার সময় নাইট্রোজেন উপরি প্রয়োগে একই ফলন ৫.২২-৫.৬৬) পাওয়া যায়। কিন্তু কাইচথোড় বের হওয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন পর নাইট্রোজেন উপরি প্রয়োগে ধানের চিটা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় ফলনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছিল।

- বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৮৯ ধানের উপর গবেষণায় দেখা গেছে যে, জৈব পদার্থ ও ব্রি সুপারিশকৃত সারের আন্তক্রিয়ায় (এন:পি:কে:এস: জিঙ্ক =১২০: ১৯.৪ : ৮৪: ২০:৪) সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে (৯.০৩-৯.৪১ টন/হেক্টর) ।

- সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোপা আউশ মৌসুমের ফলন সর্বোচ্চকরণের জন্য দুইটি ফসল ব্যবস্থাপনায় দখো যায়, i) ব্রি নির্ধারিত সার ব্যবস্থাপনা ঘ-চ-ক (৬৯-১০.৪-৪১ কেজি/হে.) প্রতি গুছিতে ২টি করে চারা এবং ii) সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা ঘ-চ-ক (৮০-১০.৪-৪৯ কেজি/হে.) প্রতি গুছিতে ৪টি করে চারা এবং তিনটি ধানের জাত ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫ নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, ব্রি নির্ধারিত সার ব্যবস্থাপনার তুলনায় সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনায় তিনটি জাতই যথাক্রমে ৪.৫৩, ৩.৪৬ এবং ৪.৪৩ টন/হে. সর্বোচ্চ ফলন দিয়ে ছিল।

- ব্রির বিভিন্ন আমন ধানের জাতের ফলন এবং কুশির সংখ্যার উপর চারার বয়সের প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষায়, ব্রি ধান ৭১, ব্রি ধান ৭২, ব্রি ধান ৭৫, ব্রি ধান ৮৭ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ এর ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করা হয়েছিল। ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২

এবং ব্রি ধান৮৭ এর ১৫-৩০ দিন বয়সের চারা যথাক্রমে (৫.৮৮-৬.৮৩ টন/হে.), (৫.৪৬-৫.৮৩ টন/হে.) এবং (৫.৩৫-৬.১০ টন/হে.) ফলন দিয়েছিল কিন্তু ব্রি ধান৭৫ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ এর ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা যথাক্রমে (৪.৭৮-৫.৩৫ টন/হে.) এবং (৪.০২-৪.৩৬ টন/হে.) ফলন দিয়েছিল। সকল জাতসমূহে ১৫ দিন বয়সী চারাতে কুশির সংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু ২০-৩০ দিন বয়সী চারাতে কুশির সংখ্যাতে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

- বোরো মওসুমে ব্রি, গাজীপুর ও কৃষকের মাঠ কাপাসিয়ায় বিআর১৭, ব্রি ধান৫০, ব্রি হাইব্রিড ধান৫ আগাছার সাথে কিছুটা প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। এর মধ্যে বি আর১৭ ধান আগাছাযুক্ত ও আগাছামুক্ত অবস্থায় প্রায় কাছাকাছি ফলন দিয়েছে।
- চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাসে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় এটি স্বাভাবিক অনুশীলনের চেয়ে খুবই লাভজনক। রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে এতে REY (ধানের সমতুল্য ফলন) পাওয়া গেছে ৩১.৫ টন/হে.) ও যেখানে কৃষক পদ্ধতিতে ৪.৫ টন/হে. আমতলীতে যথাক্রমে ১৭.৩ টন/হে. ও ১২.১ টন/হে. ফলন পাওয়া গেছে। চার ফসলে কৃষক পদ্ধতির চেয়ে গ্রস মার্জিন অনেক বেশি ছিল। মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাটিতে খাদ্য উপাদান খুব একটা পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ মাটির স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি।
- জোয়ার-ভাটাপ্রবণ বরিশাল অঞ্চলের চারটি বড় নদীপ্রবাহ যথাক্রমে বলেশ্বর, বিষখালী, বুড়িশ্বর এবং তেতুলিয়ার নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত পানির লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক মওসুমের মার্চ-জুন মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ১ ডিএস/মি. এর কম থাকে যা স্বাদু পানির সমমান এবং নদীর এই স্বাদু পানি কৃষি জমিতে সেচের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় বিভিন্ন স্থানে বোরো মওসুমে নদী ও নদী সংযুক্ত খালের পানি ব্যবহার করে ২১টি স্থানের মোট ৬০০ বিঘা অনাবাদি জমিতে ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান ৬৭, ব্রি ধান৭৪ এবং ব্রি ধান৮৯ জাতের বোরো ধান উৎপাদন করা হয়েছে এবং গড়ে ৫.৫-৭.০ টন/হে. ফলন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সেসব জায়গাতে বিনামূল্যে বীজ, সার ও সেচ এর জন্য পাম্প প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদেরকে বোরো চাষে আগ্রহী করা হয়।
- সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় কৃষকগণ নিম্নফলনশীল স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাষ করে থাকেন। যার ফলন কম এবং অনেক দেরিতে কর্তনের ফলে রবি/বোরো মওসুমে অন্য কোনো ফসল চাষ করা সম্ভব হয়না। উক্ত উপকূলীয় এলাকায় উচ্চফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালের আমন ধানের চাষ করার মাধ্যমে কিছুদিন (১৫-২০ দিন) আগে ধান কর্তন করে সঠিক সময়ে রবি/বোরো মওসুমের বিভিন্ন ফসলের চাষের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় ফসলের নিবিড়তা ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- ভ্রাম্যমাণ সৌর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ধানের জমিতে নদী বা খাল থেকে সেচ প্রদানের জন্য সেচ পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করে বরিশাল অঞ্চলে প্রায় ৯০ বিঘা জমি বোরো চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ধান কাটার পর মাড়াইযন্ত্রে কোনো জ্বালানি ব্যবহার না করেই সৌরশক্তি ব্যবহার করে ধান মাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। এই সোলার প্যানেলের সাহায্যে কৃষিকাজ ব্যতিরেকে গৃহস্থালি কাজেও সৌরশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।
- সর্বমোট ৩৩৪টি অগ্রগামী সারির লবণাক্ততা সহনশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে ৪৮টি অগ্রগামী সারিকে মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রায় (SES Score 5-3) লবণাক্ততা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ব্রি জিন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সর্বোমোট ৫০০টি স্থানীয় ধানের জাত থেকে ৪৯টি ধানের জাতকে মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রায় (SES Score 5-3) লবণাক্ততা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ৩০০০ ধানের জেনোম প্রকল্পের বাংলাদেশি প্যানেলের ১৮৬টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে ১৫৮টির লবণাক্ততা সহনশীলতার পরীক্ষণে ৪টি (UCP 122, BORO 394, PANKAIT 31 and BRRI 335) মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততাসহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ১২০টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে ২ (দুটি) জার্ম-প্লাজম মধ্যম মাত্রার জলমগ্নতা সহনশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দুটি জার্মপ্লাজমের দুই সপ্তাহব্যাপী ১ মিটার উচ্চতার জলমগ্নতায় বেচে থাকার ক্ষমতা শতকরা ৭৭ ভাগ।
- ০৯টি অগ্রগামী সারির মধ্যে ২টি সারি ১৬ দিন জলমগ্ন সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ৩৭টি জলমগ্ন সহনশীল জার্মপ্লাজম এর মলিকুলার বৈশিষ্ট্যায়ন করে ১৬টিতে Sub1A-1 Allele এবং ২১টিতে Sub1 A-2 Allele শনাক্ত করা হয়েছে।
- জলাবদ্ধ পরিবেশে বেচে থাকা এবং কুশি উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তিনটি অগ্রগামী সারি (IR16F1081, BR9175-9-2-1-12-5, IR13F458-5), তিনটি জার্মপ্লাজম (BRRI Acc. No. 1061, 1007, 3956) এবং একটি জাতকে (BR23) সহনশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- অগ্রগামী কৌলিক সারি IR9880-Gaz-5-1-1-2 প্রজনন পর্যায়ে খরাসহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- গভীর পানির উপযোগী কৌলিক সারি BR10260-7-19-2B প্রজনন পর্যায়ে খরা অবস্থায় ভালো ফল দিয়েছে।
- ৩০০টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে ১৮টি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

- মার্কার-এসিসটেড ব্রিডিং প্রক্রিয়ায় ব্রি ধান২৮ এর ব্যাকগ্রাউন্ডে উচ্চ তাপমাত্রাসহিষ্ণু স্পাইকলেট ফার্টিলিটি কিউটিএল সন্নিবেশিত করে ১টি অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যার ফলন ক্ষমতা ব্রি ধান২৮ এর তুলনায় ০.৫ টন/হে. বেশি এবং ১০০০-দানার ওজন ব্রি ধান ২৮ তুলনায় কম।
- ব্রি জিন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সর্বোমোট ২৫০টি জার্মপ্লাজমের ঠাণ্ডা সহনশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে ৪৯টি মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৩০টি অগ্রগামী সারির মধ্যে ১৬টি সারি মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- ধানের অবয়বগত উন্নয়ন এবং অতিউচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনে ধানের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ধান গাছের উপরের ৩টি পাতার বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৮৬, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান২৮, সিএন৬, ফাতেমাধান এবং বাঁশফুলের উপরের পাতার বৈশিষ্ট্য এবং সালোক-সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি এবং উন্নত।
- ধানের সাথে একই পরিবেশে জন্মানো শ্যামা আগাছা (C4), লবণাক্ত অঞ্চলে জন্মানো উরিধান (C3) এবং ধানের (C3) সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য নিরূপণে দেখা যাচ্ছে যে, শ্যামা আগাছা ধানের সাথে একই পরিবেশে জন্মালেও এর সালোক-সংশ্লেষণ হার উরিধান ও ধানের চেয়ে বেশি কিন্তু এর গ্যাস পরিবাহিতা কম এবং পানি ব্যবহার দক্ষতা বেশি। অন্য দিকে উরি ধানের সালোক-সংশ্লেষণ ক্ষমতা ধানের তুলনায় কম।
- দুই সারি বিশিষ্ট্য হাইব্রিড সিস্টেমের পুংবন্ধ্যা লাইন উদ্ভাবনের জন্য TMS5 জিনকে জিনোম এডিটিং করার লক্ষ্যে SK-gRNA এর সাথে টার্গেট সংযুক্ত করে Vector তৈরি করা হয়েছে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ দমনের নিমিত্তে ৪টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্ত করা হয়েছে।
- ধানের ব্লাস্ট রোগের জন্য ৩টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্ত করা হয়েছে।
- ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগের ৫০টি প্রতিরোধী উৎস শনাক্ত করা হয়েছে।
- ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ৩টি অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সেগুলো ALART এ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।
- টুংরো রোগের দমন ব্যবস্থাপনা এবং ৩০টি রোগ প্রতিরোধী অগ্রগামী সারি শনাক্ত করা হয়েছে।
- রাজশাহী অঞ্চলে মাজরা দমনের জন্য কার্যকর কীটনাশকের মাঠ মূল্যায়নের কাজ করা হয়েছে।
- রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় মাজরা পোকার বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি ডকুমেন্ট করা হয়েছে।
- ইঁদুর দমনের জন্য বাঁশের তৈরি ফাঁদের কার্যক্ষমতার মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের উপর স্ট্যাবিলিটি (টেকসই) পরীক্ষণের জন্য মডেল উদ্ভাবন এবং এর ভিত্তিতে জাতগুলোর স্ট্যাবিলিটি ইনডেক্স তৈরি করা হয়েছে ।
- স্থায়িত্ব পরীক্ষণের জন্য একটি নতুন পরিসংখ্যানিক মডেল তৈরি করতঃ এর কার্যোপযোগিতা পরীক্ষণ ফাইন টিউণ্ড করা হয়েছে, যা সময়ের সাথে উৎপাদনের উঠা-নামা এবং বিভিন্ন স্থানের ও ফলনের উপর ভিত্তি করে স্থায়িত্বের (জেনোটাইপের) পরিমাপ করে।
- বাংলাদেশে ধানের এরিয়া, উৎপাদন ও ফলনের ট্রেন্ড এবং অঞ্চলভিত্তিক বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে ধানের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয়ে আউশ মওসুমের জন্য ক্রপ সিমুলেশন (ডিসেট) মডেলের ভেলিডেশন, ক্যালিব্রেশন ব্যবহার ও প্রস্তুতিসম্পন্ন হয়েছে ।
- প্রযুক্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মওসুমে ব্রি'র সদর দফতর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য অবস্থান নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজরি সিস্টেমের (আইআরএএস) উপর ওয়েবভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন পদ্ধতি (ডিএসএস) তৈরি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনের পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মওসুম ও অঞ্চল অনুয়াযী ব্রি ধানের ফলনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মোট চালের উৎপাদনের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মওসুম ও অঞ্চল অনুয়াযী ব্রি ধানের উচ্চফলনশীল জাত চাষাবাদ করে বাংলাদেশের মোট চালের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- ব্রি'র শ্রমিকদের হাজিরা ব্যবস্থাপনা ও মজুরি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজকরণ ও অনলাইনকরণ (ল্যান) করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় এবং পেপারলেস সেবা প্রদানের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত হয়েছে।
- ব্রি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজকরণ ও অনলাইনকরণ (ল্যান) করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় এবং পেপারলেস সেবা প্রদানের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত হয়েছে।

- মাটির গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে ব্রি ধান৮৯ পর্যন্ত ব্রি উদ্ভাবিত জাতের চাষাবাদ উপযোগিতার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১২ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) ও মোট বৃষ্টিপাতের মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট এলাকার ধানের জমির (আমান মওসুমের) ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- জেলাভিত্তিক ও মওসুমভিত্তিক (২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত) বাংলাদেশের ধানের জমি, উৎপাদন ও ফলনের ডাটাবেজ করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৭১-৭২ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের ধানের জমি, উৎপাদন ও ফলনের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। উপরন্তু বছর ভিত্তিতে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়েছে। যা ব্রি'র ওয়েবসাইটে ধানের ডাটাবেজ ম্যানুতে আপলোড করা হয়েছে।
- ব্রি'র গবেষকদের পরিসংখ্যানিক ব্যবহার, পরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।
- রাইস ডক্টর ও রাইস নলেজ ব্যাংক (আরকেবি) নামক দুইটি মোবাইল অ্যাপস তৈরির মাধ্যমে ই-কৃষির প্রচলনপূর্বক তথ্য ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে।
- ব্রি'র সকল বিভাগ, শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ ই-নথি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বর্তমানে ব্রি'র ১০০% পত্র ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আলোকে সকল কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্নপূর্বক ওই কার্যক্রমের আলোকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সেবা সহজিকরণ ও ই-সেবা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এবং ব্রি'র বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দকে উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং দেশে ও বিদেশে নলেজ শেয়ারিং ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ই-লার্নিং প্রক্রিয়ার আওতায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (www.muktopaath.gov.bd) এ ধানের রোগবালাই ও তার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এ নিবন্ধনপূর্বক উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স এ অংশগ্রহণ করতে পারছেন। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক প্রায় ৩০০০ জন অনলাইনের মাধ্যমে সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। এতে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও প্রশিক্ষণ আয়োজকদের সময়, খরচ ও শ্রম কমে এসেছে।
- মোবাইল কোম্পানি টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর সহায়তায় ব্রি'র সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে চাকরির আবেদনকারীগণ (http://brri.teletalk.com.bd/) অনলাইনে আবেদন করতে পারছে। ফলে পেপারলেস সেবা প্রদানের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত হয়েছে।
- এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন গবেষণার তথ্য-উপাত্তসমূহ (http://sdg.gov.bd/#1) এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হচ্ছে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় উক্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ অনুমোদনপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে ব্রি সংশ্লিষ্ট এসডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও অর্জন সহজ হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় ব্রি'র কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।
- ব্রি'র ওয়েব পোর্টাল (www.brri.gov.bd) বাংলা ও ইংরেজিতে তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টালে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্রি সর্বপ্রথম সংযোজিত হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক .বিডি (ডট বিডি) ও .বাংলা (ডট বাংলা) ডোমেইন নাম নিবন্ধনের নিমিত্ত ব্রি'র বিদ্যমান ইংরেজি ডোমেইন (www.brri.gov.bd) এর পাশাপাশি (বিআরআরআই.বাংলা) হিসেবেও নিবন্ধন ও ডোমেইন নবায়ন করা হয়েছে।
- বিআরকেবি (www.knowledgebank-brri.org) ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এ ডায়নামিক ভিউ কানেক্টিভিটি এবং বাংলা সার্চ সিস্টেম চালু করা হয়েছে ফলে ধান উৎপাদনের সর্বশেষ প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে দেশের প্রতিটি কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণকর্মী, গবেষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ যেকোনো স্থান থেকে সহজে ও বিনামূল্যে সেবা পাচ্ছেন।
- রাইস পেস্ট কর্নার নামে একটি ওয়েব এপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ধানের পোকামাকড় ও রোগবালাই বিষয়ক যাবতীয় তথ্য রয়েছে, যা ব্রি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- ব্রি'তে আইসিটি-ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বাইরে থাকা সেবাগ্রহীতাদের পক্ষে অল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্সে উন্নত প্রজাতির খেজুর (Phoenix dactylifera) এর একটি জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ১০টি জাতের ১১০০টি গাছ রয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৬টি গাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের খেজুর ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও খেজুর গাছের সাথে ধান, রকমারি সবজি, মসলা ফসল ও গোখাদ্য ফসলের সমন্বয়ে ব্যাপক অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

- পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষে স্থানীয় নিম্নফলনশীল জাতের পরিবর্তে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বোনা আউশের জাত ব্রিধান ৮৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত সার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

- রোপা আমন ও বোরো মওসুমে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI), ফিলিফাইন থেকে প্রাপ্ত ৬টি জলমগ্নতাসহিষ্ণু অগ্রগামী কৌলিক সারির উপযোগিতা বোরো-পতিত রোপা আমন শস্যবিন্যাসে মূল্যায়ন করা হয়। ওই ৬টি অগ্রগামী কৌলিক সারির মধ্যে ২টি অপেক্ষাকৃত ভালো ফলন দিয়েছে ।

- কিশোরগঞ্জে বিদ্যমান বোরো-পতিত রোপা আমন শস্য বিন্যাস এলাকায় Pilot Production Program এর আওতায় কৃষকের মাঠে উন্নত শস্যবিন্যাস হিসাবে তিনটি শস্যবিন্যাস; সরিষা-বোরো-রোপা আমন, আলু-পাট-রোপা আমন ও সরিষা-ভুট্টা+মাষকলাই-রোপা আমন শস্যবিন্যাস মূল্যায়ন করা হয়। ওই তিনটি শস্যবিন্যাসের মধ্যে আলু-পাট-রোপা আমন শস্যবিন্যাস থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ধান সমতুল্য ফলন পাওয়া গেছে ।

- ব্রি, বরিশালে আলোক ফাঁদের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আলোক ফাঁদে উপকারী পোকামাকড়ের (১০.৩৫%) চেয়ে অপকারী পোকামাকড়ই (৮৯.৬৫%) বেশি মারা যায়। আলোক ফাঁদে সূর্যাস্ত থেকে প্রথম চার ঘণ্টায় ৬৯.২৮% অপকারী পোকামাকড় দমন হয়।

- আউশ মওসুমে বাস্তবায়িত RYT থেকে অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা উপযোগী BR8784-4-1-2-P2 এবং BR8781-16-1-3-P2 অগ্রগামী কৌলিক সারি দুটিকে ALART (Advanced line adaptive research trial) এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ।

- বরিশাল অঞ্চলে আমন মওসুমে সংগৃহীত ৩৬৯টি স্থানীয় জাতের মরফোলজিক্যাল (Morphological) বৈশিষ্ট্যায়ন করা হয়েছে।

- জোয়ার-ভাটা সহনশীল জাত ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৭৭ এর চেয়েও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আমন ২০১৯ মৌসুমে স্থানীয় জাতের (মোটা ধান, দুধমনা, লালচিকন, কটিয়াগনি, বাঁশফুল, চাউলামাগি) সাথে উফশী জাতের মোট ৬১টি সংকরায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও F4 - F6 জেনারেশনের ৮২৭টি সেগরিগেটিং প্রজেনি আছে।

- নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য বরিশাল অঞ্চলে SPIRA প্রকল্পের আওতায় ৭টিসহ মোট ১৯৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়। এছাড়াও ১০টি মাঠ দিবস এবং ৪৮০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

- ব্রি বরিশালে ২০১৯-২০ এ আমন ও বোরো মৌসুমে মোট ৭টি ALART (অগ্রগামী সারির উপযোগিতা পরীক্ষা) সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ব্রি বরিশালে ২০১৯-২০ মওসুমের হাইব্রিড আমন ও বোরো ধানের চেকজাতসহ মোট ৭৫টি লাইনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- আমন ২০১৯-২০ মওসুমে দক্ষিণ অঞ্চলে ধানের রোগের জরিপ করা কয়েছে। সেখানে ধানের বাদামি রোগ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পাওয়া গেছে। অল্প পরিমাণে ব্লাস্ট, লক্ষ্মীর গু ও খোলপোড়া রোগ দেখা গেছে।

- ধানের ব্লাস্ট রোগের সমন্বিত দমনব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রদর্শনী কৃষকের মাঠে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এতে ২০% বেশি ফলন পাওয়া গেছে।

- রাইস ট্রান্সপ্লান্টার কাম মিশ্রসার প্রয়োগযন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যেখানে মাটির গভীরে মিশ্রসার প্রয়োগের মেকানিজম শক্তি চালিত ধানের চারা রোপণ যন্ত্রে (এআরপি-৪ ইউএম) সফলভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগ বন্ধ রেখে শুধুমাত্র ধানের চারা রোপণ করা সম্ভব। একসাথে যৌথ কাজ করার জন্য যন্ত্রের কর্মদক্ষতার কোন পরিবর্তন হয় না। এই যন্ত্রের সাহায্যে একই সাথে ধানের চারা রোপণের পাশাপাশি মিশ্রসার মাটির গভীরে সুষম মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। পরবর্তীতে কোনো সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়না। মাটির গভীরে সার প্রয়োগের ফলে জমিতে আগাছা কম হয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সার অপচয়ের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণের ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায়। মওসুম ভেদে এই যন্ত্রের সাহায্যে চারা রোপণ ও সার প্রয়োগ বাবদ শতকরা ২০-৩০ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের ফলে ধানের ফসল প্রায় ১০% বেশি হয়।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০২০-২১ অর্থবছরে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩০৭৩০.০০ লাখ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫০২০.০০ লাখ টাকা এবং এবং জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ৫০০০.০২ লাখ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৬০% মাত্র।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	(ক) প্লান্ট ব্রিডিং ক্রসিং ফিল্ড নির্মাণ ৮০০ বর্গমি., ট্রান্সজেনিক গবেষণা মাঠ ২৫০০ বর্গমি., থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ ২১০০ বর্গমি., সিড ড্রাইয়িং এবং প্রসেসিং ফ্লোর নির্মাণ ৩২০০ বর্গমি.। (খ) কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণাধীন ৪০০০ বর্গমি.। (গ) ১৬টি পাওয়ার টিলার, ৪টি হাইড্রো টিলার, ১১টি ট্রাক্টর, ২টি সিসেল লাঙ্গল, ১৩টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ১১টি পাওয়ার থ্রেসার, ১৩টি পাওয়ার পাম্প সংগ্রহ এবং ২৮৩টি ল্যাব যন্ত্রপাতি ও ১০০টি কম্পিউটার সংগ্রহ। (ঘ) গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে ১০ একর করে মোট ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ এবং গবেষণা, অফিস ও আবাসিক অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ। (ঙ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ৫০ জন: পিএইচডি -১০ জন, এক্সপোজার ভিজিট-২০ জন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, প্রকিউরমেন্ট ও মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ-২০ জন। (চ) ১১টি জিপ, ২টি মিনিবাস, ২টি বাস, ২২টি মোটরসাইকেল সংগ্রহ। ছ) গবেষণা মাঠের নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ ১৪০০০ RM	২৬৩৩০.০০	৪১৭০.০০	৪১৫০.৬২ (৯৯.৫৪%)
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	ক) গবেষণা (১০টি কৃষিযন্ত্র ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন) খ) প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (৬৯৮ জন) গ) প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগিক প্রদর্শনীর জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় (১১৫২১টি) ঘ) গবেষণার জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩টি) ঙ) গবেষণা ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতি ক্রয় (২৩টি) চ) ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় (১০৪টি) ছ) ভবন ও স্থাপনা ১৫৭৫ বর্গ মিটার, ০.১৬৯৯ আরএম ০.০০৬৪ ঘন মিটার) জ) যানবাহন (পিকআপ-২টি, মটরসাইকেল-৫টি, বাইসাইকেল-১০টি)	৪৪০০.০০	৮৫০.০০	৮৪৯.৪০ (৯৯.৯৩%)
মোট =		৩০৭৩০. ০০	৫০২০.০০	৫০০০.০২ (৯৯.৬০%)

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩২৪৩.৭০ লাখ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১২০৪.৭০ লাখ টাকা এবং জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ১২০৪.৭০ লাখ টাকা; যা বরাদ্দের ১০০% মাত্র।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১. ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণে একটি নলেজ হাব তৈরি ২. ব্রির অগ্রগতির ইতিহাস ও সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রদর্শন ৩. ধানের বীজ বপন থেকে কর্তন পর্যন্ত ১৪টি বৃদ্ধি পর্যায়ের নমুনা তৈরি ও প্রদর্শন ৪. ধানের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের ক্ষতির নমুনা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০ (১০০.০০%)
২. নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১. C4 – রাইস গবেষণার অবকাঠামো উন্নয়ন; ২. C4– ফটোসিনথেসিস এর সাথে সংশ্লিষ্ট জীন শনাক্তকরণ ও ক্লোনিং ৩. অতি উচ্চফলনের উপযোগী শরীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যায়নের মাধ্যমে আদর্শ ধান গাছের মডেল নিরূপণ ৪. অতি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য সংকরায়ন ও কৌলিক সারি নির্বাচন	৫০৩.০০	৭০.০০	৭০.০০ (১০০.০০%)
৩. বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ক্রয়; ২. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনা থেকে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ করা; ৩. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনা থেকে ভারী ক্ষতিকর ধাতুর উপস্থিতি সনাক্তকরণ। ৪. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের নমুনার মধ্যে জীবাণু কর্তৃক তৈরিকৃত টক্সিন নির্ণয় করা। ৫. বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধানের পুষ্টিমান নির্ণয় করা। ৬. DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে ধানের সঠিক জাত শনাক্তকরণ।	৯০৬.০০	৭৪১.২০	৭৪১.২০ (১০০.০০%)
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১. প্রচলিত জুম চাষের পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন। ২. ব্রি উদ্ভাবিত অধুনিক জাত ব্যবহার করে লাগসই উন্নত শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন ও উন্নয়ন। ৩. উচ্চমূল্যমানের সম্ভাবনাময় ফল ফসলের উপযোগিতা চিহ্নিতকরণ। ৪. প্রশিক্ষণ, ফিল্ড ট্রায়াল ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।	১৮১.৩০	৬.০০	৬.০০ (১০০.০০%)

কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
৫. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১. উদ্ভিদ রোগতত্ত্বীয় গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা। ২. পরিবেশবান্ধব সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা ৩. তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত গ্রিনহাউজ এবং নেট হাউজ এর সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা। ৪. প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগবালাইয়ের আক্রমণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা থেকে ধানের প্রধান প্রধান রোগের পূর্বাভাস মডেল অথবা বিশেষজ্ঞ মতামত তৈরি করা। ৫. রোগ জীবাণুর ডাইভারসিটি এবং কোনো কোনো রোগ প্রতিরোধী জিন বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত তা নির্ণয় করা। ৬. রোগ প্রতিরোধী জিন শনাক্তকরণ এবং রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে তার ব্যবহার করা। ৭. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছত্রাকনাশক ছাড়া অথবা সামান্য পরিমাণ ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ধান উৎপাদনের উপযুক্ত কৃষকের মাঠে প্রদর্শন (৩০০টি প্রদর্শনী) করা। ৮. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার উপর ১২৬০ জন কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী এবং পেস্টিসাইড ডিলারদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	৫৮৪.৫০	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০ (১০০.০০%)
৬. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১. উপকারী পোকামাকড় প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের জন্য কীটতত্ত্ব বিভাগের প্যারাসিটয়েড ল্যাবের সংস্কার; ২. আগাছানাশকের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য কৃষিতত্ত্ব বিভাগের ল্যাবরেটরির উন্নয়ন করা; ৩. খাদ্যদ্রব্য কীটনাশক ও আগাছানাশকের অবশিষ্টাংশ (residue) পরিমাপের জন্য ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা এবং; ৪. পরিমিত আগাছানাশক/কীটনাশক ছাড়া এবং কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে ধান চাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	৫৪৬.৯০	২.০০	২.০০ (১০০.০০%)
৭. উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩)	১. বরিশাল অঞ্চলের জোয়ারভাটা প্রবণ এলাকায় কৃষিতাত্তিক প্রযুক্তি, সেচ ও ফসল ব্যবস্থাপনা এবং মাটির লবণাক্ততা হ্রাসকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় লাগসই শস্যবিন্যাস উন্নয়ন ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ; এবং ২. ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে লবণাক্ত পানি দ্বারা ক্ষতিগস্ত জমিতে সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধান উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।	৪২২.০০	৫.৫০	৫.৫০ (১০০.০০%)
মোট =		**৩২৪৩.৭০**	**১২০৪.৭০**	**১২০৪.৭০ (১০০.০০%)**

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেটে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১০৮১২.৫০ লাখ টাকা এবং জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় ১০৮০৭.০৬ লাখ টাকা।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি: বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' (স্বর্ণপদক) অর্জন করে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনিসিলভেনিয়া ইউনির্ভাসিটি কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা ও নীতি গবেষণায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সমগ্র বিশ্বে ১৬তম, এশিয়ায় দ্বিতীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য : প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি/অর্জন নিম্নে দেওয়া হলো-

ব্রি ধান৯৭ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৯৭ বোরো মওসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে (অঙ্গজ অবস্থায়) গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৬৭ এর মতো।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- গাছের গোড়া গাঢ় বাদামি বর্ণের, দানার রং সোনালী এবং মাঝারি মোটা।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি.।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৫.৫ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।
- দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৬ ভাগ।
- হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৪.৮৯ টন, লবণাক্ততার মাত্রাভেদে হেক্টরপ্রতি ৩.৯০-৫.৯৫ টন এবং অনুকূল পরিবেশে উপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টরপ্রতি ফলন ৭.০ টন দিতে সক্ষম।

ব্রি ধান৯৮ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৯৮ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাঁড়া এবং পাতার রঙ গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৩-১০৬ সেমি.।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৭.৯% এবং প্রোটিন ৯.৫%।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২.৬ গ্রাম।
- ধানের দানার রঙ সোনালী।
- চাল লম্বা, চিকন ও সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।
- হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫.০৯ টন অনুকূল পরিবেশে উপযুক্ত পরিচর্যায় ৫.৮৭ টন।

ব্রি ধান৯৯ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৯৯ বোরো মওসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো।
- ডিগ পাতা খাঁড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রঙ গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৪ সেমি.।
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানের দানার রঙ সোনালী রঙের এবং লম্বা চিকন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২.৮০ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা চিকন এবং রঙ সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।
- হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫.৪ টন তবে লবণাক্ততার মাত্রাভেদে হেক্টরপ্রতি ৪.১৪-৬.৫৬ টন।

বঙ্গবন্ধু ধান১০০ এর বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৭৪ এর মতো।
- ডিগ পাতা খাঁড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রঙ সবুজ।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১ সেমি.।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ১৬.৭ গ্রাম।
- ধানের দানার রং খরের মতো।
- চাল মাঝারি চিকন ও সাদা।
- জিংকের পরিমাণ ২৫.৭ মি. গ্রাম/কেজি।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৬.৮% এবং প্রোটিন ৭.৮%।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৬.৮% এবং প্রোটিন ৭.৮%।
- হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৭.৭ টন এবং উপযুক্ত পরিচর্যায় অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৮৮ টন।

(এঃ) উপসংহার

জুন' ২০২১ পর্যন্ত ব্রি সাতটি হাইব্রিড ও ৯৯টি ইনব্রিডসহ মোট ১০৬টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে রোপা আমন মওসুমের জন্য ৪৭টি, বোরো মওসুমের জন্য ৪৪টি, রোপা আউশ মওসুমের জন্য ৮টি, বোনা আউশ মওসুমের জন্য ৭টি এবং বোরো জাত আউশ মওসুমে চাষ উপযোগী ১১টি জাত রয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীলতা ও পুষ্টিগুণ বিচারে ৭৬টি ইনব্রিড জাতের মধ্যে ১১টি লবণ সহনশীল, ৪টি জলমগ্নতাসহিষ্ণু, ২টি ঠাণ্ডা সহনশীল, ৪টি খরা সহনশীল, ৬টি জিংকসমৃদ্ধ, ৬টি উচ্চ প্রোটিন ও ১টি আয়রনসমৃদ্ধ, সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী ৭টি এবং ১টি সরুবালাম ধানের জাত রয়েছে। ব্রি জাতসমূহ মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, অনুকূল পরিবেশের জন্য সেচ সাশ্রয়ী এবং বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত, দিন প্রতি অধিকতর ফলনে সক্ষম জলবায়ুদক্ষ (Climate smart), সুস্বাদু, পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং কম খরচে চাষ যোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের খরচ সাশ্রয়ী প্যাকেজ এবং প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, স্থানবিশেষ বা কৃষি পরিবেশ-অঞ্চলভিত্তিক লাভজনক শস্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসই ধান উৎপাদনের জন্য খামার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ এবং ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে কৃষক এবং সম্প্রসারণকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমুখী কার্যক্রম যেমন- ওয়েব বেজ ইজকই, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর চলমান রয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্রি'র উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু কৌলিক সারির গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও মহাপরিচালক ব্রি কর্তৃক ব্ল্যাক রাইসের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও ব্রি'র মহাপরিচালক কর্তৃক উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্রি'র হাইব্রিড ধানের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

ব্রি ধান৯৮ এর ব্রিডার বীজ উৎপাদনের মাঠ

ব্রি ধান১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান) এর ব্রিডার বীজ উৎপাদনের মাঠ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bina.gov.bd

ক) ভূমিকা

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১ জুলাই ১৯৭২ সালে আণবিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সনে আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, ১৯৮৪ অধ্যাদেশটি মহান জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাস হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

রূপকল্প (Vision)

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পরমাণু ও জীব প্রযুক্তিসহ অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কার্যাবলি

- কৃষিতাত্ত্বিক, ফসল শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা।
- শস্যের নতুন জাতের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।
- প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ করা।
- কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা।
- শস্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা।
- কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দেশে বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/বিদেশি সংস্থার সাথে MoU করা।

খ) জনবল

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	গ্রেড-১	১	০	১
২	গ্রেড-২	৩	০	৩
৩	গ্রেড-৩	১৬	১০	৬
৪	গ্রেড-৪	২১	২০	১
৫	গ্রেড-৫	২	০	২
৬	গ্রেড-৬	৫২	৫০	২
৭	গ্রেড-৭	-	-	-
৮	গ্রেড-৮	-	-	-
৯	গ্রেড-৯	১১৭	৭১	৪৬
১০	গ্রেড-১০	৩৬	২৫	১১
১১	গ্রেড-১১	২	১	১
১২	গ্রেড-১২	১৩	৭	৬
১৩	গ্রেড-১৩	৭১	৩৬	৩৫
১৪	গ্রেড-১৪	৪২	১৩	২৯
১৫	গ্রেড-১৫	১১	৩	৮
১৬	গ্রেড-১৬	৭০	৪৭	২৩
১৭	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮	গ্রেড-১৮	৫	২	৩
১৯	গ্রেড-১৯	২১	২	১৯
২০	গ্রেড-২০	৯৫	৭৫	২০
	মোট=	৫৭৮	৩৬২	২১৬

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৭	৪	১১	-	-	-	-

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৪৭	০	৪৬৮	-	৬১৫	একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
২	গ্রেড ১০	০	০	৯৫	-	৯৫	
৩	গ্রেড ১১-২০	০	০	১৯৭	-	১৯৭	
	মোট=	১৪৭	০	৭৬০	-	৯০৭	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১ (দেশে)	-	-	১	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	১ (দেশে)	-	-	১	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	-	-	-	

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, ডেল্টা প্লান ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনামাষ-২, বিনালেবু-৩, বিনামসুর-১২, বিনাসরিষা-১১ ও বিনাছোলা-১১) উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

বিনামাষ-২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

খরিফ-২ মৌসুমে চাষ উপযোগী। কাণ্ড খাড়া ও খাটো, গাছের উচ্চতা মাতৃগাছ থেকে কম, পরিপক্ব বীজের রঙ সবুজাভ কালো যা পরবর্তীতে কালো রং ধারণ করে। জাতটির জীবনকাল ৭৪-৭৮ দিন এবং গড় ফলন ১.৪৮ টন/হে.।

বিনালেবু-৩ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য:

সারা বছর চাষযোগ্য, ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিন্ডারাকৃতির, অগ্রভাগ সূঁচালো, বহিরাবণ মাঝারি মসৃণ এবং সুগন্ধিযুক্ত। জাতটির ফলের ওজন ১৭৪-২২২ গ্রাম এবং ফলন হেক্টরে ৪৫-৬৫ টন। ১৫-২০ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা এবং খরা সহনশীল।

বিনামসুর-১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

রবি মৌসুমে সারাদেশে চাষ উপযোগী। পাতা গাঢ় সবুজ এবং ফুল গোলাপি, গাছ খাটো (৩৮-৪২ সে. মি.)। জাতটির জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন এবং গড় ফলন ২.৭০ টন/হে.।

বিনাসরিষা-১১ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

গাছ মাঝারি উচ্চতার, কাণ্ড ও পাতার রঙ হালকা সবুজ, কাণ্ড ও পাতায় সুস্পষ্ট মোমের মতো আবরণ আছে। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%। জাতটির জীবনকাল ৮৩-৮৭ দিন এবং গড় ফলন ১.৯০ টন/হে.।

বিনাছোলা-১১ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

গাছের কাণ্ড, শাখা ও পাতার রঙ সবুজ। বীজের আকৃতি মাঝারি এবং খড় বর্ণের। জীবনকাল ১১৭-১২০ দিন এবং গড় ফলন ১.৮০ টন/হে.।

- নন-কমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যথা-

(১) ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের ভারসাম্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নাচোল উপজেলার জন্য পানি সাশ্রয়ী এবং লাভজনক শস্য বিন্যাস।
(২) নিম্নমাত্রার গামা রেডিয়েশন প্রয়োগে পাট ও পিয়াজ বীজের বীজবাহিত ছত্রাক দমন।
(৩) লবণাক্ত এলাকায় কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উত্তমরূপে জমি চাষ এবং গোবর, জিপসাম ও সিলিকন সার উপযুক্ত মাটি সংশোধক হিসাবে ব্যবহার করে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধি।
(৪) পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ঢেঁড়সের জেসিড পোকা দমন।
(৫) সয়াবিন চাষে লবণাক্ততাসহিষ্ণু জীবাণুসার বিনা জীবাণুসার-১১।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনামাষ-২, বিনালেবু-৩, বিনামসুর-১২, বিনাসরিষা-১১ ও বিনাছোলা-১১) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- নন-কমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১৫৯.৭৩ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ১২২.৯৮ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ২৫৯৭টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
- চার হাজার তের জন কৃষক এবং কৃষাণীকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ৬০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩২টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৯৯টি নমুনা পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প : প্রযোজ্য নয়

চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

১.	কর্মসূচির নাম	: বিনার উপকেন্দ্রসমূহের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি
	কর্মসূচির মেয়াদ	: জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১
	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	: ১০১.৫০ লক্ষ টাকা
	২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়	: ১০১.৫০ লক্ষ টাকা
	প্রকল্প এলাকা	: বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নিউক্লিয়ার, মলিকুলার এবং অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালের মাঠ ও উদ্যান ফসলের লবণাক্ততা, অম্লতা, জলমগ্নতা, খরা ইত্যাদি প্রতিরোধী/সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম (পরীক্ষণ স্থাপন, কৃষকের মাঠে ট্রায়াল ইত্যাদি) সম্পাদন করা।

- মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বল্প জমিতে নিবিড় এবং অধিক ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত মৃত্তিকা ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।

২.	কর্মসূচির নাম	: চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি
	কর্মসূচির মেয়াদ	: জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২
	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা
	২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়	: ২১৯.২৭ লক্ষ টাকা
	প্রকল্প এলাকা	: বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- চর ও পাহাড়ি অঞ্চলের এক ফসলি জমিগুলো দুই বা তিন ফসলে রূপান্তর করা।
- কৃষকের লাভজনক ক্রপিং প্যাটার্ন উন্নতকরণ।
- বিভিন্ন শস্যের পরিবেশ সহায়ক ও উন্নত সেচ, সার ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন।
- চরাঞ্চলে ধান ও বাদামসহ অন্যান্য ফসলের ফলন বৃদ্ধিকরণ।
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ এবং জাতের চাহিদাভিত্তিক মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা জোরদারকরণ।

৩.	কর্মসূচির নাম	: পারমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি
	কর্মসূচির মেয়াদ	: জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২
	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	: ১৭৩.০০ লক্ষ টাকা
	২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়	: ১৭২.৯৭ লক্ষ টাকা
	প্রকল্প এলাকা	: বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক পদ্ধতির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের (সবজি, মসলা, ফল এবং ফুল) লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, খরা, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল, রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- শস্য সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।

ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন।

জ) অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিভিন্ন ফসলের ৫টি নতুন জাত (বিনামাষ-২, বিনালেবু-৩, বিনামসুর-১২, বিনাসরিষা-১১ ও বিনাছোলা-১১) এবং ৫টি নন-কমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও বিনা ১৮টি বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১৫৯.৭৩ মে. টন বীজ উৎপাদন ও ১২২.৯৮ মে. টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ২৫৯৭টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চার হাজার তের জন কৃষক এবং কৃষাণিকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ৬০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ৩২টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৯৯টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ঝ) উপসংহার

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৮টি বিভন্ন ফসলের ১১৭টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিরসনে ৩-৪ ফসলি শস্য পরিক্রমা উদ্বুদ্ধকরণে স্বল্পমেয়াদি ধান বিনাধান-৭, বিনাধান-১১, বিনাধান-১৬ ও বিনাধান-১৭ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। বৈরী আবহাওয়া সহিষ্ণু জাতগুলোর মধ্যে ধানের ২টি লবণসহিষ্ণু (বিনাধান-৮ ও বিনাধান-১০), ২টি জলামগ্নতাসহিষ্ণু (বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২), ১টি নাবি বোরো (বিনাধান-১৪), সার ও পানি সাশ্রয়ী উচ্চফলনশীল (বিনাধান-১৭), ১টি আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী নেরিকা মিউট্যান্ট জাত (বিনাধান-১৯), জিংক সমৃদ্ধ ১টি জাত (বিনাধান-২০), খরা সহিষ্ণু আউশ ধানের ১টি জাত (বিনাধান-২১), লবণাক্ততা ও জলামগ্নতাসহিষ্ণু ১টি জাত (বিনাধান-২৩) ও বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী ১টি জাত (বিনাধান-২৪) রয়েছে। এছাড়াও হাওড় ও জোয়ার-ভাটাকবলিত এলাকার জন্য এবং আউশ মৌসুম উপযোগী নেরিকা ধান হতে উদ্ভূত কয়েকটি মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যা কৃষকের জমিতে ফলন পরীক্ষণ চলছে।

বাংলাদেশ পরামণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ পরামণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে এপিএ পুরস্কার (১ম স্থান) প্রদান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের বিনা'র গামা সোর্স পরিদর্শন

বিনা সরিষা-১১ এর ব্রিডার বীজ উৎপাদন মাঠ

বিনামসুর-১২ এর বীজ উৎপাদন মাঠ

বিনাছোলা-১১ এর বীজ উৎপাদন মাঠ

বিনামাষ-২ এর বীজ উৎপাদন মাঠ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bjri.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে স্যার আর.এস. ফিনলোর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং নশিপুর, দিনাজপুর-এ পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি/বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে।

বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে

(১) পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা,

(২) পাটের শিল্প গবেষণা তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং

(৩) পাটের টেক্সটাইল তথা পাট এবং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাট জাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

রূপকল্প (Vision)

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- পাটের শিল্প (মৌলিক ও প্রায়োগিক) গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটজাত দ্রব্যসামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
- পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরূপণ, নবউদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ।
- কৃষক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদগণের পাট সংক্রান্ত জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার বিনিময় এবং বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ।

- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাটবীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মান ঘোষিত (টিএলএস) উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এই সকল জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড-১	১	-	১	ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক (মহাপরিচালক পদে প্রেষণে চলতি দায়িত্বে কর্মরত আছেন)।
২	গ্রেড-২	৪	-	৪	৩টি পদে ৩ জন সিএসও চলতি দায়িত্বে কর্মরত আছেন।
৩	গ্রেড-৩	১৩	৮	৫	
৪	গ্রেড-৪	৪১	২৭	১৪	
৫	গ্রেড-৫	১	১	-	
৬	গ্রেড-৬	৬৫	৪৫	২০	
৭	গ্রেড-৭	-	-	-	
৮	গ্রেড-৮	-	-	-	
৯	গ্রেড-৯	৮২	৪৬	৩৬	
১০	গ্রেড-১০	১৫	৭	৮	
১১	গ্রেড-১১	৪	২	২	
১২	গ্রেড-১২	১	১	-	
১৩	গ্রেড-১৩	২৯	৯	২০	
১৪	গ্রেড-১৪	৬৪	৫৩	১১	
১৫	গ্রেড-১৫	১	১	-	
১৬	গ্রেড-১৬	৮৯	৫৩	৩৬	
১৭	গ্রেড-১৭	৭	৭	-	
১৮	গ্রেড-১৮	২২	১৭	৫	
১৯	গ্রেড-১৯	৩৭	২৭	১০	
২০	গ্রেড-২০	৯৩	৭৮	১৫	
	মোট=	৫৬৯	৩৮২	১৮৭	

* ৩০ জুন, ২০২১ তারিখের তথ্য।

❖ **জনবল কাঠামো ও শূন্য পদের সংখ্যা :** বর্তমানে বিজেআরআই তে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫৬৯টি। তন্মধ্যে বিজ্ঞানীর পদসহ গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ ভুক্ত পদের সংখ্যা ২০৭টি এবং গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত পদের সংখ্যা ৩৬২টি। বর্তমানে মোট ১৮৭টি পদ (১ম-৯ম গ্রেডের পদ ৮০টি, ১০ম-২০তম গ্রেডের পদ ১০৭টি) শূন্য আছে।

❖ **জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি :** বর্তমানে বিজেআরআই-এ মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১৮৭টি। তন্মধ্যে ৬৯টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য ৩২টি পদে পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১১৮টি পদের মধ্যে ৯৫টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

❖ **অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য :** বিজেআরআই-এ অডিট আপত্তির সংখ্যা মোট ৫৬টি (টাকার অংকে যা মোট ৬.০৫ কোটি টাকার)। আপত্তিগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রদান করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০টি (টাকার অংকে যা মোট ২.১০ কোটি টাকার)। অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪৬টি (টাকার অংকে যা মোট ৩.৯৫ কোটি টাকার)।

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য : ২০২০-২১ অর্থবছরে চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২টি।

মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য (২০২০-২০২১) :

ছক-২: (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪২ জন	-	৪০১ জন	-	৪৪৩ জন	
২	গ্রেড ১০	-	-	৫৩ জন	-	৫৩ জন	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৫৭৩ জন	-	৫৭৩ জন	
	মোট=	৪২ জন	-	১০২৭ জন	-	১০৬৯ জন	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	২১ জন	-	-	২১	৭ জন বৈদেশিক পিএইচডি (১ জন কাজে যোগদান করেছেন), ১৪ জন অভ্যন্তরীণ পিএইচডি এবং ৯ জন কাজে যোগদান করেন।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	২১ জন	-	-	২১	

ছক-২ : (গ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজারভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৩২০ জন	৫৪০ জন	-	৮৬০ জন	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	৩২০ জন	৫৪০ জন	-	৮৬০ জন	

- ❖ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ২০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিজেআরআই এর ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ❖ বিজেআরআই ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যাতে ১০২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।
- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৭ জন (১ জন যোগদান) বিজ্ঞানীর বৈদেশিক পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। এদের মধ্যে ০১ জন অস্ট্রেলিয়া, ০১ জন জাপান এবং ০৪ জন মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন।
- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৪ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত আছেন।

  দেশের অভ্যন্তরে ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৮৬০ জন বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থার ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম

কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২০-২১)

- ❖ কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপ্লাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায় (Cropping pattern) উদ্ভাবন, উন্নত পাট পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১১৮টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ❖ প্রজনন বিভাগের ক্যাপসুলারিস শাখার ১২টি পরীক্ষণ, অলিটরিয়াস শাখার ১৮টি পরীক্ষণ এবং কেনাফ-মেস্তা শাখার ১০টি পরীক্ষণসহ সর্বমোট ৪০টি পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ❖ দেশি পাটের একটি অগ্রবর্তী লাইন (সি-১২২২১) কে জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১০৪তম সভায় বিজেআরআই দেশি পাট ১০ জাত হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ❖ পাট ও কেনাফের ৮৪টি জার্মপ্লাজমের চারিত্রিক গুণাগুণ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে দেশি পাটের ৯টি এক্সেশন (৩৩৮৪, ২৪৯৪, ১৫৬, ৩৯৩, ২০৪০, ৩০১, ৩৯৬, ৩৩৫ এবং ২৮), তোষা পাটের ৮টি এক্সেশন (৫১৩৮, ৫১৬৩, ৫১৪৫, ৫০৪১, ৪৭৯২, ৫১৬০, ৫১৪১ এবং ৫১০৩), এবং কেনাফের ৮টি এক্সেশন (২৭৫৮, ২৭৫৫, ৪৯৭৬, ৪৬৬৮, ১৬২৮, ১৬১০, ৪৩৮৮ এবং ৪৬৩৪) আঁশ উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের আলোকে অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেছে। এই জার্মপ্লাজমগুলো উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা হবে।
- ❖ জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জার্মপ্লাজমগুলো হতে গত বছর ৬১৯টি জার্মপ্লাজমের বীজবর্ধন করে জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহার করা হবে। গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য বিজেআরআই এর বিভিন্ন বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১৪১৪টি জার্মপ্লাজম সরবরাহ করা হয়েছে।
- ❖ পাটের ২২টি এবং কেনাফের ১১টি জার্মপ্লাজমের মলিকুলার চরিত্রায়ন (Molecular characterization) করা হয়েছে।
- ❖ দেশি, তোষা ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের মোট ১৫০৩ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিএডিসি ও অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে মোট ১১০৭ কেজি প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রজনন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের ১১০ কেজি নিউক্লিয়াস বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।
- ❖ দেশি পাট চাষে বপণের পর ৫, ২৫, ও ৪৫তম দিনে প্রতি বর্গ মিটার জমিতে ১২ গ্রাম, ১৪ গ্রাম ও ১০ গ্রাম করে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করে সাফল্যজনক ভাবে আগাছা দমন করা যায়।
- ❖ বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১) এর বীজ উৎপাদনে সারের মাত্রা (N_{75}, P_5, K_{20}, S_{10}, Zn, and B_1 kg/ha) নির্ণয় করা হয়েছে।
- ❖ কেনাফের ৪টি এক্সেশন (২৭১২, ২৭৩২, ২৭২৭ এবং ২৭৩১) কাণ্ড পচা রোগের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী হিসেবে পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করবে।
- ❖ কাণ্ড পচা রোগ দমনে মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে নতুন পাঁচটি ছত্রাকনাশকের (Bactvipe, Sanjeevni, Sunshine 75% WDG, Cymox super 72% WP, Vanish 69% W.P) ভালো ফল পাওয়া গেছে। এসব ছত্রাকনাশক ব্যবহারের জন্য কৃষকদের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।
- ❖ চারটি (০৪) নতুন মাকড়নাশক এবং পনেরোটি (১৫) নতুন কীটনাশক পাটের হলুদ মাকড় ও বিছা পোকা দমনের জন্য পিটাক কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

- ❖ পাটের ৪টি জার্মপ্লাজম (৫৫,৬৫,৭০ ও ৭৮) হলুদ মাকড় এবং চেলে পোকা সহনশীল পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কেনাফের ৩টি জার্মপ্লাজম (১৬০৪, ১৬৩৬ ও ১৬৬০) ও মেস্তার ৮টি জার্মপ্লাজমও (৩৪০০, ৩৪০৪, ৩৫৮০, ৩৫৯২, ৩৬৫৬, ৪০৩৬, ৪৩৮৪ ও ৪৪৫০) ছাতরা পোকা ও স্পাইরাল বোরার সহনশীল পাওয়া গেছে। জার্মপ্লাজমগুলো পাটের পোকামাকড় সহনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রজনন বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ❖ দেশি পাট, তোষা পাট ও কেনাফের ৩টি অগ্রবর্তী সারি ও ৩টি তুল্য জাতের পচন সময়কাল এবং আঁশের গুণাগুণ নির্ধারণ কার্যক্রম আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাট পচনের জন্য ৪০টি অনুজীব সংগ্রহ (Isolation) করা হয়েছে এবং তাদের পাট পচন গুণাগুণ নির্ণয়করণ কার্যক্রম চলছে।
- ❖ তোষা পাটের ৪টি জাতের ১২০ দিন বয়সের আঁশের তুলনামূলক গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❖ পাটভিত্তিক তিন ফসলি শস্যধারা (বোরো-পাট-রোপা আমন) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ সারাদেশে ৩০ জুট ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহের মাঠপর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকপর্যায়ে পরিচিতি এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- ❖ বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও সমজাতীয় আঁশ ফসলের নতুন জাতসমূহকে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিজেআরআই- এর আঞ্চলিক ও উপ-কেন্দ্রের মাধ্যম ২০০টি আঁশ ও ৭৫০টি বীজ ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ এছাড়া ০৬টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে পাট ও সমজাতীয় আঁশ ও বীজ ফসলের উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।
- ❖ আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতজাতের পাট উৎপাদন, পাট পচন এবং পাট চাষ সম্প্রসারণে নানাবিধ কলাকৌশল বিষয়ে ১২০০ জন কৃষক এবং ১০২ জন উপসহাকারী কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪.০০ টন মান ঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে।
- ❖ পাটের কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ০১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাট উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

ছক-৩: ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরে পাট আবাদের জমি	২০২০-২১ অর্থবছরে পাট উৎপাদন	মন্তব্য
১	পাট	৬.৮২ লক্ষ হেক্টর	৭৭.২৫ লক্ষ বেল	-

* উৎস: ক্রপস্ উইং, পাট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শাখা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

কারিগরী গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২০-২১)

- ❖ কারিগরি গবেষণা উইং এর বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ৩৬টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।
- ❖ পাট আঁশের সাথে অন্যান্য প্রাকৃতিক আঁশ (bagasse) মিশ্রিত করে হাইব্রিড কম্পোসিট তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ পাট আঁশ Reinforcing Material এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোসিট তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ পাট কাঠি এবং পাট আঁশ থেকে সহজ পদ্ধতিতে ও স্বল্প মূল্যে মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- সিএমসি তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাট থেকে উন্নত মানের হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ পাট আঁশ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকুয়াসটিক প্যানেল প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট ব্যবহারগুলি নির্ধারণের জন্য তাদের ফিজিকো-মেকানিক্যাল এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমন পাটেরজাক ও পাটকল থেকে সংগ্রহকৃত নমুনা থেকে লিগনোসেলুলোজিক এনজাইম উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস শনাক্ত করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- সেলুলেজ, জাইলানেজ ও পেকটিনেজ উৎপাদন করা হয়েছে, এনজাইমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং এনজাইম সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।
- গবেষণাগার পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়াল ইনোকুলাম প্রয়োগ করে শুকনা পাট থেকে আঁশ ছাড়ানোর গবেষণা করা হয়েছে।
- দেশি ও তোষা পাটের পাতার বেটাকেরোটিন (ভিটামিন-এ) এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে।
- পাটের পাতার অ্যান্টিব্যকটেরিয়াল প্রপার্টি দেখা হয়েছে।
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব এবং মূল্য সাশ্রয়ী ভালোমানের পাট ও কলা আঁশের মিশ্রিত সুতা উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সাড়ে সাত (৭.৫) কাউন্টের পাটের সুতায় তৈরি ফার্নিশিং ফেব্রিক উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা শিল্পে ব্যবহারযোগ্য।
- জুট নীটেড ফেব্রিক্স তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

জুট-টেক্সটাইল উইং এর গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০২০-২০২১)

- জুট-টেক্সটাইল গবেষণা উইং পাট, তুলা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক আঁশের মিশ্রণে সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বহুমুখী নতুন পাট পণ্য উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে । বিগত ০১ বছরে ১০টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২০ জন ক্ষুদ্রও মাঝরি উদ্যোগতাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে ।
- পাট-তুলা-আনারস ফাইবার মিশ্রণে সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্থানীয় তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মালিকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

- পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং কৃষি মন্ত্রীণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বিশেষ সরকারি অনুদানে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে পাটের জিনোম গবেষণা শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা তোষা পাটের জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন করেন। উক্ত জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচনের পর, সে তথ্যকে কাজে লাগিয়ে পাট ফসলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে আগষ্ট ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে জিনোম গবেষণার সুফল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১১৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এরপর প্রকল্পটিকে মূল প্রকল্প দলিলের আলোকে বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে জিনোম গবেষণার একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, মোট ১২৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধনী অনুমোদন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৩৫.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৯.৫৫ শতাংশ। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১২৪৮৮.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯৭.১৬ শতাংশ।

  প্রকল্পের আওতায় জিনোম ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দ্রুতবর্ধনশীল, বিছাজাতীয় পোকা প্রতিরোধী, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল, পাটের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত সহনশীল এবং কম লিগনিন যুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার বেশির ভাগ বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশিল ও উন্নত মানের আঁশ বিশিষ্ট পাটের চারটি (তোষা পাটের ২টি এবং দেশি পাটের ২টি) নতুন লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের তোষা পাটের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসাবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য ২০১৯ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে। যা প্রচলিত জাতের চেয়ে

শতকরা ১৫-২০ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আঁশের মানও ভাল। জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ জাত কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষে বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিজেআরআই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে পাট বীজের অমদানি নির্ভরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া নতুন উদ্ভাবিত ধইঞ্চার জিনোম সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ করে এর বায়ুমণ্ডল হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জিনসমূহ সনাক্ত করে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ **'জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প' :** জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গত ১৫-১০-২০১৮ তারিখ এবং পরবর্তীতে গত ১২-০৬-২০১৯ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মেয়াদ জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪২.৫০ লক্ষ টাকা, (রাজস্ব খাতে ৩৪৪.৫০ লক্ষ টাকা, মূলধন খাতে ২৮২৮.৯৮ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কনটিজেন্সি খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রাইস কনটিজেন্সী খাতে ২৯.০৩ লক্ষ টাকা), বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জামালপুর এবং তদসংলগ্ন জোলার চরাঞ্চল উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ০১টি নুতন পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় মাদারগঞ্জে নবগঠিত চরাঞ্চলে ৩৪.৫ একর অকৃষিজ খাস জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৪টি লটে ভূমি উন্নয়নের কাজ, লাইন ও তার (বিদ্যুৎ সরবরাহ) নির্মাণ কাজ এবং নলকুপ স্থাপন (পাম্প ও পাম্প হাউজ) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও অফিস এবং প্রশিক্ষণ কাম ডরমিটরি ভবন (৪তল ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ স্টুডিও টাইপ অফিসার্স ভবন (৩তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ এবং স্টাফাদের সিঙ্গেল কোয়ার্টার (২তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২তলা ভবন) এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আর এফ কিউ পদ্ধতিতে ৩৭টি আসবাবপত্র আইটেম সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে শুল্ক ব্যতিত আবর্তক (রাজস্ব) খাতে ১১০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৭২০.০০ লক্ষ টাকা সমেত মোট ৮৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আবর্তক (রাজস্ব) খাতে ১০৪.৪৩ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৭১৫.২২ লক্ষ টাকা সমেত মোট ৮১৯.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৮.৭৫%।

❖ **জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প-এর কার্যক্রম ও অর্জন (২০২০-২০২১) :** বিজেআরআই এর জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭৯.০০ লক্ষ (বিশ কোটি উনআশি লক্ষ) টাকা মাত্র, যার পুরোটাই জিওবি থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩০-০১-২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং এর মেয়াদকাল ১ অক্টোবর ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২১। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন খাতে (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, স্থানীয় প্রশিক্ষণ ব্যয়, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত, ভ্রমণ, গবেষণা ব্যয় ইত্যাদি) আরএডিপি বরাদ্দ প্রাপ্ত হয় মোট ৭০ লক্ষ টাকা মাত্র। এর মধ্যে ৬৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৩০ টাকা বিভিন্ন খাতে কোড অনুযায়ী খরচ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পাঞ্জাবির কাপড় তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম খাতের অধীনে ২৬৫৯৭০০.১১১ টাকা ব্যয়ে হেভি রেপিয়ার লুম ক্রয় করা হয়েছে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০ জন এসএমইকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Textile Basic Chemicals, Textile Auxiliaries & Textile Finishing Agent ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত খাত হতে সাব স্টেশন ও বয়লার মেশিন মেরামত করা হয়েছে।

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' ভাবগাম্ভীর্য ও সফলতার সঙ্গে পালন করার জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ০২টি কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে :

১। **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন :** 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বিজেআরআই-এর প্রধান কার্যালয়ের লাইব্রেরিতে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয় এবং উক্ত কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর লিখিত ১৭৮(একশত আটাত্তর)টি বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২। **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ :** 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বিজেআরআই-এর প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রে মোট ১০০০(এক হাজার)টি ফলজ, ভেষজ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৫৩টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত (বিজেআরআই দেশি পাট শাক-২ এবং বিজেআরআই দেশি পাট শাক-৩ সহ) উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫টি (১১টি দেশি পাট, ৭টি তোষা পাট, ৪টি কেনাফ ও ৩টি মেস্তা) উন্নত জাত বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। সুপারিশকৃত এই ২৫টি উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়কালে ১৬টি জাত (দেশি পাটের-৭টি, তোষা পাটের-৪টি, কেনাফের-৩টি এবং মেস্তার-২টি) উদ্ভাবিত হয়েছে।

- দেশে পাট বীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাট বীজ উৎপাদনের জন্য নাবী পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ উৎপাদনে যেখানে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ফলনও হয় কম সেখানে নাবি পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বিগুণ এরও বেশি (প্রায় ৭০০ কেজি/হেঃ) ফলন পাওয়া যায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে এ প্রযুক্তিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পর্যায়ক্রমে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া 'নিজের বীজ নিজে করি' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শষ্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার উপর ৭৫টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- পাটের কারিগরি গবেষণায় ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

- নদীর বাঁধ নির্মাণ, রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নবউদ্ভাবিত 'জুট জিও-টেক্সটাইল' প্রযুক্তিটি মূলত পাট দিয়ে তৈরি একটি প্রোডাক্ট। আধুনিক সিভিল/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রযুক্তিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

- পাট আঁশের সাথে অন্যান্য প্রাকৃতিক আঁশ (bagasse) মিশ্রিত করে হাইব্রিড কম্পোসিট তৈরি করা হয়েছে।

- পাট আঁশ Reinforcing Material এবং পলিয়েস্টার রেজিন ও এলোভেরা জেল (AVG) ম্যাট্রিক্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে জুট কম্পোসিট তৈরি করা হয়েছে।

- পাট কাঠি এবং পাট আঁশ থেকে সহজ পদ্ধতিতে ও স্বল্প মূল্যে মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- সিএমসি তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাট থেকে উন্নত মানের হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- পাট আঁশ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকুয়াসটিক প্যানেল প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট ব্যবহারগুলো নির্ধারণের জন্য তাদের ফিজিকো- মেকানিক্যাল এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমন পাটেরজাক ও পাটকল থেকে সংগ্রহকৃত নমুনা থেকে লিগনোসেলুলোজিক এনজাইম উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস শনাক্ত করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- সেলুলেজ, জাইলানেজ ও পেকটিনেজ উৎপাদন করা হয়েছে, এনজাইমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং এনজাইম সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সাড়ে সাত (৭.৫) কাউন্টের পাটের সুতায় তৈরি ফার্নিশিং ফেব্রিক উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা শিল্পে ব্যবহারযোগ্য।

- জুট নিটেড ফেব্রিক্স তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচশতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolina L. -এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহিত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নতমানের আঁশবিশিষ্ট পাটের চারটি নতুন জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসাবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যা প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আঁশের মানও ভাল। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি কৃষকদের মাঝে পরিচিতি এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে চলতি পাট মৌসুমে (২০২০) কৃষকের মাঠে ১২৫০টি ফলাফল প্রদর্শনী

প্লট এবং বিজেআরআই এর মাধ্যমে ২০০টি প্রদর্শনী প্লট ও ৫০টি ব্লক করা হয়েছে। জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বায়ুমণ্ডল হতে ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন গ্রহণে ধইঞ্চার বৈশিষ্ট্যকে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধইঞ্চার জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে এবং পরবর্তি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে আবির্ভূত করোনা ভাইরাসের ৭টি স্ট্রেইন এর জিনোম তথ্য উন্মোচন করা হয়েছে যা ভেক্সিন তৈরি এবং ড্রাগ ডিজাইনে ব্যবহার করা যাবে।

উপসংহার

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৮২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং উৎপাদিত হয়েছে ৭৭.২৫ লক্ষ বেল এর অধিক পাট। প্রতি বছরই পাটের নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধু উন্নত মানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না। কারণ, পাট একটি শিল্পজাত পণ্য হওয়ায় এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় জড়িত। সুতরাং পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক আঁশ ফসল পাটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।

বিজেআরআই কর্তৃক সম্প্রতি উদ্ভাবিত দেশি পাটের লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত ‘বিজেআরআই দেশি পাট-১০’

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সময়সাশ্রয়ী জুট হার্ভেস্টার

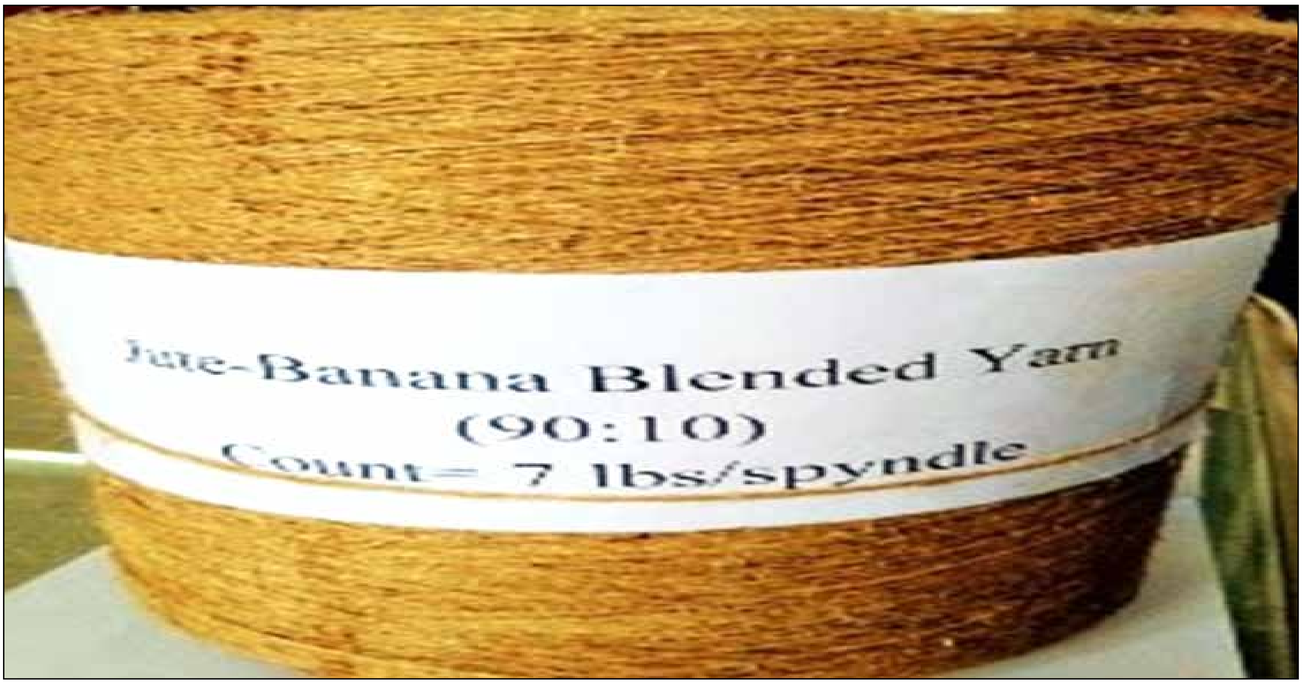

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও কলার ফাইবার মিশ্রিত সুতা উৎপাদন (৯০:১০)

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট, তুলা ও আনারসের ফাইবার মিশ্রিত সুতা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বিজেআরআই-এর লাইব্রেরিতে মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট, তুলা ও আনারসের ফাইবার মিশ্রিত সুতা উৎপাদন (৩০:৫০:২০) প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bsri.gov.bd

ক) ভূমিকা

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু, যষ্টিমধু প্রভৃতি চিনিফসলের গবেষণা ত্বরান্বিত করতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৯ অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দুটি প্রধান বিভাগ, নয়টি উপকেন্দ্র এবং দুটি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিডব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প (Vision)

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য (Mission)

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনি ফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন- লবণাক্ত ও পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলি

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।

৩. ইক্ষু ভিত্তিক খামার তৈরির উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।

৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।

৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৯. সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।

১০. ইক্ষু চাষিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১. উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) জনবল

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১	০	মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন
২	গ্রেড ২	২	১	১	
৩	গ্রেড ৩	১৬	১২	৪	
৪	গ্রেড ৪	২৬	১৪	১২	
৫	গ্রেড ৫	২	১	১	
৬	গ্রেড ৬	২৭	২৪	৩	
৭	গ্রেড ৭	১	০	১	
৮	গ্রেড ৮	-	০	০	
৯	গ্রেড ৯	৫৬	২৬	৩০	
১০	গ্রেড ১০	১৭	১১	৬	
১১	গ্রেড ১১	২০	১৫	৫	
১২	গ্রেড ১২	৫০	৩০	২০	
১৩	গ্রেড ১৩	-	০	০	
১৪	গ্রেড ১৪	২	১	১	
১৫	গ্রেড ১৫	১৭	১৩	৪	
১৬	গ্রেড ১৬	৪৩	২৮	১৫	
১৭	গ্রেড ১৭	৬	৫	১	
১৮	গ্রেড ১৮	-	০	০	
১৯	গ্রেড ১৯	৩০	২৫	৫	
২০	গ্রেড ২০	৭৭	৪৭	৩০	
মোট =		৩৯৩	২৫৪	১৩৯	

*৩০ জুন ২০২১ তারিখের তথ্য।

নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ			প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	মোট
৫	০	৫	১	০	১	৫

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৯৪ জন	-	৭৯ জন	-	২৭৩ জন	এক ব্যক্তি একাধিক ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন
২	গ্রেড ১০	-	-	১১ জন	-	১১ জন	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	১৬৪ জন	-	১৬৪ জন	
মোট =		১৯৪ জন	-	২৫৪ জন	-	৪৪৮ জন	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট=			-	-		

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট=		-	-	-	-	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. ইক্ষুর নতুন জাত বিএসআরআই আখ ৪৮ উদ্ভাবন
হেক্টর প্রতি ফলন ৯৩.৫০-১২১.৫২ টন
চিনি ধারণক্ষমতা ১২.০৬-১৫.১১%
গুড় আহরণের হার ১০.৭৫%
লাল পচা রোগ প্রতিরোধী
পাতায় ধার কম

২. স্বাস্থ্যসম্মত আখের জুসার
ফুডগ্রেড স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি তাই স্বাস্থ্যসম্মত
জুস আহরণ ক্ষমতা ৬৫%
আখ মাড়াই রেট : ২০০-২৫০ কেজি/ঘণ্টা
ইঞ্জিনের ক্ষমতা : ১.২৫ হর্স পাওয়ার

৩. আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা
ডগার মাজরা পোকা এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসে আক্রমণ করে
এর আক্রমণের ফলে আখের ফলন ৪৮% এবং চিনি আহরণ ৬২% পর্যন্ত কমে যেতে পারে
এ পোকার আক্রমণ জমিতে দেখা মাত্রই সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে
ব্যাম্বু বুস্টার ব্যবহার করে উপকারী পোকার মাধ্যমে ডগার মাজরা পোকা দমন
রাসায়নিক কীটনাশক ইকোফুরান ৫জি একরে ১৬ কেজি নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে

৪. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আখের লবণাক্ত সহিষ্ণু সোমাক্লোন উৎপাদন
নিয়মিত চারা উৎপাদনের চেয়ে কম খরচে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়
সহজে চারা পরিবহন করা যায়
শতভাগ জার্মিনেশন রেট হওয়ায় জমিতে আখের পরিমাণ বেশি হয় তাই ফলন বাড়ে
লবণাক্ততা সহিষ্ণু হওয়ায় লবণাক্ত এলাকায় আখের ফলন বেশি হয়

৫. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এবং ১১ এর জন্য ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে সারের মাত্রা
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও বৃহত্তর দিনাজপুর) এর জন্য সারের মাত্রা নিম্নরূপঃ
প্রতি হেক্টরে নাইট্রোজেন ১৪০ কেজি, ফসফরাস ২০ কেজি, পটাশিয়াম ৮৩ কেজি, সালফার ১২ কেজি, ম্যাগনেসিয়াম ১০ কেজি, জিংক ২ কেজি, বোরণ ২ কেজি এবং সরিষার খৈল ৭৫০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১১ (বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও সংলগ্ন এলাকা) এর জন্য সারের মাত্রা নিম্নরূপঃ
প্রতি হেক্টরে নাইট্রোজেন ১৫৬ কেজি, ফসফরাস ৫৩ কেজি, পটাশিয়াম ১১৫ কেজি, সালফার ১২ কেজি, ম্যাগনেসিয়াম ৫ কেজি, জিংক ২ কেজি, বোরণ ২ কেজি এবং সরিষার খৈল ৭৫০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে
মাটির উর্বরতা সংরক্ষণে সহায়ক

৬. ক্যালারিস এক্সট্রা ২৭.৫০ ইসি আগাছানাশক ব্যবহার করে ইক্ষুর চওড়া পাতা আগাছা দমন
শাকনটে, কাঁটানটে, বন তামাক প্রভৃতি প্রশস্ত পাতার আগাছার বিরুদ্ধে কার্যকরী
প্রতি হেক্টরে ২.৫ লিটার কীটনাশকের প্রয়োজন পড়ে
আখ রোপণের পরপরই একবার প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে আখ রোপণের ৬০ দিন পর আরেকবার প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে আখের চারা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে অথবা এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যেন আখের পাতায় আগাছানাশক না পড়ে

৭. মধুপুর অঞ্চলে উঁইপোকা প্রতিরোধে পরিবেশবান্ধব আইপিএম প্যাকেজ
ময়মনসিংহের মধুপুর এলাকার জন্য উপযোগী
উঁইপোকা দমনে বিকর্ষক হিসেবে কাজ করে এবং ৮৭.৬৭% পর্যন্ত উঁইপোকা দমন করা যায়
কোন কীটনাশকের প্রয়োগ নেই বিধায় সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব
আক্রান্ত গাছের গোড়া মাটিসহ উত্তোলন করতে হবে
পচা গোবর ও গো-চনার মিশ্রণ ৫০% হারে পানিতে দ্রবীভূত করে ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে
নিমপাতার গুড়া হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি হারে তিনবার প্রয়োগ করতে হবে

৮. আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চীনাবাদাম চাষ
আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে তেল ফসল চীনাবাদাম চাষ খুবই উপযোগী
কম খরচে এবং স্বল্প পরিচর্যায় চাষ করা যায় বিধায় আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চীনাবাদাম চাষ অধিক লাভজনক
লিগিউম জাতীয় ফসল বিধায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে যার ফলে প্রধান ফসল আখের ফলন বৃদ্ধি পায়
চীনাবাদাম রবি ও খরিফ-১ দুই মৌসুমে চাষ করা যায় বিধায় আগাম (অক্টোবর-নভেম্বর) ও নাবি (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি) আখের সাথে খুব সহজেই সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়
আখের গড় ফলন ৮০ টন/হেক্টর এবং সাথী ফসল হিসেবে চীনাবাদামের ফলন ১.০-১.২ টন/হেক্টর পাওয়া যায়

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে কোন প্রকল্প চলমান নেই।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

(১) কর্মসূচির নাম	:	পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মৌ চাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	:	১৪.৬০ লক্ষ টাকা
কর্মসূচির উদ্দেশ্য	:	১. মৌমাছি ও মধুবিষয়ক গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি এপিয়ারি (গবেষণাগার) স্থাপন করা। ২. রানী মৌমাছির কৃত্রিম প্রজনন, পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা ও মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ৩. আধুনিক পদ্ধতিতে মৌ পালন ও মধু উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
এ বছরের কার্যক্রম	:	উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত মৌমাছি ও মধুবিষয়ক গবেষণায় প্রয়োজনীয় গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩ ব্যাচ মৌয়াল/মৌচাষি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(২) কর্মসূচির নাম : উন্নতমানের তাল ও খেজুরের চারা উৎপাদন ও বিতরণ।

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০০.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৪.০০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

১. দীর্ঘমেয়াদে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে সারাদেশে ৬৫,০০০ পরিবেশবান্ধব উন্নত জাতের তালের চারা উৎপাদন।
২. পরিবেশবান্ধব ও উন্নত তালের চারা রোপণ ও বিস্তার কার্যক্রম সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৩০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ৩০ স্থানে ৩০টি কৃষক গ্রুপ গঠন।
৩. গঠনকৃত গ্রুপের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের সম্পৃক্ত করে উৎপাদিত পরিবেশবান্ধব ও উন্নত জাতের ৬৫,০০০ তালের চারা বিতরণ; পুকুরপাড়, বাঁধ ও রাস্তার ধার, জমির আইলসহ অনাবাদি ও পতিত জমিতে রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
৪. তালের চারা তৈরির উন্নত কলাকৌশল বিস্তার টেকসইকরণ ও তাল গাছ নিধন রোধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ৩৮ ব্যাচ চাষি/নার্সারি কর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. তালের চারা এবং তালগাছ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপকরণ বিক্রয়ের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধির উপায় সৃষ্টিকরণ এবং কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপকারভোগীদের সহায়তাকরণ।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে ১১৪০টি তালের চারা রোপণ করা হয়েছে। ৫০ জন চাষি/নার্সারি কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৩) কর্মসূচির নাম : অধিক ফলনশীল নতুন ইক্ষু জাত বিস্তারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি কর্মসূচি

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২.২৫ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ : ৪.৬৭ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ :

১. নতুন ইক্ষুজাতের বীজ সহজলভ্যতার মাধ্যমে আবাদ ও ফলন বৃদ্ধি করে আখ চাষির আয় বৃদ্ধি করা।
২. নিরাপদ আখের গুড় ও রস উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জনপদের বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
৩. ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১২টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৪) কর্মসূচির নাম : সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ বিস্তার কর্মসূচি

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬১.৬০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	:	১৬২.৫০ লক্ষ টাকা
কর্মসূচির উদ্দেশ্য	:	১. বাংলাদেশের খরাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর টেকসই চাষ বৃদ্ধিকরণের জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন । ২. চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জন্য টেকসই সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার। ৩. সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী খরা ও চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। ৪. সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বাড়ির আঙিনায় চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রচাষি এবং নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করা। ৫. চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের ব্যাপক বিস্তার এবং বিপণন কর্মকাণ্ডে বেকার জনসাধারণ এবং নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়ন।
এ বছরের কার্যক্রম	:	উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মসূচি এলাকায় ২০০টি গবেষণা প্লট এবং ১০৪টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ৩২ ব্যাচ চাষি প্রশিক্ষণ ও ৫টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা ও প্রদর্শনী প্লটের ফলাফল সম্প্রসারণের জন্য ২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট : ৩২৮৮.৭০ লক্ষ টাকা।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ইক্ষুর নতুন জাত বিএসআরআই আখ ৪৮ উদ্ভাবন। স্বাস্থ্যসম্মত আখের জুসার উদ্ভাবন। আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আখের লবণাক্ত সহিষ্ণু সোমাক্লোন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এবং ১১ এর জন্য ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে সারের মাত্রা নির্ধারণ। ক্যালারিস এক্সট্রা ২৭.৫০ ইসি আগাছানাশক ব্যবহার করে ইক্ষুর চওড়া পাতা আগাছা দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন। মধুপুর অঞ্চলে উঁইপোকা প্রতিরোধে পরিবেশবান্ধব আইপিএম প্যাকেজ উদ্ভাবন এবং আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চিনা বাদাম চাষ প্রযুক্তি।

(ঝ) উপসংহার

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে হাওড়, চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন- তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে আয়োজিত মাঠ দিবসে বক্তব্য দিচ্ছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার

বিএসআরআই আয়োজিত মাঠ দিবসে বক্তব্য দিচ্ছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ

নতুন উদ্ভাবিত ইক্ষু জাত বিএসআরআই আখ ৪৮

ইক্ষুর সাথে দ্বিতীয় সাথীফসল সূর্যমুখী চাষ

ইক্ষুর সাথে প্রথম সাথীফসল পেঁয়াজ বীজ চাষ

বিএসআরআই এ উৎপাদিত তালের চারা

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

ভূমিকা

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' নামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পাদন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে বর্তমান 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সংবলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় যথা- জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, অম্লত্ব বৃদ্ধি, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়, উপকূলীয় এলাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়া ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ০৭টি বিভাগীয় গবেষণাগার, ১৬টি আঞ্চলিক গবেষণাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি।
(২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস।
(৩) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন।
(৪) সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা।
(৫) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

যথাযথ এবং টেকসই ভূমি ও মৃত্তিকা (বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

জনবল (Manpower)

ক্র: নং	বেতন গ্রেড	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	-	-	-	
২	গ্রেড ২	২	১	১	নবসৃষ্ট পদ। নতুন নিয়োগবিধি না থাকায় পদটি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মহাপরিচালক পদটি (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৩	গ্রেড ৩	১৯	৫	১৪	পদোন্নতির শর্ত পূরণকৃত ৬ জন কর্মকর্তা (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) পদোন্নতির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রয়াধীন।
৪	গ্রেড ৪	৭৩	৩১	৪২	পদোন্নতির শর্ত পূরণ না করায় পদগুলো শূন্য রয়েছে।

ক্র: নং	বেতন গ্রেড	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
৫	গ্রেড ৫	-	-	-	
৬	গ্রেড ৬	১২৩	৭৮	৪৫	প্রেষণে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত ১১ (এগার) জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত। পদোন্নতির শর্ত পূরণ না করায় পদগুলো শূন্য রয়েছে।
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	২০৩	৪৭	১৫৬	শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১০	গ্রেড ১০	১১	৯	২	অবসরজনিত কারণে ১টি পদ শূন্য। অপর ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
১১	গ্রেড ১১	১৪	১	১৩	নবসৃষ্ট পদ। নিয়োগবিধি প্রক্রিয়াধীন।
১২	গ্রেড ১২	৯	-	৯	অবসরজনিত কারণে পদগুলো শূন্য রয়েছে। পদগুলো পদোন্নতির মাধ্যমে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
১৩	গ্রেড ১৩	৩৪	৩০	৪	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৮টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ছাড়পত্র কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে একটি রিট মালার রায়ের প্রেক্ষিতে ডিপিসি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪	গ্রেড ১৪	৩৭	৩৪	৩	
১৫	গ্রেড ১৫	-	-	-	
১৬	গ্রেড ১৬	১৫৫	১০৩	৫২	
১৭	গ্রেড ১৭	৩০	১০	২০	
১৮	গ্রেড ১৮	৫৫	৫০	৫	
১৯	গ্রেড ১৯	১	১	-	
২০	গ্রেড ২০	১৯০	১০১	৮৯	
	মোট =	৯৫৬	৫০০	৪৫৬	

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১১	২১	৩২	১১	-	১১

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪১	-	১৫৯	-	২০০	একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন
২	গ্রেড ১০	-	-	১৩	-	১৩	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৩৪৩	-	৩৪৩	
	মোট =	৪১	-	৫১৫	-	৫৫৬	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৪	-	-	১৪	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট=		১৪	-	-	১৪	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (জন)				মন্তব্য
		প্রশিক্ষণ	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	২	৫	-	৭	সকল সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সেমিনারে একাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট=		২	৫	-	৭	

কার্যাবলি

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা এবং সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

কৃষক সেবা

- স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ।
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ।
- টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ।

আইসিটি সেবা

- মোবাইল ফোন এবং ইউডিসির মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোন অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ।
- অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততার তথ্য জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ।
- উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা।

সার নমুনা বিশ্লেষণ

- সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ওজৈব সারের নমুনা বিশ্লেষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘ মেয়াদি পরিবীক্ষণ।
- মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘ মেয়াদি পরিবীক্ষণ।

সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

- মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন।
- পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পিট এবং অম্লীয় মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

- মৃত্তিকা পরীক্ষা ভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এডাপ্টিভ ট্রায়াল।
- কৃষির সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা, সারের ডিলার ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রকাশ।

মানচিত্র প্রণয়ন

- মৃত্তিকা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র।
- শস্য উপযোগিতা মানচিত্র।
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র।
- ভূ-প্রকৃতি মানচিত্র।
- বন্যার আশংকাযুক্ত এলাকার মানচিত্র।
- খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র।
- সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা মানচিত্র।
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র।

এসব মানচিত্র মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে A4 (২১.০ সে.মি. × ২৯.৭ সে.মি.) ও A1 (৫৯.৪ সে.মি. × ৮৪.১ সে.মি.) মাপের মানচিত্রের মূল্য যথাক্রমে ১০০.০০ (একশত) ও ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জেলা কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

ক্র. নং	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি	গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল
১.	উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য মাঠ জরিপ	উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ৪৮টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২.	ভূমি মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রকাশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২১টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে।
৩.	অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেমে জন্য তথ্য উপাত্ত হালনাগাদকরণ	ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে ৫০টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত এই সিস্টেমে হালনাগাদ করা হয়েছে।
৪.	অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৫,২৮৮টি সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
৫.	স্থায়ী গবেষণাগারে মাটি, পানি ও উদ্ভিদের নমুনা বিশ্লেষণ এবং ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে ২০,০০০টি মাটির নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

ক্র. নং	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি	গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল
৬.	ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কর্মসূচি	মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০২০ এবং খরিফ ২০২১ মৌসুমে ৫৬টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৬০০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
৭.	মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার শনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১২,৯৩৩ জন কৃষক, কৃষি কর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৮.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৪,১০৫টি সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
৯.	সারের গুণগতমান নির্ণয়	এসআরডিআই- এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষা সুবিধাসংবলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত ৪,০০০টি সার নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১০.	মাটি ও পানির লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ	লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা,চট্টগ্রাম এবং বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, অগভীর নলকূপ এবং অগার গভীরতায় নিয়মিত পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ৭০০টি মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ উপাত্ত সৃজন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
১১.	লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনাবিষয়ক গবেষণা	উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ৩০০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১২.	মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের গবেষণা ও সম্প্রসারণ	বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের ওপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোঁপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ১২টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Geo-textile ব্যবহার এবং Bench terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনীভিত্তিক কার্যক্রম চালানো হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন- আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ, বনায়ন সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
১৩.	মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তির এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন	রবি ও খরিফ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ৪২টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১৪.	মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ	৪২ টি অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল এলাকায় কৃষক সমাবেশ/মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৫.	প্রকাশনা	• মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০২০-২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; • ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ; • ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন; • Soil Fertility Trends in Bangladesh 2010 to 2020 শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ।

ক্র. নং	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি	গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল
১৬.	বিবিধ	• বাংলাদেশ বেতার এর ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরসহ অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ফসল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কথিকা প্রচার ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; • ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা বিষয়ক ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যকাল	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১.	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	১২৫৪.০০	১২৫৩.১৯ (৯৯.৯৪%)
২.	গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, এসআরডিআই অংগ	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৪৫০.০০	৪৪৯.৫০ (৯৯.৮৯%)
৩.	'নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক প্রকল্প' (পাইলট প্রকল্প) এসআরডিআই অংগ	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত	৩১২.০০	৩০৫.৬১ (৯৭.৯৫%)

কর্মসূচির তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম	কর্মসূচির কার্যকাল	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১.	ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (MSTL) মাধ্যমে সরেজমিন কৃষকের মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার সুপারিশ কার্যক্রম জোরদারকরণ।	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত	১৮৭.৫০	১৮৭.৪৭৬ (৯৯.৯৮৯%)
২.	দূর-অনুধাবন (Remote sensing) পদ্ধতি ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ।	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	১২.৩৩	১২.০১২ (৯৭.৪২%)

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশের সীমিত ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ৪৮টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমি, শস্য, মাটি, পানি, জলবায়ু ইত্যাদির একটি বিশাল তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে স্থানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফসল নির্বাচন, সুষম সার ব্যবহার, কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নির্ধারণসহ অন্যান্য কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নির্দেশিকাসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদানের জন্য ইউনিয়ন

ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন ও মদ্রণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২১টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইউনিয়নভিত্তিক মাটির উর্বরতামান অনুসারে নির্দিষ্ট ফসলে সুষম জন্য সার সুপারিশ প্রয়োগের জন্য সার সুপারিশ ফেস্টুন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা'র আওতায় উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ৩০০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে এবং উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ডিবলিং এবং চারা রোপন পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ, টপ সয়েল কার্পেটিং এর মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরের পাড়ে বর্ষাকালীন তরমুজ চাষ প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারন করা হয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থ বছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ১২ টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Geo-textile ব্যবহার এবং Bench terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনী করা হয়েছে। পাহাড়ি ঢালে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝাড়ের বেড়া (hedge row) প্রযুক্তি এবং পাহাড়ের ঢালে slash & burn পদ্ধতির পরিবর্তে slash & mulch with agroforestry পদ্ধতিতে জুম চাষ প্রভৃতি প্রযুক্তিসমূহ নতুন উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এ দূর-অনুধাবন পদ্ধতি (Remote sensing) ও উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের আবাদকৃত জমির আয়তন নির্ধারণ শীর্ষক একটি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আবাদী জমির আয়তন থেকে খুব সহজেই ওই জমিতে আবাদকৃত ফসলের তালিকা নির্ধারন করা যাবে এবং উক্ত ফসলের জন্য ওই এলাকার ভূমি শ্রেণি অনুযায়ী প্রকৃত প্রয়োজনীয় কৃষি উৎপাদন উপকরণ নির্ধারণ করা যাবে। মাটির পুষ্টিগুণের তথ্য ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে। এতে করে সারের অপচয় কম হবে ফলে মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০২০ এবং খরিফ ২০২১ মৌসুমে ৫৬টি উপজেলায় সরেজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৬০০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের সকল উপজেলার মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করেছে এসআরডিআই। অনলাইন সার সুপারিশমালা এদেশের ডিজিটাইজেশনের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির মাধ্যমেও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকদের ফসল ভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিকন্তু সমস্যাযুক্ত মাটি অর্থাৎ লবণাক্ত ও অম্লীয় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান দেশের আপামর কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে এবং দেশের মাটি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে মাটির নমুনা পরীক্ষা ও সার সুপারিশ প্রদান

লবণাক্ত এলাকায় “Flzing Bed Agriculture” পদ্ধতিতে দেশি শিম চাষ

পাহাড়ি এলাকায় ধ্বসে যাওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারে জুট জিও টেক্সটাইল (Jute-geo textile) প্রযুক্তি

হালনাগাদ উপজেলা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কার্যক্রম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

কৃষি হবে দুর্বার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
www.dam.gov.bd

ভূমিকা

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবিকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পযন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল 'কৃষি বাজার পরিদপ্তর'।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার 'অধিদপ্তর' হিসেবে ঘোষণা করে।

রূপকল্প (Vision)
উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)
আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলী (Functions)

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাজার কারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;

- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে ঢাকাসহ দেশের ৪২টি জেলা শহরে কৃষকের অংশগ্রহণে 'কৃষকের বাজার' চালু করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪৩৬০০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে ৪১০.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ৪৫৯৬ জন কৃষককে kMFc সুবিধা প্রদান এবং ২০০০ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে প্রায় ৩২০টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ;
- দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন ডিসপ্লে বোর্ডের সহায্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদরসহ বিভিন্ন বাজার তথ্য সম্প্রচার করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- আলু, টমেটো, ঢেঁড়স, ধান, বেগুন, চীনাবাদাম, কাঁচামরিচ, পিয়াজ, সরিষাসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মুঠোফোনভিত্তিক বিপণন এ্যাপ **সদাই** চালু করা হয়েছে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- করোনাকালীন কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট ২,০৬,৩৫,০০০/- টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (৯টি) মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসলের জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা) এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমি শাকসবজি, আলু ও বেগুনের মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;

জনবল

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২০৯টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যবধি বিলুপ্ত হয়নি। বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	গ্রেড ১	০	০	০
২	গ্রেড ২	১	১	০
৩	গ্রেড ৩	০	০	০
৪	গ্রেড ৪	২	২	২
৫	গ্রেড ৫	১৩	১৩	০

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
৬	গ্রেড ৬	২৩	৪	১৯
৭	গ্রেড ৭	২	২	০
৮	গ্রেড ৮	০	০	০
৯	গ্রেড ৯	৭৮	৩০	৪৮
১০	গ্রেড ১০	৪৭	৩২	১৫
১১	গ্রেড ১১	২১	২০	১
১২	গ্রেড ১২	৭৮	৬৬	১২
১৩	গ্রেড ১৩	১৪	৮	৬
১৪	গ্রেড ১৪	১৫	৭	৮
১৫	গ্রেড ১৫	২৭	২৬	১
১৬	গ্রেড ১৬	১৪৩	১২১	২২
১৭	গ্রেড ১৭	০	০	০
১৮	গ্রেড ১৮	৩৯	৩৯	০
১৯	গ্রেড ১৯	১৫	১৩	২
২০	গ্রেড ২০	২৪৫	১৭৫	৭০
মোট =		৭৬৩	৫৫৪	২০৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ৩-৯	-	-	৩৬	-	৩৬
২	গ্রেড ১০	-	-	২০	-	২০
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৪৮০	-	৪৮০
মোট=			-	৫৩৬		৫৩৬

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ৩-৯	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
মোট=		-	-	-	-

উন্নয়ন প্রকল্প

১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ)

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০২ কোটি ১১ লক্ষ
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি ও ইফাদ

<table>
<tr><td>০৫.</td><td>প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
খ) উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">১। চট্টগ্রাম ২। ফেনী ৩। লক্ষ্মীপুর ৪। নোয়াখালী ৫। বাগেরহাট
৬। সাতক্ষীরা ৭। ভোলা ৮। ঝালকাঠি ৯। পিরোজপুর ১০। পটুয়াখালী এবং
১১। বরগুনা জেলার মোট ৩০টি উপজেলা।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৭.</td><td rowspan="3">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">:</td><td rowspan="2">ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td><td rowspan="2">৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয়</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>২০২১১.১২</td><td>৬২৯২.৩৬</td><td>৩১.১৩%</td><td>৩১.১৩%</td></tr>
</table>

২) 'বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প:

<table>
<tr><td>০১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="4">অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>:</td><td colspan="4">২৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>অর্থায়নের উৎস</td><td>:</td><td colspan="4">জিওবি</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি।
(খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
(গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৭.</td><td rowspan="3">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">:</td><td rowspan="2">ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td><td rowspan="2">৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয়</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>২৭৮৪,০০</td><td>৮৭৯.০০</td><td>৩১.৫৭</td><td>৩১.৫৭</td></tr>
</table>

৩) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট : ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি : ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা

<table>
<tr><td>০৫.</td><td>প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ
ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ;
খ) গৃহ পর্যায়ে শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাকসবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ;
গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি;
ঘ) উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা;
ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমন- গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">নির্বাচিত ৩১টি জেলা</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৭.</td><td rowspan="3">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">:</td><td rowspan="2">ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td colspan="2">প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td><td rowspan="2">৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয়</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>১৬০০০.০০</td><td>২৯৫.৭০</td><td>১.৮৫%</td><td>১.৮৫%</td></tr>
</table>

কর্মসূচিসমূহ

১) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসেবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচির মূল্য উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপঃ ১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা ২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিকভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা। ৩। কাঁঠাল ব্যবহার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা। ৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা। ৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা । ৬। প্রক্রিয়াজতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজত শিল্পের বিকাশ ঘটানো।
০৬.	কর্মসূচি এলাকা	:	গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর, টাংগাইল ও রাঙ্গামাটি।

০৭.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			২২৫.০০ লক্ষ টাকা	২২৪.৩৫	৯৯.৭১%	৯৯.৭১%

২) জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২০০ লক্ষ টাকা			
০৪.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২০০ লক্ষ টাকা			
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাকসবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাকসবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ ১) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাকসবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরি; ২) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি; ৩) নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪) নিরাপদ শাকসবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Lost) কমিয়ে আনা; ৫) নিরাপদ শাকসবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ;			
০৬.	কর্মসূচি এলাকা	:	ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নওগাঁ, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, এবং ঝিনাইদহ			
০৭.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			২০০.০০ লক্ষ টাকা	৬.৯৯	৩.৫০	৩.৫০

৩) অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা

<table>
<tr><td>০৫.</td><td>কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে দুইটি পৃথক অনলাইন প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্রও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
এছাড়াও কর্মসূচির কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলোঃ
১) দুইটি পৃথক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারি পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কৃষি ব্যবসায়ীগণের এবং খুচরা পর্যায়ে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা সাধারণের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা;
২) উন্মুক্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্যের বিক্রির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৩) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তা সাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
৪) উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার মধ্যস্থকারবারির দৌরাত্ম্য হ্রাস করা;
৫) আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম দুইটির ব্যবহার নিশ্চিত করা;</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>কর্মসূচি এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">সমগ্র বাংলাদেশ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৭.</td><td rowspan="3">কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">:</td><td rowspan="2">পিপিএনবি বরাদ্দ</td><td colspan="2">কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td><td rowspan="2">৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয়</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা</td><td>২.১৯৫</td><td>১.৪৩</td><td>১.৪৩</td></tr>
</table>

বিশেষ অর্জন (স্বীকৃতি)

২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ৩য় স্থান অর্জন করে।

উপসংহার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পণ্যের জোগান ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস এবং কৃষক ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রথম ডিজিটাল কৃষি বিপণন অ্যাপস ‘সদাই’ এর শুভ উদ্ভোবন করেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যে ৬৯টি শস্য গুদাম হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম

কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

করনাকালীন সময়ে কৃষকের আমের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহায়তায় পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আমের বাজার

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চাঁদপুর জেলায় কৃষকের বাজার উদ্বোধন

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

কৃষি হবে দুর্বার

তুলা উন্নয়ন বোর্ড
www.cdb.gov.bd

(ক) তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন, ভিশন ও কার্যাবলি

প্রেক্ষাপট

তুলা টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল এবং চাষিদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। এরপর ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের তুলাচাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টরপ্রতি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষি পণ্যের চেয়ে ভালো হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

লক্ষ্য

২০২০-২১ মৌসুমে ৪৪৩০০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১,৭৬,২৮৬ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। আগামীতে তুলার হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton এর Confined Trial (চূড়ান্ত পর্যায়) সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অতি শিগগিরই BNCB (Bangladesh National Committee of Biosafety) এর অনুমোদন নিয়ে Bt Cotton অবমুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি, লবণাক্ত সহনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে যোগাযোগ করে স্বল্পমেয়াদি তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার মাধ্যমে তুলার হাইব্রিড ও জাত হিসেবে অবমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ, জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল ফসলকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপাদনশীল অঞ্চল যেমন- বরেন্দ্রসহ খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও চরাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

- তুলা চাষিদের সংগঠিত করে তুলা চাষ বৃদ্ধি এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- তুলা চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন;
- চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান;
- বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
- তুলা উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন।

ভিশন (Vision)

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

মিশন (Mission)

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

কার্যাবলি

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;

- তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তুলাচাষিদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
- জিনারদের বেসরকারিভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

ছক-১ : তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১ (চ.দা)	-	
২	গ্রেড ২	-	-	-	
৩	গ্রেড ৩	৩	-	৩	
৪	গ্রেড ৪	৪	-	৪	
৫	গ্রেড ৫	৫	৫	-	
৬	গ্রেড ৬	৩৫	২২	১৩	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	৬৮	২৭	৪১	
১০	গ্রেড ১০	১৭	৬	১১	
১১	গ্রেড ১১	২০০	৬৮	১৩২	
১২	গ্রেড ১২	-	-	-	
১৩	গ্রেড ১৩	৮	৪	৪	
১৪	গ্রেড ১৪	১৯৮	১৪৫	৫৩	
১৫	গ্রেড ১৫	১২	৬	৬	
১৬	গ্রেড ১৬	১০১	৭৫	২৬	
১৭	গ্রেড ১৭	-	-	-	
১৮	গ্রেড ১৮	৩	২	১	
১৯	গ্রেড ১৯	-	-	-	
২০	গ্রেড ২০	২২৫	১৬৩	৬২	
মোট =		৮৮০	৫২৪	৩৫৬	

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৩৫	-	১৮০	-	২১৫	
২	গ্রেড ১০	-	-	১০	-	১০	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৩০০	-	৩০০	
মোট =		৩৫	-	৩৮০	-	৫২৫	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	০১	-	০১	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	০১	-	০১	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	-	-	-	

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্র: নং	ফসলের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১ অর্থবছরের উৎপাদন	মন্তব্য
০১.	তুলা	১.৮ লক্ষ বেল	১.৭৬ লক্ষ বেল	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ, জিনিং, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

গবেষণা কার্যক্রম

২০২০-২১ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে 'সিডিবি তুলা এম-১' নামে একটি জাত ও ৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিগত ২০২০-২১ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপ্লিনে তুলার ২৯টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ১৯টি অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। IsDB এর আর্থিক সহায়তায় 'এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তুলা গবেষণা খামারে তুরস্কের ১২টি উচ্চফলনশীল জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা চলছে। পরবর্তীতে এই জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার নতুন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

২০২০-২১ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ি এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ২.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ২.৭ টন মৌলবীজ এবং ৯৫.০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৬৬.০ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলা চাষিদের মাধ্যমে ৫০ হে: জমিতে সমভূমির তুলার মানঘোষিত তুলাবীজ

উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যা থেকে প্রায় ৬৪ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০২০-২১ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতের ২৬ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করে ১৫ মে.টন বীজ পাওয়া যায়। পাহাড়ি জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

২০২০-২১ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনে ৪৪৩০০ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১.৭৬ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০২০-২১ মৌসুমে দেশের সমতল এলাকার ১৩টি জোনের ১৯৫টি ইউনিটে মোট ২৫০০ টি প্রদর্শনী এবং ২৯ হেক্টর জমিতে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি

তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণমানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। বিগত ২০২০-২১ মৌসুমে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১৪৬ মে. টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। ২০২০-২১ মৌসুমের পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত উন্নতমানের ২১ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত ১০৬ মে. টন এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত মোট ১৪৬ মে. টন বীজতুলা জিনিং করা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম

তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি মৌসুমে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণকর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলি ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া, তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা চাষিদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২০-২১ মৌসুমে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১.১৫ কোটি টাকা বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ১.২০ কোটি টাকা বিভাগীয় ঋণ আদায় করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১.	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১) ২য় সংশোধিত	জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২১	১৪৩.৫০	৫.৫২	৫.৪১	৯৮	
২.	‘এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট’	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২	৮.৫৫	০.৪৪	০.৩৭৫৫	৮৫.৩৪	
৩.	তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫	৬৩.৫৫	৩.৫০	৩.৪০	৯৭	
	মোট =		২১৫.৬০	৯.৪৬	৯.১৮	৯৭.১০	

সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং আধুনিক তুলাচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তুলার আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরবর্তী ও বন্যামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাড়ের ঢাল ও তার মধ্যবর্তী সমতলভূমি, বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শস্য নিবিড়তা কম এমন জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- কৃষি বনায়নের মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে তামাক চাষ এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- তুলাভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস জনপ্রিয় করা;
- ভিত্তিবীজ ও প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/সম্প্রসারণকর্মীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং স্টাডি ট্যুরের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- তুলাচাষের ওপর তুলাচাষিদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ট্যুর এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি ও এক্সচেঞ্জ ভিজিট প্রভৃতির মাধ্যমে তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা;
- তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশ/ইনস্টিটিউশন এর কটন এক্সপার্টদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি কার্যক্রম উন্নয়ন করা;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়িতে শিমুল তুলার চারা রোপণ।
-

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

প্রশিক্ষণ	:	সাধারণ তুলাচাষি প্রশিক্ষণ- ২০০টি চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষি প্রশিক্ষণ-৫টি কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ -২০০টি চাষি মাঠ দিবস -২০০টি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২টি ও মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ-৪টি
সাধারণ প্রদর্শনী (বিঘা)	:	১৫০০টি
মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি (হেক্টর)	:	২৯ হেক্টর
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	:	খামারবাড়ি সড়কে তুলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

(চ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

কোড নং	ব্যয়ের বিস্তারিত খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০২০-২১	ব্যয় ২০২০-২১	শতকরা অর্জন
১৪৩০৭০১	সিডিবি, প্রধান কার্যালয় (সঃ দঃ)	৪,৯২,৯৯	৪১৯৭৫	৮৫.১৪%
১৪৩০৭০২	সিডিবি, রিজিয়নাল অফিসসমূহ	২৯৯১১	২৬৭২১	৮৯.৩৪%
১৪৩০৭০৩	সিডিবি, জোনাল অফিসসমূহ	২৬০১০৩	২৪৯৯৮৮	৯৬.১১%
১৪৩০৭০৪	তুলা গবেষণা খামারসমূহ	১০৮৮৫৪	১০২০৮১	৯৩.৭৮%
মোট-ব্যয়		৪৪৮১৬৭	৪২০৭৬৫	৯৩.৮৯%

(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

তুলার আঁশের গুণগত মানবৃদ্ধি ও চাষিদের উচ্চমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল, বীজ কোম্পানি ও প্রাইভেট জিনিং কেন্দ্রের মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া তুলার উপজাত হিসেবে বেসরকারিভাবে ৮১১ মে.টন ভোজ্যতেল উৎপাদিত হয়েছে।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১। তুলার 'সিডিবি তুলা এম-১' নামে একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২। গবেষণার মাধ্যমে ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণার কাজের উন্নয়ন ও তুলার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে IsDB এর আর্থিক সহায়তায় 'এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় তুলা গবেষণা খামারে তুরস্কের ১২টি উচ্চফলনশীল জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা চলছে। পরবর্তীতে এই জার্মপ্লাজমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার নতুন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

৪। বাংলাদেশে বিটি কটনের প্রবর্তনের Bt cotton এর কনফাইন্ড ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। অতিশিগগির বাংলাদেশে বিটি কটন অবমুক্ত করা হবে।

৫। সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১) এর আওতায় খামারবাড়ি সড়কে তুলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

৭। স্বল্পমেয়াদি ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত সংগ্রহের লক্ষ্যে চীন, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশের তুলা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাকিস্তান হতে ৪টি, তানজানিয়া হতে ৩টি, তাজিকিস্তান হতে ৩টি, চীন হতে ২টি এবং ভারত থেকে ৩টি স্বল্পমেয়াদি জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। IAEA (International Atomic Energy Agency) হতে ২টি উচ্চ তাপসহিষ্ণু মিউটেন্ড তুলার জাতের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৯। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

১০। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ, বৃহত্তর রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকের চাষ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তামাকের জমিগুলো তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে;

১১। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালি ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ি তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলার সাথে ধান-তুলার আন্তঃচাষ করা হচ্ছে;

১২। তুলা একটি খরাসহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প সেচ এর প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরাপ্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঝ) উপসংহার

তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র পল্লী এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (৪% হারে) তুলা চাষিদের ঋণ সুবিধা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগবিধির দ্রুত সমাধান, অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন, রিভিজিট এর মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধিসহ গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হবে ।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক তুলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

তুলার মানসম্মত বীজ উৎপাদন প্লট

কৃষক মাঠ দিবস

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
www.bmda.gov.bd

(ক) ভূমিকা: প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রূপকল্প (Vision), মিশন (Mission)

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসি'র অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)' গঠিত হয় এবং বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায় অনুমোদিত হয়। এ দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

লক্ষ্য

১) বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডারে রূপান্তর।
২) মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুনঃখনন।
৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

১) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
২) কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
৩) পরিবেশের ভাসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ;
৪) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষাবেক্ষণ;
৫) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
৭) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

রূপকল্প (Vision)

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদি জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

(খ) জনবল

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	-	-	-	কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৮৩১ জন জনবল রয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫০ জন রাজস্ব খাতভুক্ত এবং ১ম শ্রেণি-৪৬, ২য় শ্রেণি-১৫, ৩য় শ্রেণি-১১৪ এবং ৪র্থ শ্রেণি-৬ জন সর্বমোট-১৮১ জন জনবল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
২	গ্রেড ২	১	১	-	
৩	গ্রেড ৩	-	-	-	
৪	গ্রেড ৪	১	১	-	
৫	গ্রেড ৫	১০	১০	-	
৬	গ্রেড ৬	-	-	-	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	৩০	৩০	-	
১০	গ্রেড ১০	১১০	১১০	-	
১১	গ্রেড ১১	২৬	২৬	-	
১২	গ্রেড ১২	১২৪	১২৪	-	
১৩	গ্রেড ১৩	২৮	২৮	-	
১৪	গ্রেড ১৪	২১০	২১০	-	
১৫	গ্রেড ১৫	-	-	-	
১৬	গ্রেড ১৬	৪	৪	-	
১৭	গ্রেড ১৭	-	-	-	
১৮	গ্রেড ১৮	-	-	-	
১৯	গ্রেড ১৯	১০৬	১০৬	-	
২০	গ্রেড ২০	-	-	-	
	মোট =	৬৫০	৬৫০		

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি : কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়নি।

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৭৪	-	২১	-	৯৫	
২	গ্রেড ১০	২৯	-	৩৪	-	৬৩	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	১২১	-	১২১	
	মোট =	১০৩	-	১৭৬	-	২৮৯	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	-	-	-	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	-	-	-	

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য : কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য নয়

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

কার্যাবলি :

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২০-২১ অর্থবছর	জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিঃ মিঃ)	৪৯	২০৬৩.৮২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	২৪৫	৩৩৫৭
বিল পুনঃখনন (টি)	১	১
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	-	৭৪৭
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	-	১১
খননকৃত পাতকুয়া সোলার সিস্টেম স্থাপন (টি)	৮৩	৫৭২
সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন (টি)	৪৯	১৬৮
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (টি)	৬৯	৬০১
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	-	৪৩৪০
সেচনালা নির্মাণ (কিঃ মিঃ)	৯৫.৪০	১২৩৫৪.৪০
সেচনালা বর্ধিতকরণ (কিঃ মিঃ)	৫০.৮৫	১১৫৮.৪৫
জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশননালা নির্মাণ (টি)	২১	২১
ফিতাপাইপ সংগ্রহ (মিটার)	৯০০০	২৭৯৬০০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (মিটার)	২৫০০	৪০৩৫
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ (টি)	১৩	১৭
লাইট কালভার্ট নির্মাণ (টি)	৭	৮

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২০-২১ অর্থবছর	জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত
ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ (টি)	১৪	১৪
বীজ উৎপাদন (প্রতি বছর) (মেট্রিক টন)	৬০০	৬৪০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কিমি.)	-	১১৪৪
বৃক্ষরোপণ (লক্ষ টি)		
ফলদ, বনজ ও ঔষধি	০.৯৯	২৫৮.৩৯
তাল বীজ	-	৩৭.৫৪
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১৩০০	১৫১০৯৭
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	-	১১১৮৫
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	১৮৭	১৬২৪৪

খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন

৪৯ কিমি. খাল, ২৪২টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ১টি বিল পুনঃখনন করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ১৪০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ৫.৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা হয়েছে।

পাতকুয়া (Dugwell) খনন

৫৫টি পাতকুয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপনপূর্বক ৮৩টি (বিগত বছরের অবশিষ্ট খননকৃতসহ) পাতকুয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমন- আলু, পটোল, মরিচ, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালির কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

এলএলপি স্থাপন

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল, দীঘি, বিল ও নদীর পাড়ে মোট ২০টি বিদ্যুৎ চালিত ও ৪৯টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপি স্থাপনপূর্বক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করে অতিরিক্ত প্রায় ১৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

খননকৃত পাতকুয়ায় ৩২.৪০ কিমি. এবং খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ও নদীর পাড়ে স্থাপিত এলএলপিতে ৬৩ কিমি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ৫৩.৮৫ কিমি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১৬৫০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ৯০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ

২১টি পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধ জমির পানি খালে প্রবেশ করিয়ে তা সেচ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলাবদ্ধ জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

রিটেইনিং ওয়াল, ফুটওভার ব্রিজ, লাইট কালভার্ট ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ

খালের পাড়, বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাটের ধস রক্ষার্থে খননকৃত খালের পাড়ে ২৫০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, অন্যান্য মালামালসহ যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খালে ১৩টি ফুটওভার ব্রিজ, ৭টি লাইট কালভার্ট ও ১৪টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১৬০৫৬টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৫৫৩৭টি ও এলএলপি ৫১৯) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে প্রায় ৫.৩২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানসহ প্রায় ৪১.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতীর ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বনায়ন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে ০.৯৯ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতীর ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ, সেচকাজে পাতকুয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ১৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো

ক্র. নং	বিবরণ
১।	প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত); প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ৫৩৪৮.৩৮ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : পাতকুয়া খনন করে কম পানি ব্যবহার হয় এরকম শস্য উৎপাদন ও গৃহস্থালির কাজে পানি সরবরাহ। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৫৪৪.৬০ লক্ষ টাকা (৯৯.০২%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
২।	প্রকল্পের নাম : রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত); প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ২৯৮৭.০৬ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ১০৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন পূর্বক আবাদি জমি বৃদ্ধি এবং ৩৫০ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৭৭০০ মে: টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৮২২.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৮২০.২১ লক্ষ টাকা (৯৯.৭৮%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

৩।	প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ১৭৫৫৭.৫২১ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, সেচ কাজে ব্যবহার, ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাসকরণ ও রিচার্জ বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ এবং ৪৪৭ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনসহ ৭২৫৭ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে ৩০৮১৬ মেঃ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪০১৭.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৪০১৬.৪৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৪।	প্রকল্পের নাম : পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবহার; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ১২৮১৮.৭৫ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : সরকারি খাস মজা পুকুর/দিঘী পুনঃখনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণে সহায়তা ও বহুমুখী কাজে ব্যবহারোপযোগী করণ এবং ৩০৫৮ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮৩৪ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল ও ১০৮৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন । **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩১৫২.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩১৫২.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৫।	প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানির সর্ব্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ২৫০৫৬.৬৩ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : খাল/বিল/পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে ১০২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ৮৩,৪০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৪৫৪.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩৪৫৪.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৬।	প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ২৫১১৪.৭৯ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ২০০ কিমি. খাল ও ৬০টি জলাধার পুনঃখননের মাধ্যমে পানির আধার বৃদ্ধি, ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ২৩৩৪০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা (৯৮.৮০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

৭।	প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই,২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৩৩.৮২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : বরেন্দ্র এলাকায় অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৪১৫০০০টি অপ্রচলিত ফলের চারা ও ২০০০ কেজি অপ্রচলিত ফসলের বীজ বিনামূল্যে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৫২.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১৫১.৭১৬ লক্ষ টাকা (৯৯.৮১%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৮।	প্রকল্পের নাম : ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প (বিএমডিএ অংশ); প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১.২২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও সেচনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও ফসলের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৫.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১৪.৯২২ লক্ষ টাকা (৯৯.৪৮%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১৬২.২৬ কোটি টাকা, ব্যয় ১২৬.৪৭৯২৩ কোটি টাকা (৯৯.৮৮৯%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
বর্ণিত বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ২টি-

১। বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
২। রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচিঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১টি কর্মসূচি কর্তৃপক্ষে বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো-

ক্র. নং	বিবরণ
১।	কর্মসূচির নাম : নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের মালঞ্চি বিলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি; কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৯.১৫ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের মালঞ্চি বিলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ৭১০ হেক্টর জমিতে বছরে ৩টি (ন্যূনতম ২টি) ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা। **২০২০-২১ অর্থবছর** সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৪৫.৪৫ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ২৪৫.৪৩৮৯৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯৫%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

বর্ণিত বছরে সমাপ্ত কর্মসূচির সংখ্যা ১টি :

১। নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের মালঞ্চি বিলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি।

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট ব্যয় : কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

১) ৪৯ কিমি. খাল, ২৪২টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ১টি বিল পুনঃখনন করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রায় ১৪০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত প্রায় ৫.৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২) ৫৫টি পাতকুয়া খনন ও ৮৩টি পাতকুয়ায় সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলনপূর্বক প্রায় ১২০ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, সরিষা, মসুর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষে ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩) সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে বিদ্যুৎ চালিত ২০টি ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত ৪৯টি মোট ৬৯টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ১৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

৪) খালের পাড়, বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাটের ধস রক্ষার্থে খননকৃত খালের পাড়ে ২৫০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, অন্যান্য মালামালসহ যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খালে ১৩টি ফুটওভার ব্রিজ, ৭টি লাইট কালভার্ট ও ১৪টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঝ) উপসংহার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অতিব জরুরি। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল পুনঃখনন করে সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে বিধায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সেচকাজে ৩০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালের রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরবর্তীতেও এধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম কর্তৃক বোয়ালের দাঁড়া খাল পরিদর্শন ও মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত ঘৃণাই খাল

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় খননকৃত ছষ্ঠিছড়া বিল

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় জবাই বিলে স্থাপিত সোলার এলএলপি

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

পাতকুয়ার পানি দ্বারা সবজি উৎপাদন

গাইবান্ধা জেলায় সেচ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

www.birtan.gov.bd

ভূমিকা

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

প্রফেসর ডা. ইব্রাহীম ১৯৬৮ সালে জুরাইনে 'ফলিত পুষ্টি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিংয়ে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। ১৯৮০ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২০০১ সালে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড। ২০১২ সালে পুনরায় এর নাম বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রেখে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২ পাস হয়। ১৯ জুন ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটানের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হয়েছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

জনবলের তথ্য

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৯১	৮৬	১০৭	বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ১৯১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯টি পদ (১০%) সংরক্ষিত। ফলে ৮৮টি পদ শূন্য রয়েছে।
মোট	১৯১	৮৬	১০৭	

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৪৫	২৭	৩৫	০	১০৭

২. মানবসম্পদ উন্নয়ন

২.১ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা*	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
২৫	২৫

* প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নাটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ২৫টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে বারটান-এর কর্মচারীগণ।

২.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২০) কোন ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ
১.	Primary Health Care and Nutrition to Manage Corona Virus	২৮-২৯ জুলাই,২০২০
২.	অফিস ব্যবস্থাপনা	০৯-১০ আগস্ট, ২০২০
৩.	সুশাসন সংক্রান্ত ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	২৬-২৭ সেপ্টেম্বর
৪.	অর্থ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন	২৮-২৯ ডিসেম্বর, ২০২০
৫.	অর্থ ব্যবস্থাপনা	০৭-০৮ মাচ, ২০২১
৬.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১২ জুন, ২০২১

২.৩-বিদেশ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে যোগদান

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	প্রশিক্ষণ	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	-	-	-	

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

* আড়াইহাজারে নির্মিত বারটান প্রধান কার্যালয়ে অফিস স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

* চলতি অর্থবছরে ১২ হাজার ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষান-কৃষাণী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বস্তিবাসী, গার্মেন্টসকর্মী ও বিদেশগামী শ্রমিকদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০০ জন ব্যক্তিকে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

* চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ১২টি গবেষণা চলমান রয়েছে যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রথমবারের মতো বারটানের প্রধান কার্যালয় গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

* গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষিবিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালি, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৫৭টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

*খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানবদেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাকসবজি ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ৩৪টি কর্মশালা/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়।

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বারটান-এর কার্যক্রম সুসংহত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ একর জমির উপর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক অত্যাধুনিক গবেষণাগার নির্মিত হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ রংপুর (পীরগঞ্জ), সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বরিশাল, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের একাডেমিক ভবন, ডরমিটরি ভবনের কাজ শেষ হয়েছে, অফিস ভবনের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৫৪.১২৪৮ কোটি টাকা। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এই প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ২২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা, এর মধ্যে ২০.৯৩৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৯২.৮১%। প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৩০৮.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮৭.২০%, এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮০%।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

১। অফিস ভবন (প্রধান কার্যালয়, আড়াইহাজার)- ১০০% (অফিস ভবন বুঝে নেওয়া হয়েছে)।

২। অফিস ভবন (৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়) - ১০০%।

৩। প্রশিক্ষণ ভবন (প্রধান কার্যালয়) - ১০০%

৪। প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন (৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়) - ১০০%।

৫। ডরমিটরি (প্রধান কার্যালয়) - ১০০%।

৬। আবাসিক ভবন (প্রধান কার্যালয়) - ১০০%

উপসংহার

বাংলাদেশের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ শুধুমাত্র একক লক্ষ্য হিসেবে নয় বরং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের পথে দেশের সব জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ একটি বড় মাইলফলক। বারটান খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

খাদ্য দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বারটান আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করছেন বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান খান (অতিরিক্ত সচিব)

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বারটান প্রধান কার্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

বারটান আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ ০২

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

মুজিব শতবর্ষ

MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

কৃষি হবে দুর্বার

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
www.sca.gov.bd

(ক) প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সংস্থাটির সকল কারিগরি কর্মকাণ্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩, বীজ আইন (সংশোধন) ১৯৯৭, বীজ আইন (সংশোধন) ২০০৫, বীজ আইন ২০১৮, বীজ বিধিমালা ২০২০ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট পদের সংখ্যা ৬৩৩। তার মধ্যে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিশন

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

মিশন

উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

১) যে কোন ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন;

২) নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন;

৩) বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালার অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা;

৪) কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

৫) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাচাই (Rouging), যদি প্রয়োজন হয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজ বাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা;

৬) অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা;

৭) মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কিনা তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা;

৯) ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কর্মকান্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারিতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১০) বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পূনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

১১) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা;

১২) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা ;

১৩) রোগ ও কীটপতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারিতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উইং ওয়ারি কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক এই এজেন্সীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ এজেন্সীতে মোট ৬৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৩টি কারিগরী উইং রয়েছে-

ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং
খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং
গ) সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

(ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে সহায়তা প্রদান করা এই উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এই উইং এর কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

১) প্রশাসন শাখা

- সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- এজেন্সীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাববিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন মদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- কৃষি মন্ত্রণায়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিত রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- এছাড়াও এজেন্সীর অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

২) অর্থ ও হিসাব শাখা

- সংস্থার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীনস্ত অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষাঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন।
- বিধিমোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা।
- এজেন্সীর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

(খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সীর বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এর উইং মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে। যথা-

১) মাঠ প্রশাসন শাখা

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা ।
- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ।
- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা হয়।
- ফসলের Inbreed এবং Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা।
- এছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/ আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

২) বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীনে ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।
এছাড়াও এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যায়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।
- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়য়ের বীজ উইংকে অবহিত করা ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষি পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অধীনে সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা।
- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) এর Referee Sample Testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

৩। পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

(গ) সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোরদারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিত ভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সনে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর মূল উদ্দেশ্য হলো- নোটিফাইড ফসলের নতুন জাত ছাড়করণে সমন্বয় সাধন ও ছাড়কৃত বিভিন্ন জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা। এ উইং এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইং এর কার্যক্রম সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১) সিড রেগুলেশন শাখাঃ

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা প্রদান।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা/আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের ডি ইউ এস (DUS) (Distinctness, Uniformity and Stability) টেস্ট সম্পাদন করা। বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির দায়িত্ব হিসেবে এই টেস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।
- প্রস্তাবিত জাতের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Descriptor) তৈরি করা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে Breeder's Right প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফসলের জাত হনন (Varietal Piracy) থেকে রক্ষা পায়।
- প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control & Grow-out Test): প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সেসব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/বিজাত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেন। অতঃপর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা প্লটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলো নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। এটি বীজ ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে উপস্থাপন করা।

(খ) জনবল

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে অত্র সংস্থার জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করে ২২৩ হতে ৬৩৩ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরক্ষাগার এবং প্রতিটি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	০	০	০	
২	গ্রেড ২	১	১	০	
৩	গ্রেড ৩	১০	৬	৪	
৪	গ্রেড ৪	০	০	০	
৫	গ্রেড ৫	৭৮	৫৯	১৯	
৬	গ্রেড ৬	৪	৪	০	

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
৭	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯	গ্রেড ৯	১৫৯	৪৪	১১৫	
১০	গ্রেড ১০	১	০	১	
১১	গ্রেড ১১	৩	৩	০	
১২	গ্রেড ১২	০	০	০	
১৩	গ্রেড ১৩	১১	০	১১	
১৪	গ্রেড ১৪	১২	৬	৬	
১৫	গ্রেড ১৫	০	০	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৭৮	৭৮	১০০	
১৭	গ্রেড ১৭	০	০	০	
১৮	গ্রেড ১৮	৩	০	৩	
১৯	গ্রেড ১৯	০	০	০	
২০	গ্রেড ২০	১৭৩	১১০	৬৩	
	মোট =	৬৩৩	৩১১	৩২২	

*৩০ জুন ২০২১ তারিখের তথ্য

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান				মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী (স্থায়ী পদে)	কর্মচারী (আউট সোর্সিং)	মোট	
০	১	১	০	০	০	-	-
-	১	১	-	-	-	-	-

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২ : (ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৪৬	০	৬৩	৩৪	২৪৩	
২	গ্রেড ১০	৪	০	৪	০	৮	
৩	গ্রেড ১১-২০	২০	০	৩৪২	০	৩৬২	
	মোট =	১৭০ জন	০ জন	৪০৯ জন	৩৪ জন	৬১৩ জন	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট=		-	-	-	-	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ এক্সপোজার ভিজিটে বিদেশে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট=		-	-	-	-	

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
২৪ টি	৮৮০ জন

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কর্যক্রম

১. জাত অবমুক্তকরণ/নিবন্ধন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১০৩টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৮৩টি, গমের ১৬টি এবং পাটের ৪টি) DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) সম্পাদন করা হয় এবং মোট ২৬টি সারির (ধানের ১৬টি, গমের ৪টি এবং আখের ৪টি) VCUtest (Value for Cultivation and Uses) সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১৭টি জাত (ধানের ৫টি, গমের ২টি, পাটের ১টি এবং আখের ২টি) NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ২০০২টি (আমন ধানের ৫৬৯টি, বোরো ধানের ৫৬৮টি, আউশ ধানের ১৭৩টি ,গমের ২২০টি, আলুর ৩৮২টি এবং পাটের ৯০টি) বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে হাইব্রিড জাতের মোট ৭৫টি (আমন ১৯টি, বোরো ৫১টি এবং আউশ ৫টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ২৬টি (আমন ১২টি এবং বোরো ১৪টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। (জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৫তম সভা পর্যন্ত)।

২. বীজ প্রত্যয়ন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ১৬৪৪৯৪.৪৬ মে. টন।

৩. বীজ পরীক্ষা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৬,৩৭২টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৪৭,১২১টি প্রজনন, ৯০,৬৪০টি প্রাক-ভিত্তি, ৫৫,৩৭,৪৯৮টি ভিত্তি ও ৯৪,৫৪,০৬২টি প্রত্যায়িতসহ মোট ১,৫১,২৯,৩২১টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৪২,৫০৩ হেক্টর।

৬. মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৬,১১৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে ।

৭. আইসিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ র্কাযক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ই-কৃষিসেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরিকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

৮. প্রকাশনা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ধান (ইনব্রিড ও হাইব্রিড), গম, আলু ও ইক্ষ ফসলের জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট (জাত পরীক্ষাগার পরিচিতি) এবং লিফলেট (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম) প্রকাশ করা হয়েছে ।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম	বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪
১.	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	১৭.১৫	৯৭.৬২%

চ) উপসংহার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষা পূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের রিভিউ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন কৌশল" শীর্ষক কর্মশালা

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

জনাব আবদুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক যশোরে বীজ পরীক্ষণ প্লট পরিদর্শন

আমন ধানের ডিইউএস টেস্ট কার্যক্রম

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

কৃষি হবে দুর্বার

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
www.nata.gov.bd

(ক) ভূমিকা

নাটা গঠনের প্রেক্ষাপট

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। নাটা গঠনের পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর আওতাধীন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) নামে অভিহিত ছিল। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে সার্ডি (CERDI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৪ সালের জুন মাসে সার্ডি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রূপকল্প (Vision)

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence)।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা-উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন। কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

নাটার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)

১. মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যখাতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা; এবং
২. ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
২. বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন;
৩. কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কার্যকর প্রয়াস হিসাবে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন ট্রেনিং, ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন;
৪. টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন;
৫. প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৬. আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম ইত্যাদি ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
৭. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন;
৮. পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
৯. প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আধুনিকায়ন ও উদ্ভাবনী কোর্সসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং
১০. কোর্স কারিকুলাম উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল / মডিউল তৈরির ক্ষেত্রে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান।

(খ) জনবল:

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	১ম শ্রেণি	৪০	৩২	৮	
২	২য় শ্রেণি	১৪	৬	৮	
৩	৩য় শ্রেণি	৫২	৯	৪৩	
৪	৪র্থ শ্রেণি	৭৮	৬৩	১৫	
মোট =		১৮৪	১১০	৭৪	

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪	-	৪	-	-	-	-

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২: মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ			মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ (জন ঘন্টা)	অন্যান্য	
১	গ্রেড ১-৯	৬৪৬ জন	০ জন	৫৫	-	১. ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ৬৪৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২. নাটার ৩৩ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২	গ্রেড ১০	-	-	৫৫	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৫৫	-	
মোট =		৬৪৬ জন	০ জন	৫৫	-	

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (Function):

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে নাটা কর্তৃক ৭৫০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রার বিপরীতে আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে ২৭৩ জন এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ৩৭৩ জনসহ মোট ১০২১ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১০২১ জন কর্মকর্তার মধ্যে নাটার অর্থায়নে ২১ ব্যাচে ৬৪৬ জন এবং নাটা এর নিজস্ব/অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বাইরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএই) এর আওতায় ৭৫ জন, কন্দাল ফসল উৎপাদন প্রকল্প (ডিএই) এর ৫০ জন এবং এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ২৫০ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর অর্থায়নে ১টি ব্যাচে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস) এর ৩৭ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে ৪ (চার) মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে নাটায় ৪টি সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৬৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে নাটায় চলমান জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় আবাসিক ভবন (মেরামত), আপগ্রেডেশন অব অডিটোরিয়াম, মেডিক্যাল সেন্টার কাম ডে-কেয়ার সেন্টার কাম অফিসার্স ডরমিটরি, আর.সি.সি. রোড (লিংক রোড টু বিল্ডিং), আর.সি.সি রোড (অফিস ইন্টারনাল রোড), ডিজি বাংলো নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল (অফিস) মেরামত, বাউন্ডারি ওয়াল (আবাসিক) মেরামত এবং এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন ইত্যাদি নির্মাণ/মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ০২ টি নিউজ লেটার/নাটা বুলেটিন; ০২টি ট্রেনিং ম্যানুয়াল ও ০১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন করে নাটার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	সংখ্যা	উদ্দেশ্য	বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অগ্রগতির হার (%)
নাটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	০১	-জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন। -মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। -জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।	৭৭৭.০০ লক্ষ	৭২১.০০ লক্ষ	৯৩

সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২০-২১) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত (প্রকল্পের আওতায়) অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০২০-২১)/ (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ	লক্ষমাত্রা	অর্জিত
১	আবাসিক ভবন (মেরামত)	৩৮.০০	৩৮০০০০০.০০	১০০%	১০০%
২	আপগ্রেডেশন অফ অডিটোরিয়াম	৫.০০	৩৮৭৯৬৩.০০	১০০%	১০০%
৩	লেবার শেড মেরামত	৪.২৭	৬২০৬০.০০	১০০%	১০০%
৪	বাউন্ডারি ওয়াল (অফিস) মেরামত	২১.০০	২০১৮৪৭৫.০০	১০০%	১০০%
৫	বাউন্ডারি ওয়াল (আবাসিক) মেরামত	৩.০০	৭৮৮৬১.০০	১০০%	১০০%
৬	ডিজি বাংলো নির্মাণ	১৮.০০	১৩৭৮২৪৬.০০	১০০%	১০০%
৭	ডরমিটরি নির্মাণ	২৪৫.০০	২৪৫০০০০০.০০	১০০%	১০০%
৮	ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন	২৫.০৫	১৯৯৮৪০০.০০	১০০%	১০০%
৯	মেডিক্যাল সেন্টার কাম ডে-কেয়ার সেন্টার কাম অফিসার্স ডরমিটরি	১২০.০০	১১০৬৪৬৬৮.০০	১০০%	১০০%

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০২০-২১)/ (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ	লক্ষমাত্রা	অর্জিত
১০	আর.সি.সি রোড (অফিস ইন্টারনাল রোড) ড্রেনসহ	৪৮.০০	৪৪১৬৮৭৯.০০	১০০%	১০০%
১১	আর.সি.সি. রোড (লিংক রোড টু বিল্ডিং)	৯.০০	৫৬৫৬৪১.০০	১০০%	১০০%
১২	আর.সি.সি. রোড (ফার্ম রোড টু বাউন্ডারি ওয়াল)	২.৭৮	২৩০২৯৬.০০	১০০%	১০০%
১৩	আর.সি.সি. সারফেস ড্রেন (৪ ফুট স্লাবসহ)	৮০.১০	৭৩৯৮২৮৫.০০	১০০%	১০০%
১৪	এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	৮.০০	৫৭৭৭৬৯.০০	১০০%	১০০%
মোট =		**৬২৭.৭**	**৫৮৪৭৭৫৪৩.০০**		

চ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	২০২০-২১	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
১	২	৩	৪
১. ১৪৩০৮০১১৩৭৯৫৯-পরিচালন কার্যক্রম জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	১	১০৪৮০০০.	৯৪৮৮৯.০
১. কর্মসূচি	১	০	০
মোট অনুন্নয়ন (২+১)		**১০৪৮০০০.**	**৯৪৮৮৯.০**
২. ২২৪০৬৮৭০০-উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১	৮৪৬০০.০	৭৭৭০০.০
মোট উন্নয়ন (৩)		**৮৪৬০০.০**	**৭৭৭০০.০**
মোট-পরিচালন+উন্নয়ন (১+২+৩)		১৮৯৪০০০.	১৭২৫৮৯.০

(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৭১ জন কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। সিভিল সার্ভিসের নবীন ও মেধাবী কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিকে নির্বাচন করা একাডেমির সক্ষমতার প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিগত অর্থবছরে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাবের সময়েও এনএআরএস (National Agricultural Research System) বিজ্ঞানীদের চার মাস মেয়াদি একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করা।

(ঝ) উপসংহার

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং জমি ব্যবহারের ধরন বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে কৃষি উৎপাদন, বিপণন এবং ইনপুট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এবং ঝুকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের বাজার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং দিন দিন এ বাজার আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রসারিত বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখতে এবং ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ ও গুণগত মানের কৃষিপণ্য উৎপাদনে এখন অধিক মনোযোগী হতে হচ্ছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ দ্রুততর করতে হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপ খাইয়ে চলতে সহায়তা করার জন্য কৃষি বিষয়ক সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ জনবল থাকা প্রয়োজন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ এবং যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাটার চলমান 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নাটা এর অবকাঠামোগত ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং কৃষি ক্ষেত্রের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা আবশ্যক। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অব নাটা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যাবলি বাস্তবায়ন করতে পারলে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষের কেন্দ্রে (Centre of excellence) পরিনত হবে যা কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম

নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

'করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম

নাটায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার (মন ও মননে বঙ্গবন্ধু)

বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান (জুম প্ল্যাটফর্ম)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম

NARS বিজ্ঞানীদের N-২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

রাজস্ব বাজেটের আওতায় নাটার প্রশিক্ষণের একাংশ

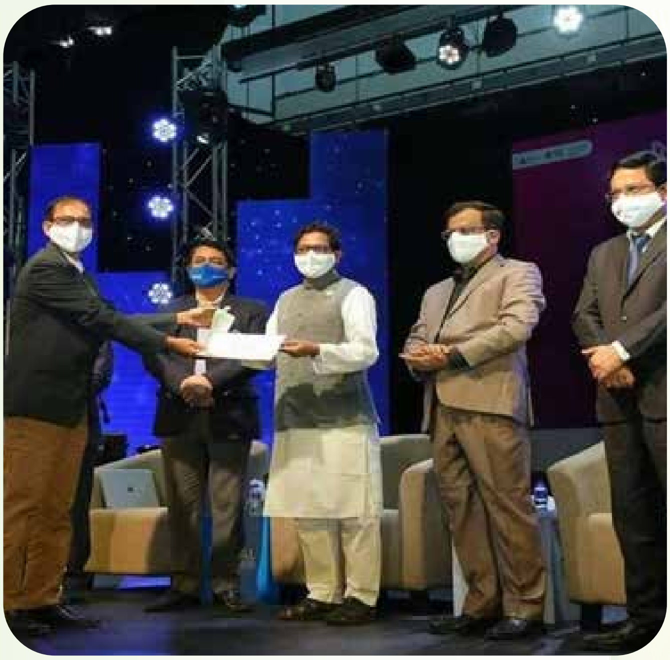

AIS

কৃষি তথ্য সার্ভিস

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

ভূমিকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভক্ত হয়ে এক তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। ২০০৮ সালের আগে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ছয়টি আঞ্চলিক অফিস এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজার লিয়াজোঁ অফিস ছিল। বর্তমানে বরিশাল, রংপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটিতে পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসসহ ১১টি আঞ্চলিক অফিস ও ০২টি লিয়াজোঁ অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মিডিয়াভিত্তিক কার্যক্রম সুচারুভাবে চলছে।

ভিশন (Vision)

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

মিশন (Mission)

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষিবিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া;
- জনসচেতনতা গৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন 'কৃষিকথা'য় প্রকাশ ও বিতরণ
- মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন 'সম্প্রসারণ বার্তা'য় প্রকাশ ও বিতরণ;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
- কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
- কলসেন্টারের মাধ্যমে (১৬১২৩) তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান;
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।

জনবল

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড-১	-	-	-	
২	গ্রেড-২	-	-	-	
৩	গ্রেড-৩	০১	০১	০	
৪	গ্রেড-৪	০২	০২	০	
৫	গ্রেড-৫	-	-	-	
৬	গ্রেড-৬	০৩	০৩	০	
৭	গ্রেড-৭	০৭	০৭	০	
৮	গ্রেড-৮	-	-	-	
৯	গ্রেড-৯	১০	০৯	০১	
১০	গ্রেড-১০	০৭	০৫	০২	
১১	গ্রেড-১১	৩৬	৩৬	০	
১২	গ্রেড-১২	১৭	১৪	০৩	
১৩	গ্রেড-১৩	০২	০২	০	
১৪	গ্রেড-১৪	২৭	২৫	০২	
১৫	গ্রেড-১৫	০১	০১	০	
১৬	গ্রেড-১৬	৬৯	৬৫	০৪	
১৭	গ্রেড-১৭	-	-	-	
১৮	গ্রেড-১৮	০২	০১	০১	
১৯	গ্রেড-১৯	১০	০৯	০১	
২০	গ্রেড-২০	৪৯	৪১	০৮	
	মোট =	**২৪৩**	**২২১**	**২২**	

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	০	০	০১	০৬	০৭	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৯	০	২৫	-	৪৪	
২	গ্রেড ১০	০৩	-	০৬	-	০৯	
৩	গ্রেড ১১-২০	০৯	-	১৪১	-	১৫০	
	মোট =	৩১	০	১৭২	-	২০৩	

গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. প্রিন্ট মিডিয়ায় অর্জন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৯.০১ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা'র ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৪.০৮ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অর্জন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ৫টি ভিডিও ফিল্ম, ২৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে।
- এ সময়ে ১১৫৫টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৪১টি পর্ব এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩. আইসিটিতে অর্জন

- **কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) :** গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন।
- **কৃষি কল সেন্টার :** কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে।
- **কমিউনিটি রেডিও :** বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও'র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।
- **আইসিটি ল্যাব :** দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এসব ল্যাব ব্যবহার করে আইসিটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করতে পারছেন।

৪. বিবিধ

- এ সময়ে প্রায় ১৭৩৫ জনকে (কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী প্রমুখ) ই-কৃষি, গণমাধ্যমে কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সেমিনার, মেলা (ফল মেলা, সবজি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস) র‌্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
০১	১২.৫০	১২.৪৫ (৯৯.৬%)	১২

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

কৃষিতে আইসিটি ব্যবহারে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় আইসিটি পুরস্কার পেয়েছে কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি/আইসিটি ব্যবহার (সেরা প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ পুরস্কার ২০২০ পেয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা কৃষি তথ্য সার্ভিস। ১১ ডিসেম্বর/২০২০ রাজধানীর শেরে-বাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মাল্টিপারপাস হলে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানজনক এ পুরস্কার গ্রহণ করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী।

উপসংহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস এরই মধ্যে অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি স্বর্ণপদক, জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক এসব। সত্যিকারভাবে কৃষির উন্নয়নে কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের প্রায় সবগুলো মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলস কাজ করছে। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক- এ প্রত্যাশাই সবার। কৃষি সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনার ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুশাসন সংহতকরণ সংক্রান্ত ০২ দিনের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম

কৃষি কলসেন্টার (১৬১২৩) থেকে তথ্য সেবা প্রদান

কৃষিকথা পত্রিকা মুদ্রণ

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর
www.bwmri.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে ত্বরান্বিত গম গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে গম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে তৎকালীণ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৭ মেয়াদে গম গবেষণা কেন্দ্রকে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ব্রিজিং প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০০৬ সালে গম ফসলের সাথে ভুট্টাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ০৮ জুন ২০১৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভায় আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২২ নভেম্বর ২০১৭ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইন বলবৎ হয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

লক্ষ্য

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

উদ্দেশ্য

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন এবং জাত অবমুক্তকরণ;
২. সাধারণ পরিবেশসহ তাপ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন;
৩. উন্নত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৫. উদ্ভাবিত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদির আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ;
৬. উদ্ভাবিত জাতসমূহের প্রজনন বীজ ও মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন;
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ;
৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
৯. কৃষি বিষয়ক ই-তথ্য সেবা প্রদান;
১০. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন।

রূপকল্প (Vision)

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভুট্টা ও ভুট্টাজাত দ্রব্যের শিল্পভিত্তিক বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা

জনবল

ছক-১ : ৩০ জুন ২০২১ তারিখে প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড-২	১	০	১	মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্বে একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।
২	গ্রেড-৩	২	০	২	পরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।
৩	গ্রেড-৩	৭	৬	১	
৪	গ্রেড-৪	২০	৯	১১	
৫	গ্রেড-৫	১	০	১	
৬	গ্রেড-৬	৩২	১৯	১৩	
৭	গ্রেড-৯	৪৯	৪	৪৫	
৮	গ্রেড-১০	৫	০	৫	
৯	গ্রেড-১১	১	১	০	
১০	গ্রেড-১৩	৯	৩	৬	
১১	গ্রেড-১৪	৪৯	১৭	৩২	
১২	গ্রেড-১৫	২	০	২	
১৩	গ্রেড-১৬	৩০	৩	২৭	
১৪	গ্রেড-১৭	১	১	০	
১৫	গ্রেড-১৮	৭	৬	১	
১৬	গ্রেড-২০	২০	৪	১৬	
	মোট =	২৩৬	৭৩	১৬৩	

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিবিষয়ক তথ্য

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৫ জন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ৮ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ১২ জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এ সময়ে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২(ক) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং		প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৫	-	৪৯২	-	৫০৭	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৫০	-	৫০	
	মোট =	১৫	-	৫৪২	-	৫৫৭	

ছক-২(খ) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১	-	-	১	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	১	-	-	১	

ছক-২ (গ) : বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সেপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	২০	-	২০	Zoom প্ল্যাটফর্মে অংশগহণ করেছেন।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট=	-	২০	-	২০	

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা স্থাপন
- প্রজনন বীজ উৎপাদন
- প্রদর্শনী স্থাপন
- জাতীয় মাঠ দিবস
- প্রশিক্ষণ
- প্রকাশনা

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম : অপ্রচলিত প্রতিকূল এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে নতুন জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ

কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ (তিন বছর)

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ১) জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ণের মাধ্যমে অপ্রচলিত প্রতিকূল পরিবেশে উচ্চফলনশীল জাতের গম উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
২) অপ্রচলিত এলাকায় ব্লক প্রদশর্নীর মাধ্যমে কৃষকদের গম চাষে উদ্বুদ্ধ করা;
৩) গম উৎপাদনকারী কৃষক, কৃষাণি, সম্প্রসারণকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গম উৎপাদন কলাকৌশল ও বীজ সংরক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, গবেষণা, অবসরোত্তর ভাতা, মেরামত, উদ্ভাবন ইত্যাদি খাতে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৭,৪৭,৮৩,০০০/-(সতেরো কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) যার মধ্যে উক্ত সময়ে পরিচালন ব্যয় ১৬,৮৩,৪৮,০৩৩/-(ষোল কোটি তিরাশি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তেত্রিশ টাকা মাত্র)।

জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১৯-২০ এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক মহোদয়কে ২২ মার্চ ২০২১ সনদ প্রদান করেন।

ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ড এর ১০৩তম সভায় ডব্লিউএমআরআই গম ২ ও ডব্লিউএমআরআই গম ৩ নামে গমের দুটি জাত ছাড়করণ করা হয়। এ সময়ে বিএডব্লিউ ১২৮৬, বিএডব্লিউ ১২৯০, বিএডব্লিউ ১৩২২ ও বিএডব্লিউ ১৩৪০ নামক ৪টি অগ্রবর্তি সারি নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া হালকা বুনটের মাটিতে পরিবর্তিত (Alternate) বা হাইব্রিড চাষ পদ্ধতিতে 'গম-মুগডাল-আমন ধান' ফসল-ধারায় ফসল উৎপাদন শীর্ষক একটি প্রযুক্তি অনুমোদিত হয়েছে।

ট) উপসংহার

২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ৩৬ টি গমের উচ্চ ফলনশীল জাত, ১৯ টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত, ও ৯টি কম্পোজিট ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য ২৩৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ প্রণিত হয়েছে। নতুন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনবলের স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিডাব্লিউএমআরআই কর্তৃক আয়োজিত কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি মহোদয়ের নিকট থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১৯-২০ এর দ্বিতীয় স্থানের পুরস্কার গ্রহণ

সদর, দিনাজপুর এ অনুষ্ঠিত গমের মাঠ দিবসে অংশগ্রহণকারী কৃষক-কৃষাণীদের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের জাত ডাব্লিউএমআরআই গম ৩

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬ এর মাঠ প্রদর্শনী

এন-২৭তম এনএআরএস বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সংযুক্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীবৃন্দ

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

মুজিব
শতবর্ষ
MUJIB
100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

https://hortex.portal.gov.bd
https://hortexbazarbd.com

ভূমিকা

হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উদ্যান ফসল উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে 'লাভের জন্য নয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়েছে। সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ দ্বারা অত্র ফাউন্ডেশন পরিচালিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই ও সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ও দেশের অভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন ও প্রসার করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রযুক্তি ও উপদেষ্টা পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের বিপণন প্রসার ঘটিয়ে কৃষক ও উদ্যোক্তাগণের আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

জনবল

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৪৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখ্য নির্বাহী হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ নীতি নির্ধারণসহ সার্বিক বিষয় দেখভাল করে থাকে। সৃষ্ট ৪৯টি পদে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মহাব্যবস্থাপক-১, উপমহাব্যবস্থাপক-৩, সহকারী মহাব্যবস্থাপক-৫, ব্যবস্থাপক-১১, উপব্যবস্থাপক-৭, সহকারী ব্যবস্থাপক-২, মেকানিক-১, ইলেকট্রিশিয়ান-১, পাহারাদার-২, ভারী গাড়িচালক-৫, হালকা গাড়িচালক-২, এমএলএসএস ও এইড স্টাফ-৮।
হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে বর্তমানে ৪৯টি সৃষ্ট পদের বিপরীতে মাত্র ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তা এবং অন্যরা কর্মচারী পর্যায়ে কর্মরত। এছাড়া এনএটিপি-২ প্রকল্পের অধীনে তিনজন বিশেষজ্ঞ এবং ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ৩০ উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত আছেন। ২৫ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত 'এক্সপার্ট পোল' চাহিদা অনুযায়ী হর্টেক্স ফাউন্ডেশন'কে প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করে থাকেন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের আধুনিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপচয় কমিয়ে আনা, মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ঢাকার Farmers Market/Hortex Bazar ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অনলাইন মার্কেটিং ও কৃষকের বাজার সংযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়নে ডিএইর ক্যাডার অফিসারদের ৬ ব্যাচ (১৪৭ জন) প্রশিক্ষণ; ডিএইর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১০ ব্যাচ (৩০০ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ; ৫ ব্যাচ (১৫০ জন) লোকাল বিজনেস ফ্যাসিলিটেটর (এলবিএফ) প্রশিক্ষণ; ৩৯২ ব্যাচ (১১৭৫০ জন) সিআইজি কৃষক প্রশিক্ষণ; ১২৩ ব্যাচ (৩৬৯০ জন) প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের কৃষক প্রশিক্ষণ, ১০ ব্যাচ (৩০০ জন) কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং ৩০ ব্যাচ (৮৯৭ জন) ট্রেডার্স প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. রপ্তানির জন্য তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও আলু উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, মোড়কীকরণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় চাহিদানুযায়ী কৃষক, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও সহায়তা সেবা প্রদান।

২. সংগনিরোধ (Quarantine) বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিমালার আলোকে রপ্তানি কার্যক্রমে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষায় Sanitary and Phytosanitary (SPS) নীতিমালা অনুসরণে রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান। খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালাসমূহ সম্পর্কে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অবহিতকরণ (যেমন বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের সর্বাধিক অবশিষ্ট সীমা, Maximum Residue Levels, MRL বিধিমালা)।

৩. আন্তর্জাতিক মান পূরণে প্রচলিত বাজার থেকে বাজারজাতকরণের (Market to Market) পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি খামার থেকে বাজারজাতকরণে (Farm to Market) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা সেবা প্রদান। কৃষিপণ্যের বিপণনে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের বাজার তথ্য সেবা প্রদান।

৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মূল্য সংযোজন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা (Supply and Value Chain Analysis)। উচ্চ গুণমান পূরণ করার জন্য কৃষিপণ্য পরিবহনে রপ্তানি/আমদানিকারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সেবা প্রদান।

৫. কৃষিপণ্যের নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য রপ্তানিকারকদের ট্রায়াল শিপমেন্টে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।

৬. কৃষকের সাথে রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

৭. রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ওপর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, ফসলের প্রদর্শনী, মাঠ দিবসের আয়োজন করা। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮. নিয়মিত উদ্যান ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কে টেকনিক্যাল বুলেটিন, নিউজলেটার, লিফলেট, বুকলেট, বার্ষিক ডায়েরি, ডাইরেক্টরি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা।

৯. Technical Barrier to Trade (TBT), আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, ক্রেতার বিভিন্ন শর্ত এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তিত নীতিমালা সম্পর্কে উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য/ডাটা দিয়ে সহযোগিতা করা।

১০. রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান।

১১. হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বেসরকারিভাবে উদ্যোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে ১০০% রপ্তানিমুখী তাইওয়ান ফুড প্রসেসিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-কে টিনজাত আনারস, ঘৃতকুমারী, বেবিকর্ণ এবং শুকনো করলার চিপস পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে চীন, তাইওয়ান, হংকং ও ভিয়েতনামে রপ্তানিতে সহায়তা করছে।

১২. হর্টেক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে উৎপাদিত আলু থেকে পটেটো চিপস রপ্তানিতে বোম্বে সুইটস এবং ড্রাইড মিষ্টি আলু রপ্তানিতে জাপানি প্রতিষ্ঠান Maruhisa Pacific Co. Ltd. এর সাথে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে।

১৩. হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শেরপুর জেলার সদর উপজেলা এবং বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলা থেকে গুণগতমান সম্পন্ন টমেটো বিপণনের জন্য ভেগান এগ্রো লি. নামক একটি টমেটো পাল্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লিড ফার্মার বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬০ মে. টন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪০ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২৬ মে.টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩০ মে.টন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫০ মে. টন নিরাপদ টমেটো ভেগান এগ্রো লি. কুষ্টিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লি: এর মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তির আওতায় ভেগান এগ্রো লি: তাদের উৎপাদিত টমেটো পাল্প স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লি:, প্রাণসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করছে। যা থেকে গুণগত মানসম্পন্ন টমেটো সস ও কেচাপ উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হচ্ছে।

১৪. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমুখিতা বৃদ্ধি করা।

উন্নয়ন প্রকল্প

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২২টি জেলার ৩০টি উপজেলায় ১৫০০০ কৃষকের জন্য ভ্যালু চেইন ডেভলপমেন্ট ইন ক্রপ/হর্টিকালচার এবং মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৬টি ফসলের ভ্যালু চেইন এর উন্নয়ন, ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, মিঠাপুকুর, পলাশবাড়ি, শিবগঞ্জ, বগুড়া সদর, নওগাঁ সদর, বড়াইগ্রাম, গোদাগাড়ী, কালীগঞ্জ, ঝিকরগাছা, যশোর সদর, নকলা, বাঘারপাড়া, ইসলামপুর, দেলদুয়ার, মধুপুর, মুক্তাগাছা, কিশোরগঞ্জ সদর, কাপাসিয়া, শিবপুর, বেলাবো, রায়পুরা, সাভার, দক্ষিণ সুরমা, শ্রীমঙ্গল, চান্দিনা, মিরসরাই, খাগড়াছড়ি সদর) এবং ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কালেকশন পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজার সংযোগ উন্নয়ন ও অনলাইন মার্কেটিং (https://hortexbazarbd.com) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কোন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ থাকে না। ১০ (দশ) কোটি টাকার সিড মানির আয় হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানসহ অন্যান্য খরচ মিটানো হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকায় নিজস্ব বাজেটে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৬টি ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং নির্দিষ্ট ৩০টি উপজেলায় সিআইজি কৃষক দ্বারা পরিচালিত ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (CCMC) এবং ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র (CP) সমূহে শাকসবজি, ফল-মূল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাছাই ও গ্রেডিংকরণ, পরিবহনের জন্য ক্রেটস্ এবং মাঠ হতে ফসল CCMC-তে আনয়নের জন্য রিকশা ভ্যান সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকার Farmers Market/হর্টেক্স বাজারে ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ ও মানসম্মত তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও আলু প্রকল্পের ৩০টি উপজেলার ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) এবং কৃষিপণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র (সিপি) এর মাধ্যমে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৪,৬৩২ মে.টন ও অনলাইন মার্কেটিং (https://hortexbazarbd.com) এর মাধ্যমে ৪৫ মে. টন বিভিন্ন নিরাপদ কৃষিপণ্য (যেমন-বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা, করলা, কাকরোল, কাঁচামরিচ, টমেটো, মিষ্টিকুমড়া, পটল, শসা, ঢেঁড়শ, বরবটি, জালি কুমড়া, ধুন্দুল, কাঁচা পেঁপে, কাঁঠালের বিচি, কচু, কচুরলতি, ব্রোকলি, মুলা, ডাটাশাক, পুঁইশাক, লালশাক, ধনিয়া পাতা, বাটন মাশরুম, আম, লিচু, কাঁঠাল, পেঁয়ারা, পাকা পেঁপে, লটকন, আনারস, সিডলেস লেবু, জারা লেবু, কলম্বো লেবু, কাগজি লেবু, ড্রাগন ফ্রুটস, মাল্টা, কলা, সুগন্ধি চাল, মধু, খেজুরের গুড়, সরিষার তেল, কাজু বাদাম, গ্রিন টি ইত্যাদি) বাজারজাত করে কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০,৫৯০ মে. টন মানসম্পন্ন শাকসবজি ও ফলমূল এসব কেন্দ্র (সিসিএমসি/সিপি) হতে বাজারজাত করা হয়েছে।

প্রতি মাসে প্রায় ৩,০০০ জন কৃষক তাদের পণ্য সিসিএমসিতে নিয়ে আসে এবং প্রায় ৪৫০ জন কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী এসব পণ্য ক্রয় করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) হতে (শিবপুর, বেলাবো, মিঠাপুকুর, মধুপুর, শ্রীমঙ্গল এবং চান্দিনা) ১৪টি কোম্পানি প্রায় ৫৯৯ মে. টন সবজি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। এছাড়া রপ্তানিকারক এবং উদ্যোক্তাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে চাহিদাভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সিসিএমসি থেকে মোট ১৯৩৮ মে. টন নিরাপদ শাকসবজি ও ফলমূল মালয়েশিয়া, দুবাই, কাতার ও সৌদি আরবে রপ্তানি হয়েছে এবং মিঠাপুকুর, রংপুর সিসিএমসি থেকে এনএটিপি-২, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৩৯২ মে. টন আলু মিয়ামী ট্রেডিং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় রপ্তানি হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় শিবপুর এবং বেলাবো উপজেলা হতে ঢাকা সেনানিবাসে নিরাপদ সবজি সরবরাহ করা হয়েছে। যশোর সদর সিসিএমসি হতে আদ-দ্বীন হাসপাতাল এবং মাদারীপুর জেলা প্রশাসনকে সবজি সরবরাহ করা হয়েছে। পলাশবাড়ী সিসিএমসি হতে উপজেলা প্রশাসনকে নিয়মিত সবজি সরবরাহ করা হয়েছে, যা নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকাবাসীর জন্য hortexbazarbd.com অনলাইন সবজি ও ফল বিপণনের পাশাপাশি Street Sale কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

উপসংহার

প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত পরামর্শমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানির জন্য উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যসহ কৃষি ব্যবসা উন্নততর ও বহুমুখীকরণই হলো হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষক, উদ্যোক্তা এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সাথে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সীমিত সম্পদ ও জনবল কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে বড় ধরনের অন্তরায়। আর্থিক সচ্ছলতা পেলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কৃষিপণ্য তথা উদ্যান ফসলের স্থানীয় ও বিদেশি বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নসহ পণ্যের অপচয় হ্রাস করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। নিরাপদ শাকসবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য ফসলভিত্তিক এলাকা নির্বাচন করে Crop Zoning করা এবং Contract Farming এর মাধ্যমে Traceability এর ব্যবস্থা রেখে কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এছাড়া Agro Business Incubation Centre হিসেবে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে ও রপ্তানির জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন অবদান রাখতে পারবে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় প্যাকহাউজ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

কেন্দ্রীয় প্যাকহাউজ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানোয় প্লাস্টিক ক্রেটস এর ব্যবহার সিসিএমসি'র মাধ্যমে জনপ্রিয়করণ

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বাংলাদেশ হতে ইউরোপের ৬টি দেশে ৫০ টন প্যাকেটজাত আম রপ্তানি

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)
কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগী অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান
www.kgf.org.bd

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধনকৃত। ২০০৮ সাল থেকে এর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অভিযোজন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন, বিভিন্ন Cross Cutting Issuesসহ কৃষিতে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয় ও অভিযোজন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, Non-Crop এবং Off-farm কৃষি, কৃষিতে নারী ও যুব সমাজের ভূমিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা-প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একক বা যৌথভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিতে পারে। পরে এগুলো বিধি মাফিক যাচাই বাছাইপূর্বক অনুমোদন দেয়া হয়।

এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাষিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। মূলত ফান্ড-গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাই তাদের প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসির নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেজিএফ পরিচালিত হয়। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা ১৫ জন সদস্য প্রয়োজনে নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। কেজিএফ প্রতিষ্ঠার শুরুতে এর নিজস্ব কোনো ফান্ড ছিল না। এনএটিপি ফেজ-১ এর আর্থিক সহযোগিতায় এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি কৃষি গবেষণা এন্ডাওমেন্ট ট্রাস্টের (বিকেজিইটি) সৃষ্টি করা হয়। উক্ত ট্রাস্ট ৩৫০ কোটি টাকার ফান্ড দাঁড় করায়। ২০১৩ থেকে উক্ত ফান্ড-নির্ভর অর্জিত লভ্যাংশের মাধ্যমে কেজিএফ এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

বিকেজিইটির অর্থায়নে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রোগ্রামের আওতায় কেজিএফ এর বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নিম্নে উক্ত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো-

1. Competitive Grants Program (CGP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
   i. Applied/Adaptive Research Projects;
   ii. Basic Research Projects (BRP);
2. Technology Piloting Program (TPP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
3. Commissioned Research Program (CRP) - মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি;
4. Capacity Enhancement Program (CEP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি; এবং
5. International Collaborative Program (ICP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি

১. Competitive Grants Program (CGP)- স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি: কেজিএফ-বিকেজিইটির অর্থায়নে CGP এর আওতায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ১ম কলের ১৪টি সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের output/outcome সম্বলিত টেকনিক্যাল বুলেটিন ও প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ২য় কলের আওতায় ১৯টি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট (পিসিআর) এর ওপর রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। output/outcome সম্বলিত টেকনিক্যাল বুলেটিন ও প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশনার কাজ চলমান আছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৩য় কলের আওতায় ২৭টি প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে চলমান আছে। প্রকল্পগুলোর প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট (পিসিআর) এর ওপর রিভিউ ওয়ার্কশপ চলমান আছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে CGP এর অধীনে বেসিক রিসার্চ এর ৭টি প্রকল্পের ২টি সমাপ্ত, ৫টি চলমান (৩য় বর্ষ) আছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে অন্তর্বর্তীকালীন-১ এর ৩টি সিজিপি প্রকল্প (নভেম্বর ২০১৮ হতে) চলমান আছে।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৪র্থ কলের প্রকল্পের আওতায় ১৮টি প্রকল্পের MoU স্বাক্ষর, অর্থ ছাড়করণসহ ইনসেপশন কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছে ।
- কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে অন্তর্বর্তীকালীন-২ এর TAC কর্তৃক যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান আছে।

২. **Technology Piloting Program (TPP)**- স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি: সিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সফল প্রযুক্তিসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে প্রধান গবেষক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিস্তৃত এলাকাজুড়ে কৃষক যাতে ঐসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে কেজিএফ এর চারটি পাইলট প্রকল্পের মধ্যে দুইটি শস্য, একটি প্রাণিসম্পদ ও একটি মৎস্যের প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৩. **Commissioned Research Program (CRP)**- মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদি: কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে সিআরপি এর আওতায় ৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে এসেছে :

CRP-I: Hill Agriculture: Harnessing the potential of Hill Agriculture: Enhancing Crop Production through Sustainable Management of Natural Resources

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলাসমূহে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত। এই প্রকল্পে ৪টি প্রতিষ্ঠান যথা বিএআরআই (আরএআরএস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; এইচএআরএস, খাগড়াছড়ি; এইচটিএআরএস, রামগড় এবং ওএফআরডি, বান্দরবন), সিডিবি (সদর দপ্তর এবং এইচএআরএস, বান্দরবন), এসএইউ (মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ এবং কীটতত্ত্ব বিভাগ) ও বিএসএমআরএইউ (কৃষিতত্ত্ব বিভাগ এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ) অংশ গ্রহণ করে আসছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ৪টি কম্পোনেন্ট এ ভাগ করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে এবং ১টি কম্পোনেন্ট যথা প্রকল্প সমন্বয়কারী ইউনিট কেজিএফ এর সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী ৪টি কম্পোনেন্টকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ২টি বিষয় যথা- পানি এবং ভূমি এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের দ্বারা এ অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে পানি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রকল্পের শেষ বৎসরে সম্পন্ন হয়। এ পর্যন্ত ৫টি আরসিসি ড্যাম, ২টি 'আরদেন' ড্যাম, ১টি ডাইভারশন বক্স ও ১টি কালভার্ট কাম সাবমার্জিবল ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এর সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে পর্যাপ্ত গবেষণা কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হয় নাই। জুম চাষের উৎপাদন বৃদ্দিতে প্রকল্পটি সফল প্রযুক্তি (সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর জুম চাষ এবং জুম পরবর্তী ডালজাতীয় ফসল উৎপাদন) উদ্ভাবনে সফল হয়েছে। ডলো চুন প্রয়োগের মাধ্যমে (প্রতি তিন বৎসরে একবার) পাহাড়ের পাদদেশে সবজি উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়েছে। পাহাড়ে বারি কলা-৩, বারি মাল্টা-১, বারি ড্রাগন ফ্রুট-১, রেড লেডি পেঁপে (হাইব্রিড) এবং বারি আম-৩, ৪, ৮ ও ১১ চাষ লাভজনক হিসাবে প্রতিয়মান হয়েছে। সবজি ফসল হিসাবে বারি ঝারসিম-৩, বারি শীম-৬, বারি পানি কচু-২ ও ৬, বারি বরবটি-১, বারি লাউ-৪, বারি গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটো-৪ ও ৮ এবং বাড়ির আঙিনায় সবজি উৎপাদনে 'মডিফাইড খাগড়াছড়ি মডেল' প্রযুক্তিসমূহ লাভজনক হিসাবে প্রতিয়মান হয়েছে। আম ও লিচু চাষের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন ২-৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আম ও কলা চাষে ব্যাগিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোকা আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষাপূর্বক আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। চারা উৎপাদনে নার্সারিকর্মীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ ও সবল চারা সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে যা পরবর্তিতে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। ফলচাষি সমিতি গঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তিনটি পাবর্ত্য জেলার ৪০০টি এলাকা থেকে ৪০০০টি মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে অত্র এলাকার মাটির প্রকৃতি ও নিউট্রিয়েন্ট এর উপর একটি পুস্তিকা ছাপানো হয়েছে যা পাহাড়ি এলাকার কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের সামাগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের সমন্বয়ে একটি প্রযুক্তি বইয়ের খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে যা কেজিএফ থেকে অচিরেই প্রকাশিত হবে। প্রযুক্তি বইটি এবং ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রায় বিশটি প্রযুক্তি বার্তা পাহাড়ি কৃষির সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের কাজ ৩১ মার্চ ২০২০ এ সমাপ্ত হবার পর কোভিড-১৯ জনিত কারনে PCR প্রণয়ন, জমাদান ও মূল্যায়ন শেষে ৩ ডিসেম্বর, ২০২০ ইং তারিখে PCR Workshop অনুষ্ঠিত হয়। PCR Workshop এ প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা হলেও, কেজিএফ এর ফান্ড স্বল্পতার কারণে বড় আকারে ২য় পর্যায় শুরু করা সম্ভব নয় বলে নির্দিষ্ট কিছু সফল প্রযুক্তিকে নিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে সম্পৃক্ত করে ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

CRP-II : Climate Change : Modeling Climate Change Impact on Agriculture and Developing Mitigation and Adaption Strategies for Sustainable Agriculture Production in Bangladesh

বাংলাদেশের বিভিন্ন শস্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে Climate Change Modeling এর মাধ্যমে Production prediction, resource optimization and sustained production এর জন্য করণীয় নির্ধারণ এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুন ২০১৮ তে শেষ হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞগণ/প্রকল্প মূল্যায়নকারীগণের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশের স্বার্থে ও প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনা করে ফসল-মাছ-পশুসম্পদ-আর্থসামাজিক বিষয়গুলির সমন্বয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলছে। এই প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মাধ্যমে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান (Weather elements) বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রক্রিয়া মাটির গুণাগুণ, ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়, রোগবালাই, ইত্যাদির দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় তা জানার চেষ্টা চলছে। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রায় ১২০ জন বিজ্ঞানী/প্রফেশনালদের বিভিন্ন

প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। BARI, BRRI, BSMRAU এর প্রায় ৪০ জন বিজ্ঞানী/গবেষকগণ এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রচিত ৩০ টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে দেশের স্বার্থে ফসল-মাছ-পশুসম্পদ-আর্থসামাজিক বিষয়গুলির সমন্বয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায় ১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে তিন বছরের জন্য শুরু হয়েছে। এর ফলে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘাতের প্রভাব ও তা মোকাবিলার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির প্রথম অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন এর ওপর কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম প্রক্রিয়া চলমান আছে।

CRP-III: Strengthening Sugarcane Research and Development in the Chittagong Hill Tracts

কেজেএিফ-বেকেজেহিটি এর অর্থায়নে এবং সার্বিক সহযোগিতায় BSRI এর আওতায় গত ২০১৫ খ্রি. সাল হতে প্রকল্পটি পার্বত্য তিন জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী Crossing Shed এবং Fuzz তৈরির Structure শেষ হয়েছে যার ফলে এখন থেকে আখের সংকরায়ণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম এদেশেই পরিচালনা করা সম্ভব। পূর্বে পার্বত্য এলাকা থেকে ফুল ফুটিয়ে (যা সমতল ভূমিতে সম্ভব ছিল না) সংকরায়ণের কাজ BSRI, Ishwardi তে করতে হতো। এ বছর ২৮টি Field cross এর মাধ্যমে ১৪৩ গ্রাম Fuzz উৎপাদন করা হয়েছে। গত বছরের সংগৃহীত Fuzz হতে ৬৬০টি চারা উৎপাদন করা হয়েছে। Chewing type আখের জন্য BSRI, Akh-41, BSRI Akh 42, CO 208 এবং Chaina জাতগুলোর উপযোগিতা পার্বত্য অঞ্চলে প্রমাণিত এবং BSRI Akh 41, VMC 86-550, Q69 এবং Ranangoan জাতসমূহ আখের গুড় তৈরির জন্য ভালো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আখের আন্তঃফসল হিসাবে মূলা, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, French bean এর চাষ পার্বত্য অঞ্চলে নতুন লাভজনক ফসল হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আগের অন্যান্য ফসল হিসাবে উল্লিখিত ফসল চাষ করলে একজন কৃষক ৫-৭ লক্ষ টাকা প্রতি হেক্টরে Net Return পেয়ে থাকে। প্রকল্প হতে উৎপাদিত আখের গুড় স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে মেলায় খুবই সমাদৃত হয়েছে। এ বছর আখের চাষ, গুড় উৎপাদন এবং আখের আন্তঃফসলের ওপর মোট ৪৮০ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, মাঠ কর্মকর্তা, এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি মাঠ দিবসের (১২৬০ অংশগ্রহণকারী) মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ৪র্থ বার্ষিক প্রতিবেদনের ওপর বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আখ চাষ কেন্দ্রিক একটি Value chain গঠন করে এলাকার কৃষি ভিত্তিক জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এর র্কাযক্রম ছিল ২০১৫ থকে জুন, ২০২০ র্পযন্ত।

CRP-IV: Increasing Livestock production in the Hills through better husbandry, health service and improving market access through value and supply chain management

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (CVASU), পোলট্রি রিসার্স ট্রেনিং সেন্টার (PRTC), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠা (BLRI) ও বেসরকারি সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF) এর সমন্বয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৭ হতে শুরু হয়েছে এবং মার্চ ২০২২ এ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মূলত পাহাড়ি পরিবেশের জনশক্তি, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভূমি ও উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করে ঐ এলাকার জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্প কার্যক্রমে খামারিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রকল্পের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

সমতল ভূমি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির পার্বত্য জেলার ০৪টি উপজেলায় ০৮টি ইউনিয়নে গবাদি পশুপাখির উৎপাদন সক্ষমতা, সেবা সহায়তার প্রাপ্যতা, রোগের প্রাদুর্ভাব, উৎপাদন উপকরণের প্রাপ্যতা, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা যাচাইপূর্বক বাস্তবতার ভিত্তিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ, পশুখাদ্য উৎপাদন, পার্বত্যাঞ্চলে ভেড়া পালন, পাহাড়ি মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০০ খানা/খামারের ওপর একটি জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২০৮ জন খামারিকে নির্বাচনপূর্বক ভেড়া পালনকারী ও মুরগি পালনকারী গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ৬৪ জন খামারিকে ব্রিডার ভেড়ার ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ১টি ভেড়া ও ৪টি করে ভেড়ি সরবরাহ দেয়া হয়েছে। ৪৮ জন গ্রোয়ার ভেড়া খামারির প্রত্যেককে ভেড়ার ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ৫টি করে গ্রোয়ার ভেড়া সরবরাহ করা হয়েছে। ৪০ জন ব্রিডার মুরগি খামারিকে ১৫৬৮টি পাহাড়ি মোরগ-মুরগি (১:৮ অনুপাতে) এবং ১২ জন গ্রোয়ার ভেড়া খামারির প্রত্যেককে ভেড়ার ঘর তৈরি করে তাদেরকে ২৪০০টি গ্রোয়ার পাহাড়ি মোরগ-মুরগি সরবরাহ দেয়া হয়েছে। ভেড়া ও মুরগির উৎপাদান, পুনরুৎপাদন এবং বেঁচে থাকার হার (Survivability) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাহাড় অঞ্চলে ভেড়ার খাদ্য হিসাবে নেপিয়ার পাকচং, ভুট্টা ও সজিনা চাষ কার্যক্রম চলমান। ভেড়া ও মুরগির উৎপাদান, পুনরুৎপাদন বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ঘাসের উপযোগিতা ও উৎপাদনশীলতার উপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কৃমি রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে ১৬১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ভেড়া ৭৩% ও ছাগল ৭৬% গ্যাস্ট্রেইন্টেস্টাইনাল কৃমিতে আক্রান্ত পাওয়া গেছে। কৃমির মধ্যে লিভার ফ্লুক, এম্ফিস্টোমিয়া ও ট্রাইকোস্ট্রনজাইলয়েড জাতীয় কৃমির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তাছাড়া ভেড়া পালনকারী ও মুরগি পালনকারী খামারিদেরকে ভেড়া ও মুরগি পালন এবং ঘাস চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মুরগির বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৪ জন খামারিকে ১টি করে মোট ৪টি ইনকিউবেটর সরবরাহ দেয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেড়া জবাই করা এবং ভেড়ার মাংস প্রক্রিয়ার জন্য খামারি পযায়ে ০২টি Mini-Slaughter House স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ভেড়া ও মুরগিকে নিয়মিত টিকা দেয়া হচ্ছে।

CRP-V: Development of Upazilla Land Suitability Assessment and Crop Zoning Systems of Bangladesh

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে কৃষি ক্ষেত্রে সঠিক/যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভূমি সম্পদের যৌক্তিক ও লাভজনক ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল 'ডেভেলপমেন্ট অব উপজেলা ল্যান্ড সুইটেবিলিটি এসেসম্যান্ট অ্যান্ড ক্রপ জোনিং সিস্টেম অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফসল উপ-খাতের নীতি ও কৌশলের সাথে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে ক্রপ জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ও যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের সর্বাধিক আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানভিত্তিক মাটি ও ভূমির উপযোগী ফসল ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফসল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত কৃষক ও উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করা।

ইতোমধ্যে, জিআইএস ভিত্তিক ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং সফটওয়্যার প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সফটওয়্যার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপজেলাওয়ারী ভূমি ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত আউটপুট ম্যাপ পরীক্ষণ এবং উপযোগি ফসলের যথার্থতা যাচাই এর কাজ চলছে। এছাড়াও আবাদি ভূমির প্লটভিত্তিক উপযোগী ফসল ও ফসল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য এবং মাটির উর্বরতা অনুযায়ি ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগীর নিকট সরবরাহ করার লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে এবং অ্যাপসটির validation করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপসটির নাম খামারি, এটি গুগল প্লে স্টোর হতে ডাউনলোড করা যাবে। উল্লেখ্য, মোবাইল অ্যাপসটি গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প অ্যাডভাইজরি কমিটির সভায় প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য Mobile Appsটির আরও অধিকতর উন্নয়ন এবং Core GIS এর কাজ চলমান আছে। এছাড়াও আর্থসামাজিক তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যার এবং দৈনিক আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগী পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট সেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ এগ্রি-অ্যাডভাইজারি ওয়েব পোর্টাল নির্মান করা হয়েছে। স্যাটেলাইট রিমোট সেনসিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভুট্টা ফসল এলাকা নিরূপণ ও মানচিত্র প্রস্তুত এবং ২০১০ সাল পরবর্তী ভূমির কৃষি ও অকৃষি ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও মানচিত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের ফসলভিত্তিক সারের মাত্রা নির্ধারণ অনুযায়ী ৪টি AEZ ও BARI, BRRI, BINA and SRDI কর্তৃক প্রদর্শনী করা হয়েছে এবং ফসলের ফলন বৃদ্ধি প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ সভা, কনসালটেশন কর্মশালা, বিশেষজ্ঞ সভা এবং ৩টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ২টি কৃষি অঞ্চলে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ২ বছরের কার্যক্রম মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী কর্তৃক সন্তোষজনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ সালে সমাপ্ত হবে।

8. Capacity Enhancement Program (CEP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি: CEP এর অধীনে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি চলমান রয়েছে

i) Agricultural Research Management Information System (ARMIS)

গবেষণায় দৈততা পরিহার ও ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্যক্রমে অতীত গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে পরবর্তী গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় ফেজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেজিএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কেজিএফ কর্তৃক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০৭/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে বিএআরসি এর সাথে কেজিএফ এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত আলোকে প্রকল্পটি গত জানুয়ারি ২০১৯ থেকে কেজিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মোট ২৩টি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে এ পর্যন্ত সবগুলো সম্পন্ন হয়েছে। যাতে NARSভুক্ত ইনস্টিটিউট ও ৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৯টি সংস্থার প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ৫৬৫ জন মনোনিত বিজ্ঞানী/গবেষকদের (User & Focal Point) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ARMIS তথ্য ভাণ্ডারে মোট ৩২,০০০.০০টি গবেষণা প্রতিবেদন/তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে এ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, যা জাতীয় ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত আছে।

ii) Capacity Building for Conducting Adaptive trials on Seaweed Cultivation

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরাসরি তত্ত্বাবধানে Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ ইং হতে টেকনাফ ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভবিষ্যতে সামুদ্রিক শৈবালের জনপ্রিয়করণে ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের এবং বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে আরো ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া অত্যন্ত জরুরি ও সময়োপযোগী হবে।

iii) Mitigation of green house Gas (GHG) Emission

কেজিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি BRRI, Gazipur এবং BAU, Mymensingh কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প হতে সংগৃহীত প্রযুক্তি পানি ও সার সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যা Crop Modeling এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং আন্তর্জার্তিক সুনাম অর্জন করেছে ।

iv) Skill development trainings for scientists, field vets, livestock workers and poultry/dairy famers

তিন বছর মেয়াদের ট্রেনিং প্রোগ্রামটি ২০১৭ সালের মে মাসে শুরু হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার (৪০ জন), দুগ্ধ খামারি (৮০ জন), পোলট্রি খামারি (৪০ জন), মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারি সার্জন (৯১ জন) সার্জারি বিষয়ে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই এর গবেষণাগারের বিজ্ঞানী (৮০ জন) মলিকুলার বায়োলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ ভারতের তামিলনাডু ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি এবং রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং বিষয়ের দুইজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন হয়।

৫. International Collaborative Program (ICP)-স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি: ICP এর আওতায় কেজিএফ এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে নিম্নোলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে-

ICP-I: Cropping System Intensification in the salt-Affected coastal zone of Bangladesh and India (ACIAR)

KGF and ACIAR এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে প্রকল্পটি ২০১৫- জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ থেকে BARI, BRRI, KU, IWM, ACIAR থেকে CSIRO, Australia প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০ জন Ph.D Scholars খুলনার দাকোপ এবং বরগুনার আমতলীতে তাদের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ICP-II: Incorporating salt tolerant wheat and pulses into smallholder farming system in southern Bangladesh:

KGF এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল ধারা প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডালজাতীয় ও গম ফসলের উপর গবেষণা চলছে। এ প্রকল্পের সাথে গবেষণা কাজে University of Western Australia সংযুক্ত আছে। আশা করা যাচ্ছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে ডাল ফসলের সম্প্রসারণ হবে এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু ডাল ও গমের জাত উদ্ভাবিত হবে।

ICP-III: Nutrient Management of Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN):

প্রকল্পটি KGF এবং অস্ট্রেলিয়ার ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত ৩ বছর মেয়াাদ (KGF part) একটি আন্তর্জাতিক সমন্বিত প্রকল্প। দেশের চারটি নার্স প্রতিষ্ঠান যেমন- BARC, BARI, BRRI and SRDI এবং তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- BAU, Khulna University and PSTU এবং অস্ট্রেলিয়ার Murdoch University এর অংশগ্রহণে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পটিতে Murdoch University এবং বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন Strategic partner হিসেবে সংযুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির KGF অংশ BARC কর্তৃক এবং ACIAR Ask Murdoch University এর ঢাকাস্থ অফিস কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে।

ICP-IV: Development of short-duration cold-tolerant rice varieties for Haor areas of Bangladesh:

হাওড় এলাকায় বোরো ধানের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কেজিএফ পাঁচ বছর মেয়াদি আন্তর্জাতিক সমন্বিত এই প্রকল্পটি KGF ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI)-এর যৌথ অর্থায়নে সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং MoU স্বাক্ষর করে। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্বল্প জীবনকালের (১২০-১৪০ দিন), পুনরুৎপাদিত পর্যায়ে (reproductive stage) ঠাণ্ডাসহিষ্ণু ও উফশী (কাঙ্ক্ষিত ফলন, ৬-৭ ট/হে.) বোরো ধানের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে হঠাৎ বন্যা ও শীতের প্রকোপ থেকে বোরো ধানের সুরক্ষা নিশ্চিকরণ যাতে হাওর অঞ্চলের কৃষকগণের জীবিকার মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই প্রকল্পটি IRRI ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) এর বিজ্ঞানীগণ যৌথভাবে নিকলি (কিশোরগঞ্জ), আজমেরিগঞ্জ, বানিয়াচং ও সদর (হবিগঞ্জ) এবং বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ)-এর হাওর এলাকায় বাস্তবায়ন করছেন। প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি হলো- ৩০টি ক্রস সৃষ্টি করা হয়েছে যার ২২টি সত্যিকারের হাইব্রিড হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে, ১০,১৮৪টি বংশধর (progeny) দ্রুত প্রজনন প্রযুক্তির (rapid generation advance-RGA)

মাধ্যমে অগ্রসরকরণ হয়েছে, ব্রি প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর এবং হাওর এলাকার ৩টি স্থানে মোট ৮২টি প্রজনন লাইন (breeding line)-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে ৮টির জীবনকাল ১৫১-১৫৬ দিন (ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫৬ এর সমতুল্য) ও ফলন ৭.০-৭.৯ ট/হে. পাওয়া গেছে, ৩টি বিদেশি জিনোটাইপ (genotype) ও ব্রি জিন ব্যাংকে (germplasm bank) সংরক্ষিত ৩৭টি জিনোটাইপ চারা পর্যায়ে ঠাণ্ডাসহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, মোট ২৭০টি জিনোটাইপ, যার মধ্যে ২৫৪টি IRRI লাইন, ৬টি আন্তর্জাতিক চেক ও ১০টি বাংলাদেশী স্ট্যান্ডার্ড চেক অন্তর্ভুক্ত, হবিগঞ্জে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ফলন ও অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পোকামাকড়-রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে ২৮টি প্রজনন লাইন ভবিষ্যতে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

কেজিএফ প্রোগ্রামের আওতায় নতুন সংযোজিত গবেষণা কর্মকাণ্ড

৬. Technology Commercialization Project : কেজিএফ এর পাইলট এবং বাণিজ্যিকীকরণ প্রকল্পের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে Technology Commercialization Project 'TCP-1 : BAU-Bro chicken conservation and piloting their producer-group farming' টাইটেল সংবলিত প্রকল্পটির প্রথম ৩ বছর বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেই সাথে আয় ও পরবর্তী ৩ বছর পূর্ণ উদ্যোগে উৎপাদন ও আয় বাড়াবে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটির আইনগত বিষয় বিবেচনা করে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে KGF কর্তৃক নিয়োগকৃত আইনজ্ঞ এর সহায়তায় একটি Tripartite Letter of Agreement /আইনভিত্তিক চুক্তি এবং একটি business model তৈরি করা হয়। কেজিএফ, উদ্ভাবকগণ এবং বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম (বাউরেস) এর মধ্যে উক্ত Tripartite Letter of Agreement গত ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

থোক বরাদ্দ (Lump Sum Grant) : কৃষির সমসাময়িক উদ্ভূত বিষয়ের উপর স্বল্প বাজেটে স্বল্প মেয়াদি (ছয় মাস) প্রকল্পের জন্য কেজিএফ হতে থোক বরাদ্দের জন্যে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নের প্রকল্পগুলো কেজিএফ-বিকেজিইটি এর অর্থায়নে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে :

১. LSG 1-C/21- নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের (চাল, আলু ও পেঁয়াজ) দাম বৃদ্ধির কারণ উদঘাটনের লক্ষ্যে গবেষণা
২. LSG 2-L/21- মাগুরা সদরের পরিবেশে সিসার অনুপ্রবেশের প্রভাবে পরিবেশ বিপর্যয়: সিসার অনুপ্রবেশের প্রভাব মূল্যায়ন এবং দ্রুত দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ
৩. LSG 3-F/21- চ্যালেঞ্জ অব বায়োফ্লক টেকনোলজি ইন বাংলাদেশ অ্যাকুয়াকালচার এন অ্যম্বিগুয়াস মিডিয়া হাইপ
৪. LSG 4-F/21- মৌ-বাক্সে চাক মধু উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন
৫. LSG 5-F/21- বাংলাদেশে অপ্রধান দানাশস্যের বর্তমান অবস্থা এবং সম্ভাবনা
৬. LSG 5-F/21- রুগোস স্পাইরালিং হোয়াইট ফ্লাই এর আক্রমণ: বাংলাদেশে ভৌগোলিক বিতরণ, হোস্ট প্লান্ট ডাইনামিক্স এবং তীব্রতার সমীক্ষা

উপরোল্লিখিত গবেষণা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কেজিএফ এর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, ভূমিকা এবং অবদানসমূহ নিম্ন বর্ণনা করা হলো:

- **কেজিএফ ও চ্যানেল ২৪ (Channel 24) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক/Memorandum of Understanding (MoU)**

ATN Bangla এর সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালরে জন্য কেজিএফ ও চ্যানেল ২৪ (কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান 'রূপান্তরের কৃষি (সাপ্তাহিক)' এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক/Memorandum of Understanding (MoU) বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কেজিএফ কর্তৃক সম্পাদিত কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রযুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। কেজিএফ ও তার সকল সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি গবেষণালব্ধ শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের সফলতা সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা।

এখানে উল্লেখ্য যে কেজিএফ ও এটিএন বাংলা (কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান 'সোনালী দিন') এর মধ্যে ২০১৯-২০ সালের জন্য সমঝোতা স্মারক/Memorandum of Understanding (MoU) এর পরিপেক্ষিতে কেজিএফ কর্তৃক সম্পাদিত কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রযুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভবপর হয়। সে লক্ষ্যে কেজিএফ কর্তৃক নিবেদিত অনুষ্ঠানগুলি প্রতি শনিবার ATN Bangla সোনালী দিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রচারিত সর্বমোট পর্ব ৫০টি যার মধ্যে ৩৬টি মাঠ প্রতিবেদন (অধিকাংশ কেজিএফ এর গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল) এবং ১৪টি টকশো (সমসাময়িক কৃষি সংক্রান্ত বিষয়) অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হয়েছে ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সভা ইত্যাদি

- কেজিএফ বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে পরিবর্তীত বৈরী পরিস্থিতিতে কেজিএফ এর গবেষণা কর্মধারা নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে ।
- কেজিএফ এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখ (রোজ শনিবার) সকাল ১১:০০ ঘটিকায় 'রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন', মল্লিকা হল (লেভেল-২), এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬ তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেজিএফ এর চেয়ারম্যান এবং বিএআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

আন্তর্জাতিক সভায় যোগদান

কোভিড-১৯ এর কারণে আন্তর্জাতিক সভায় সশরীরে যোগদান সম্ভব না হলেও বেশ কিছু সভায় কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য স্পেশালিস্টগণ ভার্চুয়ালি যোগদান করেছেন।

অন্যান্য কার্যক্রম

- কৃষি গবেষণা সিস্টেমের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্য হতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রকাশের জন্য Atlas of 100 Technoogies of NARS নামে একটি বই এবং বিভিন্ন দেশের প্রথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে Bangabandu International Science Conference আয়োজন উপলক্ষ্যে কেজিএফ হতে ১২৩.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- কেজিএফের নির্বাহী পরিচালকসহ কেজিএফের নিয়োগকৃত স্পেশালিস্ট ও বিশেষজ্ঞ দল সারা বছরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চলমান প্রকল্পসমূহের মাঠ পরিদর্শন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।
- কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারনের জন্যে প্রতি মাসে সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাহী পরিচালক নিয়মিত কো-অর্ডিনেশন সভা করে থাকেন।

কেজিএফ এর ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস গত ১৮/০৮/২০২০ তারিখে কেজিএফের নির্বাহী পরিচালক পদে যোগদান করেন।
- কেজিএফের চলমান প্রকল্প সমুহের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ৩০/১০/২০২০ তারিখে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটরিং টিম গঠন করা হয়।
- ১২/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কেজিএফ এর ৭৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি Technical Advisory Committee (TAC) পুনর্গঠন করা হয়।
- কেজিএফের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানোগ্রামসহ জনবল নীতিমালা/সার্ভিস রুল/Personnel Policy-2020 বাংলা ভাষায় প্রণয়ন: গত ১৫/১১/২০২০ তারিখে কেজিএফ বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত 'কেজিএফ এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানোগ্রামসহ জনবল নীতিমালা/সার্ভিস রুল/Personnel Policy-2020 বাংলা ভাষায় প্রণয়নসহ উক্ত নীতিমালায় কেজিএফের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, বেতনভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা নীতিমালা, ছুটি এবং অফিস হাজিরা নীতিমালা, চাকুরি শৃঙ্খলা ও আচরণ নীতিমালা, ক্রয়সংক্রান্ত নীতিমালা, যানবাহন নীতিমালা, ওয়ার্কশপ/সেমিনার/বোর্ড মিটিং/এজিএম/ট্যাক মিটিংসহ অন্যান্য সভার আয়োজন সংক্রান্ত নীতিমালা, অর্গানোগ্রাম, Job Description, ট্রাভেল এবং ট্রাভেলিং নীতিমালা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সম্পূর্ণ বিবরণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল নীতিমালা-২০২০ তৈরি' সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি কিছু সংশোধন/পরিমার্জন বিবেচনায় এনে কেজিএফ এর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ১৪/০২/২০২১ তারিখে একটি Extraordinary General Meeting (EGM) এর মাধ্যমে জনবল নীতিমালা-২০২০ এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

কেজিএফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের উদ্ভাবন সফলতা

- দানাজাতীয় শস্য (ধান ও গম) শুকানোর জন্য Two Stage Dryer এর নকশা ও উন্নয়ন প্রযুক্তি
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অল্প সেচের মাধ্যমে চার ফসলের শস্য প্রবর্তনের চাষ পদ্ধতি
- পার্বত্য এলাকায় জুম চাষের বিকল্প হিসাবে ধান-তুলা সাথী ফসলের উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি

- রোপা আমন-পতিত-বোরো শস্য ক্রমে স্বল্পকালীন HYV BARI সরিষা-১৪ ও ১৫ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি
- মৌমাছির উন্নত চাষ, গুণগত মধু উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে সুগারমিল নাই সেসব এলাকায় আখ ও গুড় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধান রোগবালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- স্বল্প খরচে আলু রোপণ ও উত্তোলনের জন্য মধ্যম সাইজের রোপণ ও উত্তোলন যন্ত্র উদ্ভাবন প্রযুক্তি
- চলন বিল এলাকার প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামাজিক উদ্যোগে বাণিজ্যিক মাছ চাষ হাওরে উন্নত পদ্ধতিতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ
- নারিকেলের মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং প্রসরের মাধ্যমে নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধি
- হাওড়ে উন্নত পদ্ধতিতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ
- দেশি মুরগির কৌলি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে অধিক ঘাতসহিষ্ণু কম খরচে পালনযোগ্য ব্রয়লার মুরগির জাত উদ্ভাবন।
- আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- আদার কন্দ পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদার উৎপাদন বৃদ্ধি
- বাদামি গাছফড়িং ব্যবস্থাপনায় লাগসই প্রযুক্তি
- গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- চাষি পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি
- লেবুজাতীয় ফসলের ক্যাংকার রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
- সমন্বিতশস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন পার্থক্য সীমিতকরণ
- খরা উপদ্রুত এলাকায় ধান চাষের কলাকৌশল
- মৌলভীবাজার এলাকায় উচ্চফলনশীল বেগুন, টমেটো, লাউ ও পটল চাষের বিস্তার
- দক্ষিণাঞ্চলে শীতকালিন শাকসবজির সাথী ফসল হিসেবে লাভজনক ভাবে তোষা পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- সিলেট অঞ্চলে উচ্চমূল্যের সবজি সম্প্রসারণ
- বেগুন ও টমেটো ফসলের প্রধান প্রধান রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা
- পদ্মার চরে আধুনিক ও উচ্চফলনশীল জাতের তৈলবীজ ফসল চাষ
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য নির্বাচিত বছরব্যাপী উৎপাদন উপযোগী উফশী হাইব্রিড জাতের সবজির চাষ
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কবুতরের রোগ নিরাময়
- গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ ও পিপিআর রোগ এর প্রাদুর্ভাব নির্ণয়ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উন্নত খাবার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহিষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যোৎপাদনের সাথে ঈস্ট সহযোগে গাঁজন প্রক্রিয়ায় মুরগির জন্য স্বল্পমূল্যের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি
- দুগ্ধ খামারে সংকর জাতের বাছুর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় এবং মৃত্যুহার কমানোর ব্যবস্থা
- জীবাণু ব্যবহার করে মুরগির পুলোরাম রোগের টিকা উৎপাদন
- উন্নত পদ্ধতিতে শিং মাছের বাণিজ্যিক চাষ
- অনাবাদি ও একফসলি নিচুভূমি রূপান্তরের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ফসল ও মাছ উৎপাদন

কেজিএফ যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৮-২০২০ সময়কালে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী উল্লখেযোগ্য সংখ্যক কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। গবেষণালব্ধ কৃষিবিষয়ক প্রযুক্তিসমূহ দেশের ফসল আবাদ, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। কেজিএফ গবেষণা প্রকল্পসমূহ হতে সাফল্যজনক গবেষণার ফলাফলগুলো মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণকর্মী এবং কৃষকের কাছে পৌছানোর সাথে সাথে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রমের উপর মতবিনিময় করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

পরিবর্তিত বৈরী পরিস্থিতিতে কেজিএফ এর গবেষণা কর্মধারা নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

কেজিএফ এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি

গণমাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়

মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
কৃষি হবে দুর্বার

সংবাদ

কৃষিতে সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল মডেলে উন্নীত করেছে : প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে কৃষিতে অর্জিত সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল-মডেলে উন্নীত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আজকের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' প্রদান উপলক্ষে গতকাল দেয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন। এ উপলক্ষে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা এবং যারা এ পুরস্কার পাচ্ছেন তাদেরও আন্তরিক অভিনন্দন জানান। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তির মধ্যে হওয়ায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই কৃষি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বপ্রথম 'নতুন জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ১৯৯৬' প্রণয়ন করে। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং অতীতের খাদ্যঘাটতি মোকাবিলা করে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১২ বছরে দানাদার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ ভাগ, যার পরিমাণ ১০২ লাখ মে.টন। এছাড়া সবজি, ডাল, পেঁয়াজ, আলু এবং তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৩৪, ৪৪৩, ২৪৮, ৯৬ ও ৭৫ ভাগ। এ সময়ে বিভিন্ন ফসলের ৬৫৬টি উন্নত/উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সারের মূল্য কমিয়ে ডিএপি প্রতিকেজি ৯০ টাকা হতে ১৬ টাকা, টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা এবং ইউরিয়া ২০ টাকা হতে ১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে ১৪ লাখ ১ হাজার ৫৮২ মে. টন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন-সহায়তা প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রায় ৭০ হাজার কৃষিযন্ত্রপাতি কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষিপুনর্বাসন/প্রণোদনা বাবদ ৯৩ লাখ ৬৫ হাজার কৃষকের মাঝে প্রায় ১ হাজার ৩১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষ সুবিধার আওতায় ১০ টাকায় ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৬৪ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ ভাগ সুদে ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে ১১.১২ লাখ হেক্টর, খালপুনঃখনন ১০ হাজার ৭৩৬ কি. মি., সেচনালা স্থাপন ২৬ হাজার ১১৪ কিলোমিটার, রাবার ড্যাম নির্মাণ ১১টি, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৯ হাজার ১৫টি, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন ৭ হাজার ৪৩৪টি, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন ১৯ হাজার ১০৮টি এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে ৩৬ হাজার ৫২৫ হেক্টর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার গৃহীত কৃষিবান্ধব নীতি এবং কার্যক্রমের কারণে দানাদার খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, ধান ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে তৃতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। সব কৃষিপণ্য উৎপাদনের হার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের এক ইঞ্চিও জমি অনাবাদি রাখা যাবে না। সে লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা মানুষের পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণেও কাজ করে যাচ্ছি। পাশাপাশি, আমি কৃষিজমি রক্ষা এবং

কৃষিতে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

কৃষিতে : সাফল্য

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পরিবেশ-সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানাই। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে টেকসই কৃষির উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।'

daily sun

TRUE AND IMPARTIAL

Vibrant agriculture led by PM is our best bet

Dr. Atiur Rahman

Despite the growing spectre of deeper economic recession following the ongoing pandemic throughout the world, Bangladesh stands better in facing it mainly due to its vibrant rural economy led by agriculture.

The FAO has just announced that Bangladesh will experience food surplus even in this difficult year of pandemic.

Against the total demand of about 33 million metric tons of cereals, it is expected that the total production will be around 40 million this year. This production figure is almost fifty per cent higher than what it was in 2009.

Thanks to the bumper Boro and its successful harvesting with unprecedented mobilisation of labour and machines by Sheikh Hasina government in the thick of the corona crisis, Bangladesh looks so much better off in providing minimum food to its entire population. However, we need to keep our eyes open on the unfolding regional floods that may put additional challenges to our rural economy, particularly in remote char and haor areas.

Of course, supply of food alone does not ensure food security. People need to have purchasing power to buy the food. The government, in the meantime, has increased its social protection, both in kind and cash, to provide the minimum support to millions of population for survival against hunger. However, the sudden loss in income among those involved in informal sector has created a new challenge for the new poor.

The government, non-government organisations and the community as a whole have come forward to stand by these hapless people during this difficult period of pandemic.

Page 7 Col 1

Vibrant agriculture led by PM is our best bet

From Page 1

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ
। দ্বিতীয় সংস্করণ
সোমবার ২৩ নভেম্বর ২০২০ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১১ সংখ্যা ৮৩ | ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ | ৭ রবিউস সানি ১৪৪২ | www.alokitobangladesh.com | thealokitob

বোরো আবাদ ৫০ হাজার হেক্টর বাড়ানো হবে : কৃষিমন্ত্রী

আগামী মৌসুমে বোরো ধানের আবাদ ৫০ হাজার হেক্টর বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। মন্ত্রী বলেন, বন্যাসহ নানা কারণে এ বছর আমনের উৎপাদন ভালো না হওয়ায় ধানের দাম খুব বেশি। যেটি নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছি। সেজন্য যে কোনো মূল্যে আগামী মৌসুমে বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বোরোর চাষযোগ্য কোনো জমি যাতে খালি না থাকে সে ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহ দিতে হবে। বোরোর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মাঠ থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সব কর্মকর্তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং কৃষকের পাশে থাকতে হবে। গতকাল রোববার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। মন্ত্রী বলেন, এবছর ধানের ভালো দাম পাওয়ায় চাষিরা খুশি ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় আছে। অন্যদিকে চাষিদের যে বোরো ধানের উন্নত বীজ সরবরাহ করছি, সার, সেচসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় যে প্রণোদনা দিচ্ছি তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, মহাপরিচালক বলাই কৃষ্ণ হাজরা, অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুল কাদের। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে গতকাল রোববার অনলাইনে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য দেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ
। দ্বিতীয় সংস্করণ
রোববার ২৩ আগস্ট ২০২০ | রেজি: নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১০ সংখ্যা ২৯৩ | ৮ ভাদ্র ১৪২৭ | ৩ মহররম ১৪৪২ | www.alokitobangladesh.com

'প্রণোদনার ফলে সারা দেশে আউশের আবাদ বেড়েছে'

পৃষ্ঠা ▸▸ ১১

প্রণোদনার ফলে সারা দেশে আউশের আবাদ বেড়েছে : কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, আউশ আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের বীজ, সার, সেচসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়েছে সরকার। সারের দাম কমানো হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করেছে, যেগুলো চাষের ফলে গড় ফলনও বেড়েছে। আজকের ক্রপ কাটিংয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বিঘা জমিতে এখন ১৮ থেকে ১৯ মণ ধান হচ্ছে যেটি অত্যন্ত গর্বের ও অহংকারের। অথচ, এক সময় আউশ উৎপাদন সবচেয়ে কম হতো। বিঘায় মাত্র ২ থেকে ৩ মণের মতো। ফলে, এ বছর অনেক উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে কৃষক আউশ চাষ করেছেন। সারা দেশে আউশের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রী শনিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ আয়োজিত সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর গ্রামে আউশ ধান কর্তন উদ্বোধনকালে অনলাইনে এসব কথা বলেন। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী প্রমুখ।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের বাজারজাতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকায় শাকসবজির অনেক দাম। এদেশের কৃষিপণ্যকে ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত দেশের বাজারে রপ্তানি করতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সেজন্য, পূর্বাচলে একটি এগ্রো প্রসেসিং সেন্টার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যাতে করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি করা যায়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর কৃষিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল। দেশের কৃষিতে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। তাই এ অঞ্চলের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে দেশের কৃষি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার এ অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে সেচের সুবিধার জন্য কিছু নদী খনন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও নদী ও খাল খনন করা হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় এ অঞ্চলের বিভিন্ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকে আরও এগিয়ে নিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, নতুন জাতের প্রসার ও জনপ্রিয়করণে এ ধরনের ফসল কর্তন উৎসব খুবই প্রয়োজন। বর্তমানে ব্রি ধান-৪৮ আউশের একটি ভালো জাত, তবে এর চেয়েও ভালজাত বা মেগাভ্যারাইটি ব্রি ধান-৮৩ নিয়ে আসা হচ্ছে। এছাড়া, কৃষকের কাছে নতুন জাতের চাষাবাদ জনপ্রিয় করতে জেলা-উপজেলার ফান্ডের মাধ্যমে কিছু বীজ ক্রয় করা ও সংরক্ষণ করা গেলে সহজেই জাতগুলো জনপ্রিয় হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ The Daily Janakantha

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে

মতবিনিময়সভায় আবদুর রাজ্জাক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ একসময় দেশে গবেষণার প্রায় পুরোটাই ছিল বিদেশী সাহায্যনির্ভর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি গবেষণায় ও কৃষির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উদারভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। মন্ত্রী আরও বলেন, প্রযুক্তিতে বিদেশনির্ভরতা কমাতে হবে। গবেষণা সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাগসই দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। চাষাবাদ, উপকরণ ব্যবহার ও অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনসহ সকল কৃষিপ্রযুক্তি নিজেদেরকে আরও বেশি উদ্ভাবন ও তা দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারণ করতে হবে।

রবিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) আয়োজিত সংস্থাটির 'সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ

(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

কৃষি গবেষণা

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

মেসবাহুল ইসলাম।

এসময় কেজিএফকে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের নির্দেশ দেন কৃষিমন্ত্রী ড. রাজ্জাক। মন্ত্রী বলেন, সরকার কেজিএফকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে- সে লক্ষ্য অর্জনে অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। যেনতেন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ দিলে চলবে না। চরাঞ্চল, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা, পাহাড় বা হাওড়ের প্রতিকূল এলাকায় কীভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়- সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট, লক্ষ্যনির্ধারণী ও ফলনির্দিষ্ট গবেষণা করতে হবে। একইসঙ্গে, প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকেও শক্তিশালী করতে হবে। কেজিএফের গবেষণা থেকে বা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বা ফলন বৃদ্ধি কতটুকু হয়েছে- তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেজিএফের চেয়ারম্যান ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেজিএফের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (হর্টিকালচার) ড. শাহাবুদ্দীন আহমদ। কেজিএফের সার্বিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার ওপর উপস্থাপনা করেন কেজিএফের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর এবং বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস।

সোমবার

www.samakal.com

সমকাল

শেখ হাসিনা কৃষিতে নতুন দিগন্ত এনেছেন

। কৃষিমন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে কৃষিতে এনে দিয়েছিলেন নতুন দিগন্ত। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করি। তবে বিএনপি জোটের শাসনামলে সেটির ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি, বরং কৃষিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়।

রোববার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ৩৮তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে নতুন যোগদান করা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, কৃষির প্রতি পরম দরদের কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে মন্তব্য করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মেসবাহুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আবদুল মান্নান।

যুগান্তর

THE DAILY JUGANTOR

www.jugantor.com

কাঁচা কাজুবাদাম আমদানি শুল্ক ৫-৭% করা হয়েছে

—কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষক অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না। এটি নিশ্চিত করতে হলে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচা কাজুবাদাম আমদানির ওপর শুল্কহার প্রায় ৯০% থেকে নামিয়ে ৫-৭% নিয়ে আসতে এনবিআর সম্মত হয়েছে। ভবিষ্যতে এটিকে একদম শুল্কমুক্ত করে দেয়া হবে। কৃষিমন্ত্রী রোববার কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'কোভিড পরবর্তী সময়ে ফুড ভ্যালু চেইন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কৃষিকে লাভজনক করতে হলে অপ্রচলিত ফসলের চাষও বাড়াতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কাজুবাদাম, কফিসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষ জনপ্রিয় করতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। দেশে যাতে কাজুবাদামের প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেজন্য কাঁচা কাজুবাদাম আমদানি শুল্কমুক্ত করতে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রযুক্তি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বোরহান উদ্দিন। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি শামস মাহমুদের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য মনজুর মোর্শেদ আহমেদ, কার্নেল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সালেহ আহমেদ, প্রাণ-আরএফএলের পরিচালক উজমা চৌধুরী, বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসিং অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) মহাসচিব ইকতাদুল হক, ইউনিমার্ট গ্রুপের পরিচালক মালিক তালহা ইসমাইল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

রবিবার
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
২৯ নভেম্বর ২০২০
১৩ রবিউস সানি ১৪৪২
বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২৭৫
পৃষ্ঠা ১২, দাম ৫ টাকা

THE DAILY BHORER KAGOJ
ভোরের কাগজ
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
www.bhorerkagoj.com https://facebook.com/bhorerkagoj.live

কানাডায় রপ্তানি হবে পাটজাত পণ্য : টিপু মুনশি

টিপু মুনশি

এসএমই খাত এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কানাডা অনেক বড় বাজার। আমাদের পরবর্তী টার্গেট সেখানে পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি

কাগজ প্রতিবেদক : জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতও ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তিনি বলেন, আমরা এসএমই খাতের পণ্য রপ্তানি করছি। এসএমই খাত এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কানাডা অনেক বড় বাজার। আমাদের পরবর্তী টার্গেট সেখানে পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি।

গতকাল ২৭ নভেম্বর রাজধানীর হোটেল আমারিতে 'এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ' প্রথম পর্বের ২৯ জন বাংলাদেশিকে ট্রেড প্রফেশনাল সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন নতুন বাজার খুঁজে পণ্য রপ্তানির নির্দেশনা দিয়েছেন। টেকসই উন্নয়নে রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বর্তমানে কানাডায় এক বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয়। আমাদের অনেক পণ্য রয়েছে কিন্তু রপ্তানি আয় অল্প। এজন্য আমরা নতুন পাটজাত পণ্য সেখানে রপ্তানি করব। কানাডায় রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। সেখানে একটি প্রদেশে সম্প্রতি পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আমাদের পাটজাত পণ্য রপ্তানির সুযোগ বেড়েছে। শুধু কানাডা নয়, বিশ্বব্যাপী পাটজাত পণ্য রপ্তানির সুযোগ বেড়েছে। সেদিকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। তবে সুযোগ বেড়েছে ডিজিটালি। এসএমই খাতে নারীরা এগিয়ে রয়েছেন। মহামারি পরিস্থিতিতেও রপ্তানি বিষয়ক এ ধরনের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এ সময় ঢাকায় নিযুক্ত কানাডিয়ান হাইকমিশনার বেনোয়া প্রেফনতেন বলেন, কানাডায় পণ্য রপ্তানির বেশ সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর। কানাডার অনেক বড় কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে। এসএমই খাতের উদ্যোক্তারাও কানাডায় কৃষি খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করতে পারে।

তিনি বলেন, কানাডা এসএমই সেক্টরকে অগ্রাধিকার দেয়। কানাডার ৯০ শতাংশ মানুষ এসএমই সেক্টরে কাজ করেন। এ খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তিনি বাংলাদেশ-কানাডা বাণিজ্য বাড়াতে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলেও জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশনের ডিরেক্টর হানি সালেম সম্বল, কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান, টিএফও কানাডার নির্বাহী পরিচালক স্টিভ টিপম্যান, অতিরিক্ত বাণিজ্য সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান ও নারী উদ্যোক্তা ইশরাত জাহান চৌধুরীসহ অনেকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

গোপালগঞ্জ : আবাদকৃত আউসের নতুন জাতের ধানখেত - জনকণ্ঠ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে আউশের ৪ নতুন জাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোপালগঞ্জ, ৮ আগস্ট ॥ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে আউশের ৪টি নতুন জাত। এগুলো হলো, ব্রি হাইব্রিড ধান-৭, ব্রি ধান-৪৮, ব্রি ধান-৮২ ও বিনাধান-১৯। উচ্চ-ফলনশীল স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন খরাসহিষ্ণু আউশ ধানের নতুন এ জাতগুলো বোরো মৌসুমের মতোই ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের ধানের আবাদ সম্প্রসারণ করে আউশ মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এতে খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা সম্ভব বলে মনে করছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের পদস্থ কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ সাইদী রহমান জানিয়েছেন, তারা আউশ মৌসুমে গত মে মাসের ১ম সপ্তাহে তাদের কার্যালয়ের গবেষণা-মাঠে গোপালগঞ্জ ও আশপাশের জেলার জন্য উপযোগী ব্রি-উদ্ভাবিত আউশের নতুন জাত ব্রি হাইব্রিড ধান-৭, ব্রি ধান-৪৮ ও ব্রি ধান-৮২ এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত বিনাধান-১৯ এর মাঠ-ট্রায়াল দিয়ে রেকর্ড পরিমাণ ফলন পেয়েছেন। শনিবার গবেষণা-মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে পরিমাপ করে দেখা গেছে, ২০২০ সালে উদ্ভাবিত আউশের একমাত্র হাইব্রিড ধান ব্রি হাইব্রিড ধান-৭ প্রতি হেক্টরে ৭.৩৮ মেট্রিক টন, ব্রি ধান-৪৮ প্রতি হেক্টরে ৬.১৬ মেট্রিক টন, ব্রি ধান-৮২ প্রতি হেক্টরে ৫.৬৬ মেট্রিক টন এবং বিনাধান-১৯ প্রতি হেক্টরে ৫.১২ টন ফলন দিয়েছে। প্রতিটি জাতই উদ্ভাবকদের প্রত্যাশার চেয়ে হেক্টর প্রতি ৫শ' কেজি থেকে দেড় টন পর্যন্ত বেশি ফলন দিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ড. মোঃ খায়রুল আলম ভুইয়া বলেছেন, সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আউশ আবাদ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আউশ মৌসুমে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯ থেকে ১০ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়। আউশের এ ৪টি জাতের আবাদ সম্প্রসারণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করলে হেক্টর প্রতি বোরো-মৌসুমের মতোই ফলন পাওয়া যাবে এবং আউশ মৌসুমে ধানের জাতীয় উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা ও এসডিজি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনলাইন প্লাটফর্ম 'ফুড ফর নেশন' চালু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষিপণ্য কেনাবেচার জন্য এবার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'ফুড ফর ন্যাশনের' যাত্রা শুরু হলো। দেশের খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণন, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, চাহিদা মোতাবেক সহজলভ্যতা তৈরি করা হবে। জরুরী অবস্থায় ফুড সাপ্লাইচেইন অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের প্রথম উন্মুক্ত কৃষি মার্কেটপ্লেস 'ফুড ফর ন্যাশন (foodfornation.gov.bd) চালু করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষিপণ্য বিপণনের প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়। সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক কৃষকবান্ধব এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনের পর থেকেই কৃষকরা এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে শুরু করেছেন বলে কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, মহামারী করোনার কারণে শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের স্বাভাবিক পরিবহন এবং সঠিক বিপণন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সময়মতো বিক্রি করতে পারছে না, আবার বিক্রি করে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছে না।

দেশের প্রথম উন্মুক্ত মার্কেটপ্লেস

বর্তমানে কৃষিপণ্যের বাজারজাত করা সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায়, প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ভোক্তারা যাতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সহজে, স্বল্প সময়ে এবং সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য পেতে পারে সে লক্ষ্যে 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে। ড. আব্দুর রাজ্জাক জনকণ্ঠকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, সারাদেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্য ব্যবস্থাপনায় যে নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে তা মোকাবেলায় এই উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের একটা বিরাট অংশ বিপণনের অভাবে প্রতিবছর অপচয় ও নষ্ট হয়। এ প্ল্যাটফর্মটি যথাযথভাবে কাজ করলে কৃষিপণ্যের অপচয়রোধেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ বিষয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলক জনকণ্ঠকে বলেন, দেশের চাহিদা অনুসারে কৃষি পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট হলেও কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছে। আবার ভোক্তাগণও সবসময় সঠিক মূল্যে তাদের চাহিদা মোতাবেক কৃষিপণ্য পাচ্ছে না। এর পেছনে অন্যতম কারণগুলো হলো- তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষকসহ সাধারণ জনগণের সঠিক জ্ঞান ও উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাব, পরিবহন ব্যবস্থায় দৌরাত্ম্য, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং সার্বিকভাবে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশে এই প্রথম 'ফুড ফর ন্যাশন' উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে। 'একশপ'র সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক হতে শুরু করে বাজারজাতকারী, আড়তদার, বিপণনকারী আর প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা একই প্ল্যাটফর্মে পাবেন দেশব্যাপী দাম আর মানের যাচাই আর সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুযোগ। সহজ ও মোবাইল বান্ধব ইন্টারফেসের এ প্ল্যাটফর্মে ক্রেতা-বিক্রেতা রেজিস্ট্রেশন করে কৃষি জাতীয় সকল ভোগ্য ফসল বা সবজির ক্যাটাগরি নির্বাচন করে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন, কিনতে পারবেন। স্টার্টআপ বাংলাদেশের মাধ্যমে এখানে যুক্ত সকল ধরনের ক্রেতাগণ বিক্রেতার প্রোফাইলে দেয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে শাকসবজিসহ সকল কৃষিপণ্য ক্রয় বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। পণ্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের সুবিধামতো মাধ্যম নির্বাচন করে লেনদেন করবেন। পরিবহনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজে দরদাম করে ব্যবস্থা করতে পারে অথবা একশপ ফুলফিলমেন্ট সেবাটি গ্রহণ করতে পারবে। এই মার্কেট প্লেসটি সম্পূর্ণ ফ্রি প্ল্যাটফর্ম। এখানে ক্রয় বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে বিনামূল্যে। ফলে দেশের কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারবেন। সূত্র জানিয়েছে কৃষি ব্যবসায়ীদের ডেটাবেস, ফসল ও কৃষিপণ্যের দৈনিক বাজার দর এবং সহযোগিতার জন্য কৃষি বিপণন অধিদফতর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ নম্বর থাকবে। 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি তৈরি ও সমন্বয়ের কাজ করছে- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই (এক্সেসে টু ইনফরমেশন) এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদফতর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর। এছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ৪ বছরের রোডম্যাপ

● আবাদ বেড়েছে, প্রয়োজন হবে না আমদানির ● ১৫- ২০ দিনের মধ্যে বাজারে আসবে হালি পেঁয়াজ

ওয়াজেদ হীরা ॥ রাজধানীর বাজারগুলোয় হঠাৎ করেই পেঁয়াজের দাম কিছুটা বেড়েছে। আর এই সুযোগে অনেক ব্যবসায়ী সুর তুলেছেন আমদানি করার। তবে দেশেও এবার প্রচুর পেঁয়াজ লাগিয়েছেন কৃষকরা। পেঁয়াজ আবাদের জমি বেড়েছে যেখান থেকে বাম্পার ফলন আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আর তাই আপাতত আমদানি না হলেও দেশীয় পেঁয়াজেই চাহিদাও যেমন মিটবে তেমনি চাষীরা মূল্য পাবেন। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যে লক্ষ্য নেয়া হয়েছে তা অনেকটাই এগিয়ে যাবে। দেশের চাষীদের স্বার্থে ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) দেয়াও বন্ধ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশের চাষীদের স্বার্থে পেঁয়াজ আমদানিতে যে শুল্কারোপ *(৬ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)*

পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে তা যেন না উঠানো হয়। একই সঙ্গে পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ও আমদানিনির্ভরতা কমাতে একটি রোডম্যাপও তৈরি করা হয়েছে সে পথে এগোচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি কয়েকটি আড়ত, পাইকারি ও খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সর্বস্তরে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪০ টাকার উপরে বিক্রি হচ্ছে, কোথাও ৪৫ বা ৫০ টাকা। সেই সঙ্গে ভারতীয় আমদানির পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকার উপরে, কোথাও ৪০ টাকা। কৃষি বিপণন অধিদফতর মনে করছে এই দামটি এখনও সঠিক যদি আরও বেশি মূল্য বৃদ্ধি পায় তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে একই সঙ্গে কৃষি বিপণন অধিদফতর বাজার প্রতিনিয়ত মনিটরিং করছে।

এদিকে বাজারে পেঁয়াজের কিছুটা দাম বৃদ্ধির কারণে আমদানিকারকরা পেঁয়াজ আমদানি করার কথা বলছেন। আর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন এই মুহূর্তে আমদানির দরকার নেই। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য মতে দেশে চলতি বছরে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৪০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদের টার্গেট ঠিক করে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৯ লাখ ৫৫ হাজার টন। সারাদেশে পেঁয়াজের চাহিদা ৩০ লাখ টনের একটু বেশি। এর মধ্যে দেশে উৎপাদিত পেঁয়াজের একটি অংশ সংরক্ষণকালে নষ্ট হয়। ফলে কয়েক লাখ টন আমদানি করতে হয়, যার বেশিরভাগই আসে ভারত থেকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আমাদের পেঁয়াজের আবাদ ভাল। আমরা পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছি। এ বছর আমাদের যে পরিমাণ জমিতে আবাদ করেছি তাতে প্রায় ত্রিশ লাখ টন উৎপাদন হবে যা খুবই ভাল। আমরা মনে করি এই মুহূর্তে পেঁয়াজ আমদানির আপাতত কোন প্রয়োজন নেই। দেশী পেঁয়াজেই বাজার ভরে উঠবে দ্রুত আবার চাষীরা দামও পাবে। আমাদের অধিদফতর যে আইপি দেয় আপাদত তা বন্ধ রয়েছে এবং আমরা মনে করি দেশের চাষীদের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে সরকার। আমরা মনে করি আপাতত আমদানি না হলেও চলবে কেননা আমাদের নতুন পেঁয়াজ বাজারে এলে কয়েকদিনে আরও অনেক কমেও যাবে দাম।

২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে ২ লাখ ৩৭ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করা হয়। আর উৎপাদন হয়েছে ২৫ লাখ ৬০ হাজার টন। গত বছর পেঁয়াজের দাম অতিমাত্রায় বৃদ্ধির পর থেকে সরকার একটি পরিকল্পনা নেন পেঁয়াজে চার বছরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার। সে ধারাবাহিকতায় এ বছর বৃদ্ধি করা হয় আবাদি জমি ও লক্ষ্যমাত্রা। গত বছর বেশি দাম থাকার কারণে কৃষকরাও আগ্রহ নিয়ে পেঁয়াজে ঝুঁকেছেন। এ বছর ৬৫ হাজার জমিতে কন্দ পেঁয়াজ হয়েছে যা মুড়িকাটা পেঁয়াজ হিসেবে পরিচিত। আর বীজ হালি পেঁয়াজ লাগানো হয়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৯৪০ হেক্টর জমিতে যা আগামী ১৫-২০ দিন পরই বাজারে আসতে শুরু করবে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে মুড়িকাটা (আগাম) পেঁয়াজ বাজারে উঠতে শুরু করে। এ পেঁয়াজ অবশ্য সংরক্ষণ করা যায় না। মার্চে আসে বীজ থেকে উৎপাদিত পেঁয়াজ। এ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের সংগ্রামে নিবেদিত দৈনিক
আমাদের অর্থনীতি

কৃষি উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের রোল মডেল বাংলাদেশ

মতিনুজ্জামান মিটু : কৃষিতে এ দেশের মতো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এ সময়ে বিশ্বের খুব কম দেশেই আছে। গাজীপুরের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি'র (নাটা) মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. আখতারুজ্জামান জানান, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্যও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। করোনা সংকট সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী বহুবার কৃষি উৎপাদনের ধারা সচল রাখার কথা বলেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, করোনা সংকটকালে যেন এক ইঞ্চি জমিও পড়ে না থাকে। করোনা পরিস্থিতির পর কৃষিই হবে একমাত্র হাতিয়ার। করোনা সংকট সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার কৃষির উৎপাদনের ধারা সচল রাখার কথা বলেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, করোনা সংকটকালে যেন এক ইঞ্চি জমিও পড়ে না থাকে। করোনা পরিস্থিতির পর কৃষিই হবে একমাত্র হাতিয়ার। শুধু এটাই বলে প্রধানমন্ত্রী থেমে থাকেননি।

কৃষি উৎপাদনের ধারা সচল রাখতে ৯ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ ৫ হাজার কোটি টাকার শতকরা ৪ ভাগ সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে এক শতাংশের ১০০টি সবজি ও পুষ্টি বাগান স্থাপন করাসহ বহুমুখী কৃষি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করার জন্যে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্র সরবরাহের ৩০২০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প চালু হয়েছে। করোনা অতিমারির মধ্যে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করার জন্যে রাজস্ব খাতে ২০০ কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং বিগত ২০২০-২১ সালের বাজেটে কৃষি সেক্টরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ লক্ষ্যমাত্রার অন্তর্গত ৩৩টি সূচকের সঙ্গে কৃষির সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। মুজিব জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, কৃষি হবে দুর্বার'। দেশের কৃষি সেভাবেই এগিয়ে চলেছে।

করোনার প্রকোপে ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে এটার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে সচেতন মানুষ মাত্রেই উৎকণ্ঠিত। সংকটের মুখোমুখি রয়েছে এদেশের মতো উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের মানুষ। করোনা মহামারির মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হলেও প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বিশ্বের ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। একইসঙ্গে আমেরিকার ব্লুমসবার্গ এর প্রতিবেদন অনুসারে করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের অবস্থান উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম এবং বিশ্বের মধ্যে ২০তম স্থানে।

আদিকালের সেই খরপোশ কৃষি এখন বাণিজ্যিক কৃষিতে সুইচ করেছে। কৃষির আধুনিকায়ন হয়েছে, ফলে ফল, ফসল, ফুল, সবজি, খাদ্যশস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন কৌশল এখন আধুনিক কৃষির মূল অনুষঙ্গ হয়ে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। দেশ স্বাধীনের পরে সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে আবাদযোগ্য জমি ছিল ১ কোটি ৮৫ লাখ হেক্টর এবং মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৯৫ লাখ মেট্রিক টন। দেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৭ কোটির ঘরে। এরপর পৃষ্ঠা ৭, সারি ৬

সোমবার
৬ পৌষ ১৪২৭
৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২
২১ ডিসেম্বর ২০২০
রেজিস্টার্ড নং ডিএ-৬২
৭০ বর্ষ, ২০৫ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭০ বছর

সংবাদ

ফরিদপুর : পিয়াজ বীজে কোটিপতি সাহিদার তদারকিতে আবাদে ব্যস্ত চাষিরা -সংবাদ

কালো সোনা পিয়াজ বীজ আবাদের ধুম

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

কালো সোনা পিয়াজ বীজ উৎপাদনকে সামনে রেখে 'পিয়াজের বাম্ব' রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন ফরিদপুরের চাষিরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বাম্পার ফলন আশা করছেন কৃষকরা। এ বছর ৪ দফা বন্যা ও অতি বৃষ্টির কারণে নির্দিষ্ট সময়ে জমি থেকে পানি না নামার কারণে পিয়াজের বাম্ব রোপণে কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। তবে এরইমধ্যে অনেক জমিতে বীজ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তুলনামূলক উঁচু জমি চাষাবাদ করে চাষিরা পিয়াজের বাম্ব রোপণ চলছে। অনেক খেতে পিয়াজ গজিয়ে সবুজ আকার ধারণ করেছে। অনেক জমিতে চাষাবাদ চলছে। চাষিরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে পিয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য। ফরিদপুরের মাটি ও আবহাওয়া পিয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য উপযোগী হওয়ায় এ জেলায় পিয়াজ বীজ চাষির সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্র জানায়, দেশের মোট চাহিদার ৭৫ভাগ পিয়াজ বীজ ফরিদপুর জেলার চাষিরা উৎপাদন করে থাকে। এ বীজের সিংহভাগ উৎপাদন করে থাকে অম্বিকাপুরের কৃষানি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ও বিএডিসির এস এম ই কৃষাণি সাহিদা বেগম। পিয়াজ বীজ চাষ করে হয়েছেন কোটিপতি। তাকে অনুসরণ করে এ অঞ্চলে প্রায় দুই শতাধিক পিয়াজ বীজ চাষি পিয়াজ বীজ উৎপাদনে নেমেছে।

কৃষাণি সাহিদা বেগম বলেন, বৃষ্টির কারণে ১৫ দিন পেছনে পড়ে গেছি। অন্যবছর এই সময়ের আগে পিয়াজের বাম্ব লাগানো শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর আজ পর্যন্ত ৩০ একর জমিতে বাম্ব লাগানো শেষ হয়েছে। এখনও আরও ৪-৫ একর লাগানো বাকি আছে। গতবছরের চেয়ে এ বছর জমির পরিমাণ বেড়েছে। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ জন লেবার কাজ করছে মাঠে। একদল খেতে বাম্ব রোপণ করছে, একদল সেচ দিচ্ছে, কেউ সার ছিটাচ্ছে, কেউ ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করছে। নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম চলবে একটানা মে মাস পর্যন্ত কোন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে। ভাল ফলন পাব বলে আসা করছি। পিয়াজ বীজ লাভজনক কৃষি, তবে এতে ঝুঁকিও আছে। ১ একর জমি চাষ করতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খরচ হয় ১ লাখ ৪০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা। আর এক একর জমি থেকে ৩শ কেজি বীজ পাওয়া যায়। সরকার পিয়াজ বীজ চাষিদের ৯ মাসের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু ৯ মাসের কারণে চাষিরা উপকৃত হতে পারে না। ঋণের মেয়াদ ১ বছর করা হলে চাষিরা তাদের উৎপাদিত বীজ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচুর পিয়াজ বীজ উৎপাদন হলেও এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য নেই কোন হিমাগার। জরুরী ভিত্তিতে ফরিদপুরে একটি হিমাগার নির্মাণেরও দাবি করেন এই কৃষাণি। তিনি আরও বলেন, দুই বিঘা জমি দিয়ে শুরু করেছিলাম পিয়াজ বীজ চাষ। ধীরে ধীরে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে এখন এই অবস্থানে এসে পৌছেছি। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছি। আমার পিয়াজ বীজ খামারে কাজ করে অনেকেই তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে ভালই আছেন। আমার চাষাবাদ দেখে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক পিয়াজ বীজ চাষ করে সাভলম্বী হয়েছেন। সরকারি সহযোগিতা পেলে আগামীতে আমরা আরো বেশি করে বীজ উৎপাদন করতে পারব। বীজ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পূরণ করে আমরা দেশের বাহিরেও রফতানি করতে পারব। গতবছর ২শত মণ বীজ পেয়েছিলাম। এ বছর ২শ ২০ থেকে ২শ ২৫ মণ বীজ পাব বলে আসা করছি। এদিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্র জানায় চলতি মৌসুমে জেলায় প্রায় ১৫শ হেক্টোর জমিতে পিয়াজ বীজের আবাদ হয়েছে। ফরিদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ ড. হজরত আলী বলেন, দেশের উৎপাদিত বীজের ৭৫ ভাগ ফরিদপুর জেলায় উৎপাদন হয়ে থাকে। এ জেলার বীজের গুণগতমান ভাল হওয়ায় দেশের বিভিন্ন জেলার চাষিরা ফরিদপুর অঞ্চলের বীজ সংগ্রহ করে থাকেন। পিয়াজ বীজ চাষে চাষিদের বিনামূল্যে বীজ ও সার দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

আজ সোমবার
১৬ পৃষ্ঠা
মূল্য ১০.০০ টাকা
THE DAILY ITTEFAQ
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

পাটের দামে রেকর্ড !

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জুট মিল আদমজীর পর সম্প্রতি দেশের অন্য সরকারি জুট মিলগুলো লোকসানের দায়ে বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে পাটের দাম। গত মৌসুমে বাজারে পাট ওঠার শুরুতে ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ বা ২ হাজার টাকা মণ দরে বিক্রি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে রাজশাহীর বাজারে সাড়ে ৫ হাজার টাকা মণ দরে পাট বিক্রি হচ্ছে। পাটের এত বেশি দাম দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। এদিকে পাটের বেশি দাম পাওয়ায় খুশি কৃষক ও ব্যবসায়ীরাও।

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শামসুল হক জানান, রাজশাহী জেলায় গত বছর পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৪ হাজার ১৭০ হেক্টর জমিতে। কিন্তু তা বেড়ে চাষাবাদ হয়েছিল ১৪ হাজার ৭৯৬ হেক্টর জমিতে। ২০১৯ সালে ১৩ হাজার ৮৪৬ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয়েছিল। পাটের দাম এত বেশি এই প্রথম বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান, বিদেশে পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য থেকে মানুষ ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে পাটের তৈরি ব্যাগের চাহিদা বেশি। আমাদের দেশেও পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হলে ঐতিহ্যবাহী 'পাট' তার সোনালি অতীত ফিরে পাবে এবং পাট চাষে কৃষকের আগ্রহ আরো বাড়বে।

রাজশাহীর স্থানীয় পাট ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান জানান, গত বছর এক মণ পাট বিক্রি হয়েছে ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায়। পরের দিকে দাম কিছুটা বেশি ছিল। পাট ওঠার শুরুর দিকে ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ বা ২ হাজার টাকা মণ দরে বিক্রি হয়েছে। তারও পরে প্রতি সপ্তাহে ২০০-৩০০ টাকা করে বেড়েছে প্রতি মণে। এভাবে বাড়তে বাড়তে পাটের মণ এখন সাড়ে ৫ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে এখনো বলা যাচ্ছে না, পাটের দাম আরো বাড়বে কি না? কারণ বিশ্ববাজারে সুতার দাম বেড়েছে, তাই পাটের দাম বেড়েছে বলে বড় বড় আড়তদাররা জানিয়েছেন।

রাজশাহীর পবা উপজেলার বড়গাছি গ্রামের পাটচাষি ইমরান আলী জানান, তিনি গত বছর সাত বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছিলেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন ভালো হয়েছিল। প্রতি বছরের মতো দাম পাবেন না বলে ধরে নিয়েই প্রথম দিকে পাট বিক্রি করেছিলেন। তবে সেই তুলনায় এখন পাটের দাম ভাবলেরও বেশি। ভাবতে পারিনি পাটের এত দাম হবে এবার।

রাজশাহী রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহকারী পরিচালক কাজী সাইদুর রহমান জানান, প্রতি বছরই পাট রপ্তানি বাড়ছে। এ কারণে পাটের দামও বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৮৮ লাখ ১৫ হাজার ৫৮৫.৭৪ ডলার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার ৮৭৯. ৫৫ ডলার ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ কোটি ৩৪ লাখ ৭ হাজার ৫২৮.১৫ ডলারের পাট রপ্তানি হয়েছে রাজশাহী থেকে। পাটের দাম বাড়ার পেছনে এটিও একটি কারণ বলে মনে করছেন এই কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার । ৫ ফাল্গুন ১৪২৭
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

কালের কণ্ঠ

দেশে কফির প্রথম জাত উদ্ভাবন

রোকন মাহমুদ, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে ▷

কফির নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) আওতাধীন খাগড়াছড়ির পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। আগামী দুই মাসের মধ্যে 'বারি কফি-১' নামের এই জাতটির অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ৬

দেশে কফির প্রথম জাত উদ্ভাবন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তারা। অনুমোদন মিললে এটিই হবে দেশের কফির প্রথম জাত। এরই মধ্যে গবেষকরা কফির সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে মূল্যায়নের মাধ্যমে রোবাস্তা কফির অগ্রবর্তী লাইন চিহ্নিত করেছেন। একই সঙ্গে জাতসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর সমন্বয় করে তা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

প্রকল্প পরিচালক আবু তাহের মাসুদ কালের কণ্ঠকে বলেন, "খুব শিগগির এটি অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এটি হবে রোবাস্তা প্রজাতির একটি কফির উন্নত জাত। পাহাড়ে এর ফলন বেশ ভালো ও দ্রুত হয়। পোকার উপদ্রবও কম হয়। নিয়ম অনুসারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী এই জাতের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিড উইংয়ে পাঠাতে হবে। তারা যাচাই-বাছাই শেষে অনুমোদন দেবে, এটা আমরা নিশ্চিত। এরপর 'বারি কফি-১' রিলিজ দেওয়া হবে।"

জানা যায়, নব্বই দশকের শুরু থেকেই খাগড়াছড়ির গবেষণাকেন্দ্রে কফির ৪০টি চারা দিয়ে গবেষণা শুরু হয়। ওই সময় খুব বেশি এগোয়নি গবেষণা। তবে গেল পাঁচ-সাত বছরে কফি চাষের বেশ অগ্রগতি হয়েছে।

বিশ্বে ৬০ প্রজাতির কফি থাকলেও বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদযোগ্য প্রজাতি মাত্র দুটি। সেগুলো হলো কফি রোবাস্তা ও কফি অ্যারাবিকা। রোবাস্তা জাতের কফি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় খুব উপযোগী। এটি সাধারণত সমুদ্র থেকে ৫০০-১০০০ মিটার উচ্চতায় এবং ১০০০-২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিতে ভালো ফলে। সে জন্য বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চল ও টাঙ্গাইলের মধুপুরগড়ের আবহাওয়ায় এটির সম্প্রসারণ সম্ভব।

প্রক্রিয়াজাতের মেশিন উদ্ভাবন : খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ বলেন, এ দেশে কফি চাষ কৃষকের মধ্যে জনপ্রিয় না হওয়ার অন্যতম কারণ এর প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করার সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে এরই মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কৃষি প্রকৌশল বিভাগ এবং পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে সব ধরনের যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে, যা খুবই কম দামে কিনতে পারবেন কৃষক। সব মিলিয়ে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ টাকায় কেনা যাবে এসব যন্ত্র। বিদেশ থেকে এসব যন্ত্র আমদানি করতে খরচ হয় পাঁচ লাখ থেকে ছয় লাখ টাকা। কর্মকর্তারা বলছেন, একটি যন্ত্র থাকলে এলাকার সবাই এখানে প্রক্রিয়াজাত করতে পারবে।

কফিতে আরো চাঙ্গা হবে পাহাড়ের অর্থনীতি : আম্রপালি আর সবুজ মাল্টা পাহাড়ি অর্থনীতিকে আগেই চাঙ্গা করেছে। এই সজীব অর্থনীতিকে আরো গতি দিতে কফিতে সম্ভাবনা দেখছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। আবাদ উপযুক্ত পাহাড়ি মাটি এবং পচনশীল না হওয়ায় কফি চাষে বেশ আশাবাদী তাঁরা। এরই মধ্যে কফি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন পাহাড়ের ছোট-বড় অনেক বাগান মালিক। ব্যক্তি উদ্যোগেও অনেকে কফি চারা রোপণ করছেন। সম্প্রতি খাগড়াছড়ি শহরের পাশেই একটি বাগান ঘুরে দেখা গেছে, রোবাস্তা জাতের কফির ৬৯৫টি গাছে থোকায় থোকায় ফল ধরেছে। যেগুলো পেকে লাল হয়ে উঠেছে সেগুলোই শ্রমিকরা তুলে কুড়িতে ভরছেন। বিরুবালা ত্রিপুরা নামের এক শ্রমিক জানান, গেল ডিসেম্বর থেকেই তাঁরা পাকা কফি তুলতে শুরু করেছেন। এখন প্রায় শেষের পথে। এগুলো তুলে তাঁরা পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ভেতর নিয়ে আসবেন। সেখানেই প্রক্রিয়াজাত করা হবে।

পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের অধীন এই বাগানে অ্যারাবিকা জাতের আরো ২০০টি চারা রোপণ করা হয়েছে বলে জানান বাগানের তত্ত্বাবধায়ক বলিন্দ্র ত্রিপুরা। তিনি বলেন, প্রতিটি গাছ থেকে এক মৌসুমে সাত থেকে আট কেজি কফিফল তোলা যায়। রোপণের পর তিন বছরের মধ্যেই ফুল আসতে শুরু করে। গত বছর তাঁরা এই বাগান থেকে ৪৫০ কেজি কফি তুলতে পেরেছিলেন। এ বছরও এমনই হবে বলে মনে করছেন তিনি। আপাতত এগুলো গবেষণাকেন্দ্রের ভেতর বসানো মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করে পরিচিতজনদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

এই বাগান ছাড়াও খাগড়াছড়িতে আরো আটটি কফি বাগান রয়েছে। এ ছাড়া রাঙামাটিতে রয়েছে আরো তিনটি। প্রতিটিতেই এক হাজার করে চারা রয়েছে। দুই বছর ধরে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে বলে জানান খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ।

তিনি বলেন, কফি চাষে পাহাড় কিংবা অন্য ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না। কফি মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ হওয়ায় সহজেই মিশ্র ফসল হিসেবে বনজ উদ্ভিদের সঙ্গে হালকা ছায়ায় সেচহীন অবস্থায় চাষ করা যায়। এতে রোগবালাইয়ের আক্রমণ হয় না বললেই চলে। কফির বড় সুবিধা হলো পচনশীল নয়। পোস্ট-হার্ভেস্ট প্রক্রিয়ার পর চাইলে এক বছরও রেখে বিক্রি করা যায়।

তবে সুবিধার পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, 'কফির বড় চ্যালেঞ্জ হলো তত্ত্বাবধায়ন ও পোস্ট-হার্ভেস্ট প্রসেসিং খুব সাবধানে করতে হয়। এ জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ ছাড়া বাজারজাত করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি। ফলে বিক্রি করতে হচ্ছে ব্যক্তি উদ্যোগে। এই দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারলে আগামী চার-পাঁচ বছরে কফির আমদানি আমরা অনেক কমিয়ে নিতে পারব। দেশে উৎপাদিত কফি দিয়েই দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানিও করা যাবে। এ জন্য বাজারজাতকরণে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা, যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও উন্নতজাতের চারা প্রয়োজন।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) হর্টিকালচার উইংয়ের তথ্য মতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কফির উৎপাদন এলাকা ছিল প্রায় ১১৮.৩ হেক্টর, মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৫৫.৭৫ টন। ডিএইয়ের উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইংয়ের তথ্য মতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানি করা প্রক্রিয়াজাত কফির পরিমাণ ছিল ৫২.৫১৭ টন। যার বাজারদর পাঁচ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

বর্তমানে পাহাড়ের তিন জেলায় কফি উৎপাদিত হলেও এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই হয় বান্দরবানে। আশাজাগানিয়া খবর হলো, পার্বত্যাঞ্চল ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী ও রংপুর এবং টাঙ্গাইলে কফি চাষ শুরু হয়েছে।

সোমবার। ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
আজ ১৬ পৃষ্ঠা
সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠার
টাবলয়েড এ-টু-জেড

কালের কণ্ঠ

ঝালকাঠি সদর উপজেলার ডুমুরিয়া গ্রামে সবজিক্ষেতে কাজ করছেন নারীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

সবজির আবাদ ভালো হওয়ায় খুশি কিষানিরা। সবজি বাজারে বিক্রির কাজ করেন পুরুষরা। তবে কয়েকজন নারীও গ্রাম থেকে শহরে সবজি এনে বিক্রি করেন। সবজি কিনতে সকালে ভিড় করেন পাইকাররা

৩৬ গ্রামে বিষমুক্ত সবজি চাষে নারীরা

কে এম সবুজ, ঝালকাঠি ▷

গ্রামের মেঠোপথ ধরে যেখানেই চোখ যাবে, শুধু সবজির ক্ষেতই চোখে পড়বে। কোথাও বাঁধাকপি, ফুলকপি আবার কোথাও টমেটো, গাজর। কোনো ক্ষেতে ঝুলে আছে লাউ, শিম, মিষ্টিকুমড়া। রয়েছে শালগম, বরবটি, খিরা, লাল শাক, পালং শাকসহ নানা শাক-সবজি। ঝালকাঠি সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে প্রবেশ করলেই রাস্তার দুপাশে দেখা মেলে বাহারি সবজির ক্ষেত। এই সবুজের সমাহার গড়ে তোলার কারিগর হচ্ছেন নারীরা। মাঠ তৈরি, সবজির বীজ বপণ ও ফসল তোলা—সবই করছেন তাঁরা। ঝালকাঠি সদর উপজেলার ৩৬ গ্রামে বিষমুক্ত সবজি চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন এসব নারী। কৃষি বিভাগের মতে, সবজি চাষে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছেন নারীরা। এতে ভাগ্য বদলেছে তাঁদের। সংসার চালানোর পাশাপাশি সন্তানের লেখাপড়ার খরচও বহন করছেন তাঁরা। কৃষি বিভাগ নারীদের সবজি চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।

ঝালকাঠি শহরের কীর্তিপাশা মোড় থেকে উত্তর দিকের সড়ক দিয়ে যেতে হয় সবজির এসব গ্রামে। ছয় কিলোমিটার পথ যেতেই চোখে পড়বে রাস্তার দুই পাশের সবজিক্ষেত। এখানকার সবজিক্ষেতগুলো এখনো শীতের নানা সবজিতে ভরপুর। সবজির আবাদ ভালো হওয়ায় খুশি কিষানিরা। বিষমুক্ত এসব সবজি বাজারে বিক্রির কাজ করছেন পুরুষরা। তবে কয়েকজন নারীও গ্রাম থেকে শহরে সবজি এনে বিক্রি করছেন। সরাসরি ক্ষেত থেকে তরতাজা সবজি কিনতে সকালে ভিড় করেন পাইকাররা।

খুব সকালে সদর উপজেলার ডুমুরিয়া গ্রামের একটি ক্ষেতে কাজ করতে দেখা যায় কয়েকজন নারীকে। তাঁদের মধ্যে এক কিষানি রিপা মন্ডল। কৃষি বিভাগ থেকে তিনি নিয়েছেন প্রশিক্ষণ। তিনি বলেন, 'পুরুষরা গ্রামে অন্য কাজ করে, আমরা সংসারে বাড়তি আয়ের জন্য কৃষিকাজ করি। মাঠ তৈরি, বীজ বপণ ও ফসল তোলার কাজটাও আমরা করি। শুধু বিক্রির জন্য পুরুষরা বাজারে নিয়ে যায়। অনেক সময় পাইকার এসে ক্ষেত থেকে সবজি কিনে নিয়ে যায়। আমাদের সবজি বিষমুক্ত। আমরা কোনো ধরনের ক্ষতিকর কিছু ক্ষেতে ব্যবহার করি না। পোকা দমনেও কীটনাশক ব্যবহার করি না।'

তাঁর পাশেই ফুলকপি তোলার কাজে ব্যস্ত রেখা মিস্ত্রি। কাজের ফাঁকে তিনি বলেন, 'এই যে তরতাজা ফুলকপিগুলো এখন বাজারে পাঠাব। আমার স্বামী এগুলো নিয়ে যাবেন। সবজি চাষ করেই আমাদের সংসার চলে। শুধু ফুলকপিই না, আমাদের আরো একটি ক্ষেত রয়েছে। সেখানে বাঁধাকপি, কাঁচা মরিচ, টমেটো ও মিষ্টিকুমড়া চাষ করেছি।'

ডুমুরিয়ার মেঠোপথ ধরে হেঁটে সামনের দিকে বৈরমপুর গ্রাম। এই গ্রামে ঢুকলেই দেখা মেলে বিশাল এক সবজির ক্ষেত। সেখানে কাজ করছেন মনিকা হালদার নামের এক নারী। ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আরো তিন নারী এ কাজে সহযোগিতা করছেন। তিনি বলেন, 'সরাসরি ক্ষেত থেকে আমাদের সবজি কিনে নিয়ে যায় পাইকাররা। এতে সবজির ন্যায্য দাম পাওয়া যায়।'

ঝালকাঠির নারী সবজি বিক্রেতা লিপিকা রানী মিস্ত্রি বলেন, 'আমি সকালে এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সবজি কিনে শহরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করি। আমার সঙ্গে স্থানীয় পাইকাররাও এসে বিষমুক্ত সবজি কিনে নেয়।'

কৃষি বিভাগ জানায়, সদর উপজেলায় রবি মৌসুমে তিন হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে সবজির আবাদ হয়েছে। এখান থেকে উৎপাদিত ৪৩ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে পাশের জেলা-উপজেলায়ও যাচ্ছে।

ঝালকাঠির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফজলুল হক বলেন, 'সদর উপজেলার ৩৬ গ্রামে সারা বছরই নারীরা সবজি চাষ করেন। সবজি চাষে কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে কৃষকরা যাতে ফসলে জৈব সার ব্যবহার করেন, এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। পোকা দমনের জন্য তাঁরা বিষটোপসহ নানা ধরনের ফাঁদ তৈরি করছেন। এতে সফলতা পেয়েছেন তাঁরা।'

কৃষকের সাথে থাকুন, কৃষকের পাশে থাকুন

কৃষি মন্ত্রণালয়